মাসুদ রানা

অটল সিংহাসন

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা

অটল সিংহাসন

প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি, ১৯৭:

এক

যুদ্ধ করছিল রানা। পুবে বেলুচিস্তান ও আফগানিস্তান, পশ্চিমে ইরাক, তুরস্ক এবং পারস্য উপসাগর, উত্তরে কাস্পিয়ান সাগর ও তুর্কিস্থান, দক্ষিণে পারস্য উপসাগর এবং ওমান নদী।

যুদ্ধে হারজিত হবেই। একপক্ষ হারছিল, অন্যপক্ষ প্রবল হয়ে উঠছিল। শীতে বরফের কুচি আর গ্রীষ্মে আগুনের হলকা বর্তিত হয়। আজব এই দেশ। উত্তরাঞ্চলে প্রচণ্ড প্রতাপ গরমের, মানুষ টিকতে পারে না। দক্ষিণাঞ্চলে শীতের জুলুমে মানুষ পালায়।

জেগে উঠছিল রানা। হেরে গিয়ে পালাচ্ছিল ঘুম।

অমর কবি ফেরদৌসি। অমর তাঁর শাহনামা। চির উজ্জ্বল স্বর্ণালি-স্মৃতি পারস্যের।

জেগে উঠেছে রানা। রাত একটা বেজে দশ। মহাশূন্যের অনিশ্চয়তা কাটিয়ে মাটি স্পর্শ করছে বোয়িং-এর চাকা।

পেট্রলের ঝাঁঝ ঢুকল নাকে। এয়ারফিল্ড উত্তপ্ত হয়ে রয়েছে মধ্যরাত্রি পেরিয়ে যাবার পরও। রানওয়ের সীমানায় নীল বালবগুলো খোশআমদেদ জানাচ্ছে। রানা লক্ষ করল প্রতিটি বালবের নিচে পেট্রল ল্যাম্প বসানো। ঢাকার কথা মনে পড়ে গেল। ঢাকার ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কর্তৃপক্ষও খামখেয়ালি করতে অভ্যস্ত। কিন্তু ইরানে যেমন পাট নেই, পূর্ব বাঙলায় তেমনি পেট্রল নেই।

মেইন এয়ারপোর্ট বিল্ডিঙের সামনে দাঁড়িয়েছে প্রকাণ্ড 707 কয়েকটা প্লেন দেখা যাচ্ছে আরও। পি.আই.এ.-র, এয়ার ইন্ডিয়ার একটা করে বোয়িং, একটা SAS Coronado, কয়েকটা অ্যান্টিক ডাকোটাও। ডাকোটাগুলোর গায়ে বিভিন্ন মিডল-ঈস্টার্ন লাইন্সের ছাপ।

ফুটবলের মত গোলমুখী স্টুয়ার্ডেসের পিছন পিছন প্যাসেঞ্জাররা এগোল ছড়িয়ে ছিটিয়ে।

এদিক-ওদিক তাকাল রানা।

কেউ অপেক্ষা করছে বলে মনে হলো না। এয়ারপোর্টে থাকার কথা ছিল 'একজনের'। অবজারভেশন ব্যালকনি খালি। বড় লিউমিনাস ঘড়ি বলছে একটা পনেরো। নিউ ইয়র্কে চারটে আঠারো, ভাবল রানা। এখন ওর থাকার কথা নিউ ইয়র্কে হোটেল একসেলসিয়রের এয়ারকন্ডিশনড্ সুইটের নরম বিছানায়।

কাঁচ ঘেরা গলি দিয়ে প্যাসেঞ্জাররা কিউবিকলে ঢুকল। কাঁচ ঘরে ভুরু নাচিয়ে নাচিয়ে একজন ইরানিয়ান অফিসার ফরেন পাসপোর্ট পরীক্ষা করছে। রানারটা

ডিপ্লোম্যাটিক। তার মানে লাইন দিতে হবে না ওকে। পাকানো গোঁফঅলা ছোটখাট অন্য একজন অফিসার রানার জন্যে। ভেতরে ভেতরে কৌতূহলে ছটফট করছে লোকটা আমেরিকান পাসপোর্ট, নাম মাসুদ রানা—অসংখ্য প্রশ্ন অফিসারের মনে। কিন্তু সামলে রাখল নিজেকে। মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করল, 'গাড়ি দরকার, স্যার?'

ইংরেজীর বদলে ইংরেজীতেই উত্তর দিল রানা, 'থ্যাঙ্ক ইউ, ট্যাক্সি উইল বি ফাইন।'

কাস্টমস হলের চারদিকে চোখ ঘোরাল রানা। আশপাশে তিরিশ পঁয়ত্রিশজন ইরানিয়ান জমায়েত হয়েছে। কাঁচের অপর দিক থেকে প্যাসেঞ্জারদেরকে দেখার চেষ্টা করছে সবাই।

ব্যাগ-ব্যাগেজ এসে পড়ল। কাস্টমসের একজন লোক লেবেল এঁটে দিয়ে হাসল দাঁত বের করে। পাঁচ রিয়েল দাম দিল রানা হাসিটুকুর।

তবুও কেউ পৌঁছুল না। ভ্যান জুড জানে ও আসছে। প্লেনও সময় মত পৌঁছেছে। কালো ব্রীফকেসটার হাতল আরও শক্ত করে ধরল রানা। আড়চোখে তাকাল একবার ব্রীফকেসটার গায়ের উপর। অকারণ সন্দেহে হাসি পেল রানার। লেদার ভেদ করে ভিতরের জিনিস দেখার কোন উপায় নেই কারও। ইতস্তত ভাবটা জোর করে দূর করে দিল রানা। পা ফেলল হলরুমের দরজার দিকে। বাকি প্যাসেঞ্জাররা কোলাহল করছে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে গল্প করতে করতে এগোচ্ছে কেউ কেউ। মুখ তুলে দেখে সবাই একবার রানাকে। জুতোর খট্ খট্ শব্দ তুলে স্বাস্থ্যবান, ঋজু চেহারার একজন লোক দৃঢ় পায়ে বেরিয়ে গেল হলঘর থেকে। ট্রেটনের স্যুটটা মুহূর্তের জন্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ডোর-বাল্বের আলো মেখে।

ঘাম লাইনবন্দী হয়ে গড়িয়ে পড়ছে বিশাল শক্ত পিঠের উপর থেকে নিচের দিকে। জ্যাকেটের ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিয়ে ওয়ালথার পি. পি. কে-র বাঁটটা সিধে করে নিল রানা। এয়ারপোর্ট বিল্ডিঙের সামনের পেভমেন্টে দাঁড়াল ও। জুন মাসের ইরান আগুনের কুণ্ড। এয়ারপোর্ট বিল্ডিঙের ফার্স্ট ফ্লোরেই বার। ফিরে যেতে ভাল লাগল না রানার। আগে হোটেলে পৌঁছনোই ভাল। ওখানে সেফ্ আছে নিশ্চয়ই। ব্রীফকেসটার একটা নিখুঁত গতি করে বাকি সময়টা ভদকা আর লাইম নিয়ে কাটানো যাবে।

লাইনে কয়েকটা ট্যাক্সি দেখা যাচ্ছে। একটার উদ্দেশে হাত নাড়তে যাচ্ছিল রানা। পিছন থেকে ভাঙা ইংরেজী শোনা গেল, 'তুমি কি হারিয়ে গেছ?'

ছন্দময় কণ্ঠস্বর ভোলেনি রানা এখনও। প্যারিস থেকে আলাপ জমিয়েছিল মেয়েটি প্লেনে। ওলুনা, এয়ারহোস্টেস। প্লাস্টিক কভারে কোট নিয়েছে ওলুনা এক হাতে। অপর হাতে প্যান-অ্যামের ব্যাগ।

'না, ঠিক হারিয়ে যাইনি। বিচার করে দেখছিলাম কোন ট্যাক্সিওয়ালার মধ্যে ক্রিমিন্যাল টেনডেন্সি নেই।'

ওলুনা হাসল। জার্মান সুন্দরীর গালের টোল থেকে চোখ ফিরিয়ে ঘড়ি দেখল রানা।

'আমাদের সাথে প্যান-অ্যাম বাসে চড়ো না কেন? ক্যাপ্টেন মাইন্ড করবে না,

ও আমার বন্ধু।' ওলুনা এক পা এগিয়ে এল রানার পাশে। দ্রুত চিন্তা করল রানা। এখন আর কারও জন্যে অপেক্ষা করার মানে হয় না। দেরি করে ফেলেছে সে যে কোন কারণে। এদিকে ওলুনার ফিগারকে ভোট দিলে লোকসানের চেয়ে লাভ বেশি। তাছাড়া প্যান-অ্যামের ক্রুদের মাঝখানে ব্রীফকেসটা সবচেয়ে নিরাপদ। রাজি হয়ে গেল রানা, 'ও. কে.। লীড অন।'

ফুটপাথের সামনে VW মাইক্রোবাসটা। শেষবার আশপাশটা দেখে নিয়ে উপরে উঠল রানা। ওলুনা বসল ওর পাশেই। কৌতূহলী মেয়ে, তার উপর কৌতূহল দমিয়ে রাখতে জানে না। মিটিমিটি হাসি লেগেই আছে মুখে। ওয়ালথারটা ঠিকমত বসিয়ে নিল রানা উরুতে।

'তেহরানে তোমার ফার্স্ট ট্রিপ এটা?' ওলুনা আলাপ ছাড়া থাকতে পারে না।

'না। যুদ্ধের সময় একবার ঘুরে গেছি। হোটেলের চরিত্র এতদিনে বদলেছে কিনা কে জানে।'

'হিলটন সবচেয়ে ভাল। সে-যুগ আর নেই। ইরান এখন কসমোপলিটান সিটি। অবশ্য পশ্চিমী অর্থে নয়। কদিনের মেহমান তুমি?'

'একমাস, সম্ভবত। বহু জায়গায় ঢুঁ মারতে হবে। নাইট্রেট ফ্যাক্টরীর জন্যে জায়গা বাছতে চাই।'

'ব্রীফকেসটায় পা দিয়ে আছ কেন? চুরি যাবে মনে করে? কাগজপত্র আছে বুঝি?'

হাসল রানা। কাগজপত্রই বটে। বলল, 'হ্যাঁ, খুব দরকারী কাগজপত্র।'

হাসল ওলুনা। একটা হাত রাখল ও রানার বাঁ উরুতে, স্বাভাবিক গলায় বলল, 'আর এটাও বুঝি কাগজের বান্ডিল?'

কী জাঁহাবাজ মেয়ে রে বাবা! রানা দ্রুত দেখে নিল পিছনটা। ঘুমুচ্ছে সেকেন্ড ক্যাপ্টেন। বাকি সবাইও ঝিমুচ্ছে। ভাগ্যিস ফিসফিস করে জানতে চেয়েছে ওলুনা। হাতটা ফেরত নেয়নি ও। ওয়ালথারের বাঁটে রেখেছে ওলুনা হাত। রানার চকিত চাউনি লক্ষ করল না ওলুনা।

'জানোই তো এদিকের রাস্তাঘাট কেমন। নানা অপরিচিত জায়গায় যেতে হবে আমাকে। প্রাণের নিরাপত্তা থাকা উচিত, তুমি কি বলো?' রানা শেষ করবার আগেই হাসল ওলুনা। রানা আবার বলল, 'যেমন ধরো মেহরাবাদ থেকে তেহরান অবধি যে রাস্তাটা...'

'তুমি স্মাগলার?' প্রশ্ন, তারপর আরও প্রশ্ন একটার পর একটা, 'কি নিয়ে যাচ্ছ সঙ্গে করে, মিস্টার? সোনা? ডায়মন্ড? নাকি এমার্যাল্ডি? ড্রাগ নয়, আশা করি?'

ওলুনার গাল টিপে দিয়ে হাসল রানা, 'নো, আই প্রমিজ ইট ইজ নট ড্রাগস্।'

'বিশ্বাস করলাম। তেমন বদ বলে মনে হয় না তোমাকে। কিন্তু কি আছে?'

'জানতে চেয়ো না।' সংক্ষেপে ইতি করতে চাইল রানা। জানানো যাবে না। জানে মাত্র চারজন মানুষ। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট, সি.আই.এ. চীফ কলভিন, কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের চীফ রাহাত খান আর রানা। আরও কজন হয়তো জানবে। কিন্তু তারা কাউকে জানাবে না। রানার নির্নিমেষ দৃষ্টি ফলপ্রসব করল। কোন মেয়ের পক্ষে এ দৃষ্টি অগ্রাহ্য করা অসম্ভব। ওলুনা বলল, 'ও. কে.।

জানতে চাইব না। কিন্তু শর্ত আছে। সঙ্গ দেবে তুমি আমাকে যতক্ষণ থাকব আমি। রাজি?'

'অরাজি হবার কথা নয়। তুমি সুন্দরী। এক হোটেলেই থাকছি যখন আমরা…'

তেহরানের উপকণ্ঠে পৌঁছে গেছে মাইক্রোবাস। গ্রেট শাহ রেজা এভিনিউ হলুদ সোডিয়াম আলোয় প্লাবিত হচ্ছে। চলমান বস্তু বলতে শেষ প্রহরের ট্যাক্সি দু'একটা দেখা যাচ্ছে কদাচ।

কেঁপে কেঁপে সাবলীল বেগে ছুটছে বাস। যাত্রীরা ঢুলছে। ওলুনার একটা হাত কচলে দিতে দিতে কাছে টানল রানা। পিছিয়ে যাবার বদলে মুখ ফেরাল ওলুনা।

রানার অপর পাশে ক্যাপ্টেনের নাক ডাকছে। ক্যাপ্টেনের ব্রীফকেসের পাশে রাখল রানা নিজেরটা। এক হাতে কোমর বেষ্টন করল ওলুনার।

মোড় নিল বাস এভিনিউ হাফেজের দিকে। উঁচু রাস্তা। বাস উঠছে হোটেল হিলটনের পানে। দূরত্ব এখনও মাইল চারেক। দু'পাশে বিল্ডিং এখন আর বড় একটা চোখে পড়ছে না। পাহাড়ের দেয়াল, খাদ, আর নুড়ি পাথর ভর্তি অসমতল ভূমি। নিখুঁত যাত্রা। সব ঠিকঠাক ভাবে ঘটছে। কয়েক মিনিটের মধ্যে হোটেলে পৌঁছে যাবে রানা। ম্যানেজারের সেফে নিরাপদ থাকবে ব্রীফকেসটা। পাঁচ ডলার পেলেই পোর্টার ওলুনার পাশের রুমে রানার রুম পাইয়ে দেবে।

অকস্মাৎ সগর্জনে ব্রেক কষল মাইক্রোবাস।

চোখ বুজে বিশ্রাম নিচ্ছিল রানা। জানালা পথে তাকাল ও ঝাঁকানি খেয়ে। আরও খানিকটা গড়িয়ে থেমে দাঁড়াল বাস। মাঝ রাস্তায় এভাবে থামবার কারণ? কিছু দেখার সুযোগ হলো না রানার। ধাক্কা খেয়ে সশব্দে খুলে গেল দরজা বাইরে থেকে। একটা মুখ ভিতরে ঢুকল। খাকি রঙের ক্যাপটা দৃষ্টি এড়াল না রানার। বাসের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ভিতর দিকে ঝুঁকে পড়ল লোকটা। ইরানিয়ান। বিরাট একটা পিস্তল ডান হাতে। রক্তবর্ণ চোখ জোড়া ঘুরল প্রত্যেকটি প্যাসেঞ্জারের মুখের উপর দিয়ে। তারপর কর্কশ কণ্ঠে দ্রুত উচ্চারণ করল, 'এভরিবডি আউট!' লোকটা রানার দিকে তাকাল পলকের জন্যে, 'মিলিটারি কন্ট্রোল!'

ক্যাপ্টেন তিক্ত গলায় বলে উঠল, 'এসব কি বদমায়েশি!' ঘুম ভাঙায় খেপে গিয়ে চেঁচিয়ে উলল, 'নোবডি স্টপস আস। চালাও ড্রাইভার, গাড়ি ছাড়ো তুমি।'

কিন্তু ড্রাইভারের পেটে লেগে রয়েছে সাব-মেশিনগানের নল। আর বাড়িতে ওর গণ্ডা চারেক ছেলেমেয়ে নিয়ে অপেক্ষা করছে বউ। মর্মর মূর্তির মত বসে রইল সে। ঘাড় ফিরিয়ে ক্যাপ্টেনের দিকে তাকাবার সাহসও হলো না তার।

ইরানিয়ান অফিসার স্টুয়ার্ডের কলার চেপে টান মারল, 'এভরিবডি আউট।'

এবার আর দ্বিতীয়বার ইতস্তত করল না কেউ। ক্যাপ্টেনও উঠে দাঁড়াল। ইউনিফর্মের কাছে সবাই নাচার। দ্রুত চিন্তা করছিল রানা। প্রস্তুত ছিল না ও এই উটকো বিপদের জন্যে। হঠাৎ এক বুদ্ধি খেলল ওর মাথায়…।

এবার রানার পালা। ওলুনার পিছন পিছন দরজার দিকে এগোল ও। অফিসার দেখল ওকে, 'তুমি কে? সিভিলিয়ন? ক্রুদের বাসে লুকিয়ে থেকে কি করছ? কাগজপত্র কই তোমার?'

পাসপোর্ট হস্তান্তর করল রানা। অন্য হাতে শক্তভাবে ধরা ব্রীফকেসটা। অফিসারটা কিন্তু তাকাচ্ছে না ওর দিকে। পাসপোর্টও দেখল না। সিভিল ড্রেস পরা দু'জন লোককে ইঙ্গিতে ডাকল সে। পার্শী ভাষায় বলে উঠল, 'একে সঙ্গে নাও,' তারপর সবাই যাতে বুঝতে পারে সেজন্যে ইংরেজীতে বলল, 'তোমরা সবাই যেতে পারো। এই লোককে সন্দেহবশত আটকাচ্ছি আমরা।'

ঘুম জড়ানো চোখে সবাই আবার চড়ল বাসে। সবশেষে ওলুনা। ওঠার সময় উদ্বিগ্নভাবে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ও। রানা চোখ মটকে ইশারা করে আশ্বাস দিল। অন্ধকার হলেও রানা আশা করল ওলুনা দেখতে পেয়েছে ইঙ্গিতটা।

রানার দু'পাশে দু'জন লোক জায়গা করে দাঁড়াল। রানার দুটো হাত করায়ত্ত করে এগিয়ে নিয়ে চলল পুরানো আমেরিকান একটা গাড়ির পানে। ছয়জন সৈনিক ধীরে ধীরে ছয়টা সাব-মেশিনগানের নল নিচু করে নিয়ে অপেক্ষা করছে। ওদেরকে পাশ কাটিয়ে যাবার সময় একজনের কথা পরিষ্কার কানে ঢুকল রানার, 'লেফটেন্যান্ট ফৈয়াজ বকশী বলেছে এরপরে লাপাত্তা হয়ে যেতে পারি আমরা।'

গাড়িতে ওঠাবার সময় কোন আপত্তি প্রকাশ করল না রানা। একজন লোক সার্চ করল ওকে। ওয়ালথারটা বের করে নিল। ব্যঙ্গ শুনতে হবে, আশা করছিল রানা। কিন্তু কেউ কোন কথা বলল না। সব যেন আগে থেকেই জানা ওদের। ব্রীফকেসটা শক্ত করে ধরে রেখেছে রানা। ওটার দিকেও খেয়াল দেয়নি কেউ এখনও।

ড্রাইভারের চোখ দুটো দেখে রানার বুঝতে অসুবিধে হলো না যে লোকটা মদ গিলেছে। ইউনিফর্ম নেই পরনে। গাড়ি স্টার্ট নিল। এইবার প্রথম মুখ খুলল রানা। স্বাভাবিক গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

কোন উত্তর নেই। দ্রুত হাইওয়ে ত্যাগ করে পার্শ্ববর্তী একটা গলিতে ঢুকল গাড়ি। খানিকদূর যাবার পর ঝাঁকানি খেতে শুরু করল গাড়ি। কাঁচা রাস্তা ধরে ছুটছে গাড়ি। ক্যাপ্টেন সময় মত কাউকে খবর দিতে পারবে কিনা বুঝতে পারল না রানা। ব্রীফকেসটা মহামূল্যবান জিনিসের মত করে আঁকড়ে ধরে দ্রুত চিন্তা করছিল রানা। গাড়িটা ধীরগতি হয়ে গেল হঠাৎ। তারপর দাঁড়িয়ে পড়ল। ডান দিকের সাব-মেশিনগানওয়ালা দরজা খুলে টেনে নামাল রানাকে। পোড়ো জমি। দূরে তেহরানের বালবগুলো জ্বলজ্বল করছে। মাংসপেশী শক্ত হয়ে উঠল রানার। অন্ধকারে একটা সুযোগ নেবার কথা ভাবল ও। তিনটে সাব-মেশিনগান ওর দিকে উঁচিয়ে ধরা। আত্মহত্যা করতে মন চাইল না রানার। কিন্তু ইচ্ছেটা মন থেকে সম্পূর্ণ দূর করার আগেই দুটো ইস্পাতের মত কঠিন হাত পিছন থেকে গলা চেপে ধরল। হাত দুটো গলায় উঠে গেল রানার। পরমুহূর্তে টান পড়ল ব্রীফকেসে। ছুটে গেল সেটা হাত থেকে। বিদেশ-বিভূঁইয়ের এই অন্ধকারে দম বন্ধ হয়ে অসহায়ভাবে মরার কথা কল্পনাও করেনি রানা। মরতে হয় বীরের মত লড়ে মরবে। কিন্তু তারপরই গলাটা ছেড়ে দিল লোকটা। একমুহূর্ত পরই দুটো ঘুসি দু'দিক থেকে এসে লাগল রানার ঘাড়ে আর চোয়ালে। পাশের লোকটা মেরেছে চোয়ালে। ছিটকে পড়ল এবড়োখেবড়ো জমির উপর রানা।

অস্পষ্টভাবে শুনতে পেল গাড়ির শব্দ রানা। ও একা। ওকে খুন করার ইচ্ছা

বা উদ্দেশ্য ওদের ছিল না তাহলে। এতকিছুর পরও ব্রীফকেসের কথাটা মনে পড়তে না হেসে পারল না রানা।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল রানা। মাথাটা ঝিমঝিম করছে এখনও। আকাশভর্তি তারা। একফোঁটা বাতাস নেই কোথাও। দিনের উত্তাপ এখনও অবশিষ্ট রয়েছে। দূরে, বহু দূরে কোথাও একটা কুকুর ডেকে উঠেই থেমে গেল। ব্যস্তভাবে একটা বাদুড় উড়ে গেল মাথার উপর দিয়ে। পা বাড়াল রানা।

মেইন রোডে ফিরতে মিনিট কুড়ি লাগল রানার। কোথাও কিছু নেই। না কোন অফিসার না কোন সোলজার। হিলটনে পৌঁছুতে হবে এখন রানাকে। আধঘন্টার মত দাঁড়িয়ে রইল ও রাস্তার পাশে। দু'একটা গাড়ি পাস করে গেল। প্রাইভেট বলে দাঁড়াল না কোনমতেই। ট্যাক্সিগুলো প্যাসেঞ্জার নিয়ে যাচ্ছে। কয়েকটা খালিও পাস করল। কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করল না রানার হাত নাড়াকে। বাড়ি ফিরে যাচ্ছে ড্রাইভাররা। কিন্তু শেষমেষ একজন দাঁড়াল। শহরের দিকে ফিরতে ঘোর আপত্তি জানাল ড্রাইভারটা। মনে মনে গাল দিল রানা। পরিষ্কার করে বলবে না এরা বেশি পয়সার কথা। ষাট রিয়েলের জায়গায় চারশো রিয়েলে রাজি হলো লোকটা। মুখভাব বদলে গিয়ে সন্তুষ্টির হাসি খেলে গেল ড্রাইভারের ঠোঁটে।

মাথাটা ঝিম ঝিম করছে। রক্ত জমে গেছে চোয়ালে। হিলটনের সামনে ট্যাক্সি থেকে নামল রানা। পোর্টার ঘুমিয়ে পড়েছে দেখে সোজা লবিতে চলে এল রানা। খালি হাতে এয়ার লাইন ক্যাপ্টেন বক্তৃতা দিচ্ছে উত্তেজিত ভাষায়। বেশ ভিড় জমিয়ে তুলেছে সে। স্টুয়ার্ড দেখল সবার আগে রানাকে। চেঁচিয়ে উঠে দুর্বোধ্য ভাষায় কি যেন বলল সে। লোকটা গ্রীক। সবাই ঘুরে তাকাল রানার দিকে। সবাইকে দু'পাশে সরিয়ে দিয়ে ক্যাপ্টেন পথ করে এগিয়ে এল আগে আগে রানার পাশে, 'ক্রাইস্ট, আমরা সবাই একযোগে তোমার জন্যে চিন্তা করছি। শয়তানগুলো তোমার ওপর...'

একজন ইরানিয়ান অফিসার বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'গালাগালি দেবে না, ওরা হয়তো সত্যি সত্যি মিলিটারি।'

'শাট আপ!' ক্যাপ্টেন ধমকে উঠল, 'শেষবারের মত বলছি যাও তুমি আমার সামনে থেকে। ওরা ডাকাত ছিল, গিয়ে পাকড়াবার ব্যবস্থা দেখো গে।'

অফিসারটি থতমত খেয়ে বলল, 'রিপোর্ট না হয় করব আমি, কিন্তু কাদের বিরুদ্ধে? ওরা কোথায় আছে, ওদের পরিচয় কি... কিছুই বুঝতে পারছি না আমি।'

ক্যাপ্টেন রানার দিকে ফিরল, 'আমার কেসের কি হলো? ওরা কেড়ে নিয়েছে? ওরা বোধহয় ভেবেছিল ওতে টাকা পয়সা আছে।' তারপরই আবার ভয়ঙ্কর ভাবে খেপে উঠল ক্যাপ্টেন, 'আমার ব্রীফকেস ছাড়া আমি অচল। ওতে এমন সব কাগজপত্র আছে যা না থাকলে আগামীকাল সকালে আমার প্লেন টেক-অফ করতে পারবে না। টেক-অফ করতে না পারলে,' অফিসারের দিকে ফিরল উত্তেজিত ক্যাপ্টেন, 'তোমাদের নামে হান্ড্রেড থাউজ্যান্ড বাক-এর একটা বিল পৌঁছুবে। আর সেটা হবে কেবল মাত্র সূচনা। আমার কোম্পানী যুদ্ধ ঘোষণা করবে ইরানের বিরুদ্ধে।'

মাথাটা ছাড়ছে না রানার। চারপাশে তাকাল ও বসার জন্যে। ওলুনাকে

দেখতে পেল ও এতক্ষণে। একটা সোফায় ঘুমিয়ে পড়েছে রানার ব্রীফকেসটায় মাথা রেখে। স্বস্তিতে ভরে উঠল অকস্মাৎ রানার বুক।

ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার হুমকি দিচ্ছে ক্যাপ্টেন। তার কথা শেষ হতে নিস্তব্ধতা নেমে এল লবিতে। আমেরিকান এমব্যাসির সেকেন্ড সেক্রেটারি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অসহায়ভাবে তাকাচ্ছে চারপাশে। একদল ইরানিয়ান আর্মি দ্বারা প্যান-অ্যামের বাস আক্রান্ত হলো কেন এ প্রশ্নের কোন সমাধান নেই কারও কাছে। একজন ব্রিটিশকে দেখা গেল, হিলটনের ম্যানেজার। তড়িঘড়ি উঠে এসেছে বিছানা থেকে লবিতে। টাই বাঁধা হয়নি, চশমাটা বসাতে সময় পায়নি যেন ঠিকমত নাকে। কাজের লোক ম্যানেজার। রাজি করিয়ে ফেলল ক্যাপ্টেনকে নিজের প্রস্তাবে। ক্যাপ্টেনের নির্দিষ্ট রুমে গিয়ে আরাম করে সব অভিযোগ শুনবে, কথা দিল ম্যানেজার। সারাটা হোটেলের মানুষকে জাগিয়ে দিয়ে নিজের রুমে ঢুকল ক্যাপ্টেন। খেপেছে লোকটা ভয়ানকভাবেই। কিন্তু দোষটা ওর নিজেরই। রানার ষড়যন্ত্র ধরতে পারেনি ও। রানা নিজেরটার বদলে পাশ থেকে তুলে নিয়েছিল ক্যাপ্টেনের ব্রীফকেসটা। ক্যাপ্টেন রানারটা নিয়ে নেমেছিল মাঝপথে। রানাকে নিয়ে সৈনিকগুলো চলে যেতে ব্যাপারটা ধরতে পারে সে। ওলুনা চেয়ে নেয় ব্রীফকেসটা ওর থেকে।

রানা ঝুঁকে পড়ে দেখল ওলুনাকে। কেউ কাছে এসেছে টের পেয়ে ঘুম ছুটে গেল ওর। চোখ মেলে তাকাল ওলুনা। অমনি চেঁচিয়ে উঠল ও, 'গড! ইউ আর হার্ট!'

'না না ও কিছু না। ধন্যবাদ নাও, ওলুনা।'

'ধন্যবাদ না। বদলে আমার কৌতূহল মেটাও।'

'কি?'

'ব্রীফকেসে কি আছে? কি এমন গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আছে আমি দেখতে চাই!'

'ওলুনা—ওলুনা, আমি দুঃখিত। তা সম্ভব নয়।'

'তোমার পক্ষে যদি ওটা খোলা অসম্ভব হয় তাহলে আমার পক্ষে ক্যাপ্টেনকে বলা অসম্ভব হবে না যে তোমার কাছে একটা রিভলভার আছে।'

পেয়ে বসল ওলুনা রানাকে। রানা তাকাল। কিন্তু এখানে আর নির্নিমেষ দৃষ্টির কাজ নয়। রানা বলল, 'রাইট। ও.কে.। কিন্তু এখন না। আমার রুমে দেখা কোরো। সেভেন ওয়ান সিক্স।'

'না,' ওলুনা গালে টোল ফেলে হাসল, 'আমার রুমে।'

দুই

দক্ষিণ দিকে রুমটা ওলুনার। এয়ারকন্ডিশনড বলে জানালাগুলো বন্ধ। ছাব্বিশতলা হিলটন দাঁড়িয়ে আছে মরুভূমির সূচনা প্রান্তে। মৃদু নক করল রানা। সাথে সাথে দরজা খুলে দিল ওলুনা। বলল, 'তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢোকো,' হাসছে মুখ টিপে, 'তুমি আমার সুনাম নষ্ট করবে।'

ভেতরে ঢুকে বেডের উপর ব্রীফকেসটা ছুঁড়ে ফেলল রানা। একই ফ্লোরে ওর রূম, কিন্তু শাওয়ার নেবার সময় পায়নি। তিক্ততা বাড়ছে ওর। চোয়ালটা ব্যথা করতে শুরু করেছে। মাথাটা ঝিমঝিম করছে তো করছেই। ওলুনা একইভাবে হাসছে। রানা জিজ্ঞেস করল, 'এখনও কৌতূহলী?'

'এখনও। আমিই খুলি?'

'তুমি বুঝতে চেষ্টা করছ না। একবার ওর ভিতরটা দেখলে তোমার জীবন বিপদের মধ্যে জড়িয়ে পড়বে।' রানা দেখল ওলুনা একটু কেঁপে উঠল কথাটা শুনে। বলল, 'এ খুব খারাপ কথা। তুমি আমাকে ভয় দেখিয়ে ক্ষান্ত করতে চেষ্টা করছ।'

'ও.কে.। হিয়ার, ওপেন ইট।' অনুমতি দিল রানা। পকেট থেকে চাবিটা বের করে ওলুনার কোলের উপর ছুঁড়ে দিল। ব্রীফকেস খুলে ফেলেই অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল ওলুনা, 'মাগো!'

স্থির হয়ে গেল ওলুনার শরীর। বিস্ময়ে পাথর হয়ে গেছে ও। হান্ড্রেড ডলারের নোট থাকে থাকে সাজানো ব্রীফকেসের ভিতর। ওলুনা কল্পনা করল এ টাকা দিয়ে অনায়াসে এমপায়ার স্টেট বিল্ডিংটা কেনা যায়। নিষ্পলক চোখে হাঁ করে তাকিয়ে রইল ও রানার দিকে, তারপর কথা সরল মুখে, 'কিন্তু··· কিন্তু···কত···কত হবে?'

'টেন মিলিয়ন।' চোয়ালের হাড়ে আঙুল বুলাতে বুলাতে সহজ গলায় উত্তর দিল রানা।

'কিসের টাকা এগুলো? চুরি করেছ তুমি?'

'না।'

'তবে?'

'সে কথা তোমাকে জানানো যাবে না। তোমার সব কাপড় খুলে ফেলার বিনিময়েও না। তুমি যেটুকু জানতে চেয়েছিলে, জেনেছ।'

'এত টাকা দিয়ে কি কিনবে শুনি?'

'বিবেক।'

একটু নীরব রইল ওলুনা। রানাকে দেখল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। তারপর বলল, 'অনেক বিবেক কেনা যাবে এত টাকা দিয়ে।'

'নট নেসেসারিলি।' রানা বলল, 'উঁচুতলার বিবেকের দাম খুব বেশি। গরীব লোকের বিবেকের কোন দাম নেই।'

'কেন?'

'ওদেরকে খুন করলে সস্তা পড়ে।'

'তুমি···তুমি অমানুষ।'

'দূর, এই কথা শোনার জন্যে তোমার রূমে এসেছি নাকি। অমানুষ তো প্রমাণ না পেয়েই বললে। বিছানায় চলো, প্রমাণও পাবে।'

'কি!'

'শোনো, ওলুনা, তোমার সাহায্য দরকার হচ্ছে আমার। আমার ধারণা তুমি সামান্য একসাইটমেন্ট চাও। কথা দিচ্ছি, পাবে তুমি। যে গ্যাঙটা এই টাকা মাঝ রাস্তায় বাস থামিয়ে ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিল তারা আবার সুযোগ খুঁজবেই। আগামী

সকাল অবধি বড়জোর নিষ্কৃতি দেবে ওরা আমাকে। কিন্তু হোটেলে কোন সেফ নেই। রিভলভারটাও নেই আমার। ওরা নিশ্চয়ই এরুমে আসবে না আমাকে খুঁজতে।'

'কিন্তু ঘুমুবে কোথায় তুমি? একটা মাত্র বিছানা।'

'ভয় নেই, রেপ করব না তোমাকে। আমার মাথার অবস্থা ওসবের প্রতিকূলে এখন। বলো, ইয়েস অর নট।'

ওলুনা ইতস্তত করে বলল, 'ইয়েস।'

'গ্রেট। এখন সাহায্য করো আমাকে।' দু'জনা মিলে কাবার্ডটাকে তুলে দরজার গায়ে ঠেকিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখল। রানা বলল, 'আমি শাওয়ার নিতে যাচ্ছি। তুমি বিছানা নাও।' বাথরুমে গিয়ে ঢুকল রানা।

কলভিন ফোনে ডেকেছিল রানাকে। ক্যানাডা থেকে ফিরে মিসেস গালার সাথে একই হোটেলে উঠেছিল রানা। গোটা সি. আই. এ. কে হুমকি দেবার কথাটা মনে পড়ে গেলে এখনও হাসি পায় রানার। তবে যাই হোক, সি. আই. এ. চীফ কলভিন তাজ্জব না হয়ে পারেনি রানার শেষাংশের অভিনয়ে। কলভিনের লাঞ্চের নিমন্ত্রণে মিসেস গালাকে রেখেই গিয়েছিল রানা। রানার মুখোমুখি বসে কলভিন সংক্ষেপে আগেই বলে নিয়েছিল, 'তোমার কথা তুমি শুরু করবে আমার সব কথা শেষ হয়ে যাবার পর। আগে কোনরকম আপত্তি তুলো না।'

কথাগুলো শুনেই রানা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিল কোথাও থেকে শক্তি অর্জন করে ভূমিকা করছে কলভিন। আর বুড়ো যা বলবে তার সারমর্ম: সিক্রেট কোন অ্যাসাইনমেন্ট।

লাঞ্চের পর কথা বলতে শুরু করল কলভিন. 'আমি গতরাতে ঘুমুতে পারিনি, রানা।'

'কেন, চাঁদে তো এখনও কেউ পৌঁছুতে পারেনি আপনাদের পরে। তাছাড়া দ্য গল মরে গেছে, হুট্ করে যুদ্ধ ঘোষণা আর কে করবে বুঝতে পারছি না।'

'না, ঠাট্টা নয়। ব্যাপারটা আরও ভয়ঙ্কর।' কলভিন কফিতে মনোনিবেশ করল, 'দু'দিন আগে প্রেসিডেন্ট নিক্সন ডেকে পাঠিয়েছিল আমাকে। মস্কো থেকে হটলাইনে সিক্রেট মেসেজ পেয়েছে প্রেসিডেন্ট। সোভিয়েত ইন্টেলিজেন্স দাবি করেছে তেহরানে সি. আই. এ. ছোট একটা রেভ্যুলেশন ঘটাতে যাচ্ছে নিজেদের মর্জি মাফিক। শাহকে হত্যা করা হবে, তাঁর জায়গায় বসানো হবে নিজেদের লোককে।'

কলভিন রানার প্রতিক্রিয়া দেখার চেষ্টা করল। রানা ভিতর ভিতর কৌতুক বোধ করে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেও বাইরে থেকে ভাবলেশহীন দেখাল ওকে।

'রাশিয়ানরা শুধু খবরটাই পাঠায়নি। ওরা জানিয়ে দিয়েছে যে এটা যদি ঘটে তাহলে দক্ষিণাঞ্চলে সৈন্য পাঠাতে বাধ্য হবে ওরা এই ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেবার জন্যে। ওরা অভিযোগ করেছে যে ইউনাইটেড স্টেটস এর প্রেসিডেন্ট সি. আই. এ-র এজেন্টদেরকে কন্ট্রোল করতে অসমর্থ। গোটা ব্যাপারটা কল্পনা করো, রানা।'

রানা নিরুত্তর। চেস্টারফিল্ডের ধোঁয়ায় কলভিন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে না ওর মুখের চেহারা। কলভিন বলে চলল, 'প্রেসিডেন্ট প্রচণ্ডভাবে অস্থির হয়ে পড়েছে। চোদ্দ দিন সময় দিয়েছে প্রেসিডেন্ট আমাকে আসল রহস্য জানার জন্যে। এবং দরকার হলে যে-কোন পদক্ষেপ নেবার হুকুম এবং ক্ষমতাও দিয়েছে।' কলভিন সিগার ধরাল, 'মুশকিল কি জানো ওখানে আমাদের সি. আই. এ-র টপম্যান হলো জেনারেল ভ্যান জুড। বায়ান্ন সালের পর থেকে শাহ-এর বিরুদ্ধে তিনটে ক্যু ব্যর্থ করে দিয়েছে সে। ইরানকে সে জানে, যেমন তুমি জানো তোমার ব্যাক ইয়ার্ড সম্পর্কে।'

'ওকে ডেকে পাঠালেই তো ঝামেলা মিটে যায়।' রানা এই প্রথম মন্তব্য করল।

'অত সহজ না। এক, কার্যকরী কোন কারণ নেই আমাদের হাতে—অফিশিয়াল রিজন-এর কথা বলছি। যদি সে আমাদের মনের সন্দেহের গন্ধ পায় তাহলে হিতে বিপরীত হবে। সে যে এতে যুক্ত নয় তা জোর দিয়ে বলা মুশকিল। অবশ্য খবরটা একটা চালও হতে পারে। ভ্যান জুড ওদের শত্রু ওখানে। ওর পিছনে বিভিন্ন ব্রাঞ্চ লেগেও আছে। কিছুই জোর দিয়ে বলা যায় না অবশ্য'। কোন প্রমাণ তো হাতে নেই। খবরটা হলো সে প্রস্তুতি নিচ্ছে একটা ক্যুর। আমাদেরকে তা থামাতে হবে। রিস্কি বিজনেস, কিন্তু উপায় নেই।'

'এ সম্পর্কে আমাকে বলার কারণ?'

'গো টু তেহরান।' কলভিন দ্রুত কণ্ঠে বলল আবার, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও। শেষ করতে দাও আমাকে। তোমার কথা শুনব সব শেষে।'

'কি করব গিয়ে আমি? ভ্যান জুডকে জিজ্ঞেস করব ঠিক কখন সে ষড়যন্ত্রটা কার্যকরী করতে যাচ্ছে?'

'না। তোমার একটা কভার স্টোরি থাকবে। তেহরানে সি.আই.এ-র সিক্রেট ফান্ড প্রায় নিঃশেষ। তুমি বোধহয় জানো, আন্ডারডেভেলপড দেশগুলোর সাহায্য ভায়া ব্যাঙ্ক হয়ে সবসময় যায় না। টেন মিলিয়ন ডলার পাঠাবার ব্যবস্থাটা ঘুরপথে হবে।'

রানা অবাক হয়েছিল, 'টেন মিলিয়ন। সেই ভাগ্যবান লোকটি কে যার হাত···?'

'জেনারেল ভ্যান জুড রিসিভ করবে টাকাটা।'

'দ্যাটস নাইস। উপযুক্ত ভিজিটিং কার্ড একেই বলে।'

'ডেলিভারী দেবার পর এক সপ্তাহ ছুটি কাটাবে তুমি ইরানে।'

'তার মানে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে কর্মপন্থা স্থির করতে হবে আমাকে। কিন্তু আমি যাচ্ছি না।'

'আমার কথা শেষ হোক আগে। টাকাটার স্পেসিফিক ডেসটিনেশন অলরেডি ফিক্সড। এবং জেনারেল ভ্যান জুড এ টাকা অবশ্যই বিলি করবে না। ওকে একটা হাত ব্যবহার করতে দেয়া হবে শুধু মাত্র এ ব্যাপারে। ওর অ্যাকটিভিটি কেমন হয় লক্ষ করতে চাই আমরা।'

'টাকার ব্যাপারে ভ্যান জুড ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে।'

'তুমি নিহত হলে আমরা ধরে নেব রাশিয়ানরা মিথ্যে খবর দেয়নি।'

'সাহায্য করবে কে ওখানে? আমিই যাই আর অন্য কেউ যাক, সে যদি জড়িয়ে পড়ে বিপদে...'

'কেউ সাহায্য করবে না। ষড়যন্ত্রটা করছে আমাদেরই ব্রাঞ্চের লোক। ওদের সাহায্য তুমি চাইলে আত্মঘাতী হবে সেটা।'

'কাজটা কি? ভ্যান জুডকে বস্তায় ভরে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব?'

'তাও তোমাকে ঠিক করতে হবে। সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী তুমি। প্রয়োজন মত যতদূর ইচ্ছা প্রয়োগ করবে ক্ষমতা।'

'লিখিত ভাবে ক্ষমতা চাই আমি।'

'পাবে।' কলভিন বলল, 'আগামীকাল এয়ারপোর্টে তোমাকে খোদ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের লেখা চিঠি দেব। আর হ্যাঁ, মেজর জেনারেল রাহাত খানের চিঠিটাও ওর সাথে দিতে পারব তোমাকে। ব্রাঞ্চে পৌঁছে গেছে সেটা। আমার হাতে পড়েনি এখনও।'

রানা বিস্মিত হলো এবার সত্যি সত্যি। কলভিন চোখ মটকে হাসল, বলল, 'কোন কথা নয়। জানোই তো, আমার নাম কলভিন। সব ব্যবস্থা সেরেই তোমাকে ডেকেছি।'

রানা চেস্টারফিল্ড ধরাল একটা নতুন করে।

পরদিন কলভিন ফাইনাল ইনস্ট্রাকশন দিল এয়ারপোর্টে রানাকে, 'প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করেছি আমি, রানা। প্রেসিডেন্ট গুড লাক বলেছে তোমাকে। তোমাকে সফল হতেই হবে। তুমি না পরলে ধরে নেব পৃথিবীর কোন মানুষের পক্ষে এই ষড়যন্ত্র রোধ করবার ক্ষমতা ছিল না। তোমার নিজস্ব পন্থায়, প্রয়োজন দেখা দিলে, মহামান্য শাহকে ইনফর্ম করতে পারো। আমাদের অ্যামব্যাসাডর মিলিত হবার ব্যবস্থা করে দেবে। কিন্তু মনে রেখো, ওটা সর্বশেষ কার্যক্রম হবে তোমার। প্রেসিডেন্ট অপমানিত হতে চায় না।'

রাহাত খানের চিঠি পড়ার পর রানা এই প্রথমবার পরিষ্কার বুঝতে পারল অ্যাসাইনমেন্টটায় সত্যি সত্যি ও যাচ্ছে।

বাথরুম থেকে ফিরে ওলুনার চুল ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না রানার। বিছানায় উঠে চাদরের নিচে ঢুকে পড়ল ও। মাথা ঘুরিয়ে গুড নাইট বলে চোখ বন্ধ করল ওলুনা। প্রায় গায়ে গা লেগে রয়েছে দু'জনার। রানা গন্ধ পাচ্ছে শ্যাম্পুর। চোখ বুজল রানা।

মিনিট সাতেক পর সুড়সুড়ি লাগল রানার গায়ে। চাদরটায় টান পড়ছে। অল্প করে চোখের পাতা মেলল রানা। ঘড়ি খুলে ফেলেছে ওলুনা। ঘড়িটা খুলে তেপয়ে রাখা গ্লাসটার দিকে ছুঁড়ে মারল। শব্দ হলো। পড়ে গিয়ে ভেঙে গেল গ্লাসটা। পুরোপুরি চোখ মেলল রানা। ওলুনা উঠে বসল চোখ বিস্ফারিত করে, 'কি হলো, ও কিসের শব্দ?'

'বোধহয় রুমের ভিতর কেউ ঢুকেছে। চুপ করো।' বলল রানা। শুয়ে পড়ল ওলুনা। ভীত গলায় বলল, 'চোর? সত্যি?' সরে এল ও রানার গায়ের আরও

কাছে। বুকের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলল, 'আমার যে ভয় করছে।'

রানা ওর পিঠে হাত চাপড়ে দিতে দিতে বলল, 'তুমি ঘুমোও। চোর চুরি করতে পারবে না তোমাকে। দুষ্টু মেয়ে।'

খিলখিল করে হেসে উঠল ওলুনা।

নতুন করে উত্তাপ বাড়তে শুরু করল নটার পর থেকে। দ্বিতীয়বার শেভ করে স্নান সেরে নিয়ে পা টিপে টিপে বাইরে এসে ব্রেকফাস্ট সারল রানা। ওলুনা ঘুমুচ্ছে এখনও। সুইমিং পুলে বসল ও কিছুক্ষণ! আমেরিকান বিজনেসম্যানরা জায়গাটা গুলজার করে রেখেছে। মাথাটা অনেক আগেই ছেড়ে গেছে রানার। নতুন ট্রপিক্যাল স্যুটে স্বচ্ছন্দ বোধ করছে ও। রিসেপশনে চলে এল ও ফোন করার জন্যে।

কলভিন কয়েকটা নম্বর দিয়েছে ওকে। ভ্যান জুডের পাত্তা পাওয়া গেল না। থমকে গেল রানা। আরও ক'জায়গায় চেষ্টা করল ও, আমেরিকান এমব্যাসীও বাদ দিল না। ঘুম জড়ানো একটা গলা উত্তরে জানাল জেনারেল অভ্যন্তর প্রদেশে গেছে। দু'চার দিন দেরি হবার সম্ভাবনা ফিরতে।

টাকা ডেলিভারী দিতে হবে ভ্যান জুডকে। সিকিউরিটি ম্যাটার সম্পর্কে জ্ঞাত একজন লোক এমব্যাসীতে আছে। কিন্তু লোকটা কে তা জানা নেই রানার। আর একটা সমস্যা ওয়াশিংটনের সাথে যোগাযোগ করার। জেনারেলের অফিস ব্যবহার করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো রানা। অ্যামব্যাসাডরও অনুপস্থিত। খারাপ লাগল রানার। পূর্ব পরিকল্পিত নয়তো ভ্যান জুডের অনুপস্থিতি? ক্লার্ককে ডেকে ট্যাক্সির কথা বলল রানা।

একটা মার্সিডিজ 190D লাইন থেকে বেরিয়ে সামনে এল ক্লার্কের হাত নাড়ার ফলে। ড্রাইভারকে সাহসী বলে মনে হলো না রানার। দরজা খুলে ধরতে ভিতরে ঢুকল রানা ব্রীফকেস হাতে। সন্দেহজনক কাউকে দেখল না রানা। তেহরানের পথে পথে ছুটে চলল গাড়ি।

সেন্ট্রাল টাউনে ট্রাফিক জগাখিচুড়ী পাকিয়ে বসে আছে দেখে শঙ্কিত হলো রানা। বয়স্ক ট্রাক আর ওভারলোডেড বাস সারবন্দী হয়ে পিঁপড়ের মত মন্থর বেগে এগোচ্ছে জরাগ্রস্ত ট্যাক্সিগুলোর পিছন পিছন। বাইসাইকেলের দৌরাত্ম্য সবচেয়ে বেশি। হাতখানেক চওড়া জায়গাতে সেঁধিয়ে গিয়ে আটকা পড়ে গেছে অসংখ্য। হর্ন, বেল, ঘন্টাধ্বনি আর ট্রাফিক পুলিসের খিস্তি সব মিলে এলাহি কাণ্ড।

যে আমেরিকান গাড়িটা রানার ট্যাক্সিকে ফলো করছে সেটা বছর দশেকের পুরানো। হিলটন ছাড়ার খানিক পরই নজরে পড়েছে ওর। দু'জন প্যাসেঞ্জার রয়েছে। দূর থেকে চেনার উপায় নেই। ভীষণভাবে ব্যগ্র হয়ে উঠল ব্যাঙ্কে পৌঁছুবার জন্যে রানা। যদিও ট্রাফিকের মাঝখানে নিরাপদ বোধ করছিল খানিকটা ও। অতি কষ্টে এভিনিউ শাহ রেজার দিকে মোড় নিল ট্যাক্সি। কারটা ফলো করে চলেছে।

ব্যাঙ্ক ম্যালি দেখতে পাচ্ছে রানা এবার পরিষ্কার। থামল ট্যাক্সি। ভিতরে যাবার আগে পেভমেন্ট পেরোতে হবে। পাঁচ গজের সামান্য ব্যাপার। পঞ্চাশ রিয়েল ড্রাইভারকে দিয়ে চারপাশে তাকাল রানা। ভাঙা উইন্ডস্ক্রীনওয়ালা আমেরিকান ফোর্ডটা পিছনেই দাঁড়াল। প্যাসেঞ্জার দু'জনকে এতক্ষণে চিনতে পারল রানা। গতরাতে ওকে যারা কিডন্যাপ করেছিল তাদেরই দু'জন।

ব্যাঙ্কের সামনে ইউনিফর্ম পরিহিত দু'জন পুলিস দেখল রানা। ডাকল ও, 'আরা।' কথাটার অর্থ 'এদিকে এসো'। দু'জনাই তাকাল রানার দিকে। কিন্তু নড়ল না। এগিয়ে গিয়ে রানা ভাঙা পার্শীতে বলল যে ওর ব্রীফকেসে মূল্যবান জিনিস আছে, ব্যাঙ্কের ভিতর অবধি ওকে পৌঁছে দেয়া হোক। পুলিস দু'জনকে আশ্চর্য দেখাল। কিন্তু বাক্যব্যয় না করে রানার দু'পাশে দাঁড়াল ওরা। স্বস্তি বোধ করল রানা। পিছনটা দেখে নিল একবার। পিছন পিছন খানিকটা দূরত্ব রেখে এগিয়ে আসছে লোক দু'জন।

হলটা ঠাণ্ডা আর আবছা অন্ধকার। সাথে সাথে ডাইরেক্টরের অফিসে যেতে চাইল রানা। পুলিস দু'জন বিদায় নিল। শূন্য অফিস রুমে নিয়ে যাওয়া হলো রানাকে। প্রাচীন এক বুড়ো অ্যাটেনড্যান্ট সিলভারের ট্রেতে গ্রীন টি নিয়ে এল।

দ্বিতীয় দরজাটা খুলল পাঁচ মিনিট পর। মোটাসোটা, গোঁফওয়ালা একজন স্যুট পরিহিত ইরানিয়ান ঢুকল ভিতরে। পিছন দিকে ফিরে কারও উদ্দেশে ঘাড় নাড়ল সে। বুক ভরা স্বস্তিতে প্রায় লাফ মেরে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা। ডাইরেক্টর পৌঁছে গেছে, আর বিপদের ভয় নেই। কিন্তু পরমুহূর্তে দরজায় দেখা গেল চেনা লোক দু'জনকে।

রানার মুখে কথা সরবার আগেই ডাইরেক্টর কথা বলে উঠল, 'এই ভদ্রলোক দু'জন আলাপ করতে চান আপনার সাথে।' ইংরেজীতে বলল ডাইরেক্টর, 'ওদের কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি ইরানে বেআইনীভাবে টাকা এনেছেন।'

পরিষ্কার হয়ে গেল সব।

'আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে ওরা কে?' রানা দাঁতে দাঁত চেপে প্রতিবাদ করল।

'মাফ করবেন, ওরা পুলিস বিভাগের।' ডাইরেক্টর সুইচ অন করতে আলোর বন্যা দেখা দিল রুমের ভিতর। ডিপলোম্যাটিক পাসপোর্ট বের করে ডাইরেক্টরের হাতে দিল রানা। বলল, 'আমি একজন ডিপলোম্যাট। গ্রেফতার করা যায় না আমাকে। সে চেষ্টা করলে তোমাদের কপালে খারাবি আছে।'

দু'জনার একজনার হাতে দিল ডাইরেক্টর পাসপোর্টটা। অপরজন রুমের অপর প্রান্তে গিয়ে কোটের পকেটে দু'হাত ভরে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পাসপোর্টটা সরাসরি রানার দিকে বাড়িয়ে ধরে লোকটা বলল, 'গ্রেফতার করার কোন ইচ্ছা আমাদের নেই, মি. মাসুদ রানা। ব্রীফকেসটার ভিতরটা শুধু দেখতে চাই আমরা। আপনি বাধা দিলে ওটা ভাঙতে হবে।'

'না।' নিষ্ফল জেনেও আপত্তি করল রানা, 'আমি চাই এই মুহূর্তে আমেরিকান এমব্যাসীতে খবর দেয়া হোক।'

'প্রথমে ব্রীফকেস দেখব আমরা।' গোঁয়ারের মত শোনাল লোকটার গলা। আক্রমণের কথা ভাবল রানা দ্রুত। লাভ হবে না একজনকে কাবু করে। দু'জনকে

একসাথে ধরাশায়ী করাও অসম্ভব। দ্বিতীয় লোকটা আওতার বাইরে। পকেট থেকে চাবি বের করে ব্রীফকেসটা খুলল রানা। ডাইরেক্টর শব্দ করে উঠল অস্ফুটে। প্রশ্ন করল ঠাণ্ডা গলায়, 'এই অ্যামাউন্টের টাকা ইরানে আমদানী করার পারমিট আছে আপনার?' প্রথম লোকটা টাকার বান্ডিলগুলো নামাতে শুরু করল একটা একটা করে। রানা কঠিন সাবধানী কণ্ঠে বলে উঠল ডাইরেক্টরের উদ্দেশে, 'এদেরকে অ্যারেস্ট করুন আপনি এখুনি। ওরা গ্যাংস্টার। গতকাল ওরা বাসে চড়াও হয়েছিল ব্রীফকেসটা দখল করার জন্যে।' রানাকে অসহায় দেখাল। ডাইরেক্টরকে দেখাল ভীত। একটু থেমে সে বলল, 'ওরা দু'জন আইডেনটিফিকেশন কার্ড দেখিয়েছে আমাকে। সিক্রেট পুলিসের কর্মচারী ওরা। আপনার সপক্ষে আমার করণীয় কিছুই নেই। যতদূর দেখা যাচ্ছে, আপনার ব্যাপারটা বেশ গোলমেলে…।'

এর কোন উত্তর নেই।

গ্যাংস্টারটা বান্ডিলগুলো আবার ভরে রাখছে ব্রীফকেসে। সবগুলো ভরে ব্রীফকেসটা বন্ধ করল সে। তাকিয়ে রইল রানা সম্মোহিতের মত। ইউ. এস গভর্নমেন্টের দশ মিলিয়ন ডলার শুরুতেই খুইয়ে বসা মোটেই শুভ সূচনা নয়। তিক্ত গলায় প্রশ্ন করল রানা, 'কি করছ তুমি?'

'আপনার সমুদয় টাকা বাজেয়াপ্ত করা হলো।' লোকটা সহজভাবে ঘোষণা করল। রানা দাঁতে দাঁত চাপল। বলল, 'আমি যাব তোমাদের সাথে। তোমরা ডাকাতী করছ স্রেফ।'

'সে অসম্ভব। আপনাকে সঙ্গে নেয়ার অনুমতি দেয়া হয়নি আমাদেরকে। তাছাড়া আপনার ডিপলোম্যাটিক পাসপোর্ট আপনাকে রক্ষা করবে। ইচ্ছা করলে আপনি পরে পুলিস হেডকোয়ার্টারে যেতে পারেন।' লোকটা ব্যাখ্যা করল।

'না।' অসম্ভব কঠিন শোনাল গলা রানার, 'আমি যাবই তোমাদের সাথে এই মুহূর্তে।'

'দ্যাটস ইমপসিবল,' লোকটা সিরিয়াস এবার, 'আরও ইনভেস্টিগেশন চালাতে হবে নানা জায়গায় এখান থেকে বেরিয়ে।' দ্বিতীয় লোকটাকে ইঙ্গিত করে ঘুরে দাঁড়াল লোকটা। দ্বিতীয় জন তবু নড়ল না। ব্রীফকেস নিয়ে চলে গেল লোকটা। দ্বিতীয় লোকটা রানার দিকে মুখ করে পিছন দিকে পা ফেলে ফেলে দরজার কাছে পৌঁছুল। তারপর হঠাৎ পকেট থেকে পিস্তল বের করে অদৃশ্য হয়ে গেল দরজার বাইরে।

ঘটনার দ্রুততায় হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রানা। দেখল দরজার সামনে একজন পুলিস কনস্টেবল এসে দাঁড়াচ্ছে। সে রানার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'অফিসারের হুকুম। দশ মিনিটের আগে এখান থেকে বেরুতে পারবেন না আপনি।'

রানা কোন কথা বলল না। হাত দুটো মুঠো করে তাকাল ও ডাইরেক্টরের পানে। পা বাড়াল ও। এক পা পিছিয়ে গেল ডাইরেক্টর। রানার হাবভাব দেখে আতঙ্ক বোধ করছে সে। রানা লোকটার সামনা-সামনি গিয়ে দাঁড়াল। কঠিন চোখে নিঃশব্দে শুধু তাকিয়ে রইল রানা। ডাইরেক্টর দ্রুত গলায় বলে উঠল, 'ওরা হুমকি দিয়েছিল আমাকে। সত্যিই ওরা সিক্রেট পুলিস। আপনি জানেন না ওদের ক্ষমতা কী ভয়ঙ্কর। ওদের বস্ জেনারেল ইয়াজদী হাতামি। তাঁর আঙুল নড়লে যে কেউ

খুন হতে বাধ্য।'

ইয়াজদী হাতামি। ভ্যান জুডের বন্ধু। গত বছর ওরা দু'জন একটা ক্যু ব্যর্থ করে দিয়েছে। রক্তগঙ্গা বয়ে গেছে কয়েক মাস আগেও ইরানের রাজপথে। সিক্রেট পুলিস হেডকোয়ার্টারের কাছাকাছি যারা বাস করে তারা নাকি গভীর রাত্রিতে যাত্রীদের আর্তচিৎকার শুনতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে আজকাল। শোনা যায় জেনারেল হাতামির রাতে ঘুম না হলে হেডকোয়ার্টারে এসে বন্দীদেরকে শারীরিক যন্ত্রণা দিয়ে নিজের স্নায়ুগুলোকে ক্লান্ত করার চেষ্টা পায়। বন্দীদের একটা একটা করে হাড় ভাঙে সে। শেষ পর্যন্ত মেরে ফেলে এভাবে। ছবিতে দেখেছে রানা ইয়াজদী হাতামিকে। প্রকাণ্ড এক দৈত্যবিশেষ। সাদা পোশাক পরে বেশিরভাগ সময়। বিরাট মুখের মধ্যে সরু করে কাটা পরিচ্ছন্ন গোঁফ।

ডাইরেক্টর বলে চলেছে, 'আপনি যদি ডিপলোম্যাট হন তাহলে আপনা-আপনি সব সমস্যা দূর হয়ে যাবে আপনার। আপনার কোন ক্ষতি ওরা করতে পারবে না। অবশ্য টাকাগুলো যদি···'

'তুমি একটা বর্বর। এক নম্বরের গাধা,' প্রায় শান্ত গলায় বলল রানা, 'কোনদিন শুনেছ কোন স্মাগলার টেন মিলিয়ন ডলার একটা ব্যাঙ্কে জমা রেখেছে?' দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এল রানা বাইরে।

সূর্য উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে প্রচণ্ডভাবে। ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু করল রানা মাথা ঠাণ্ডা করার জন্যে। একটা কাফেতে ঢুকল ও এদিক ওদিক না তাকিয়ে। পাবলিক টেলিফোনের ক্রাডল থেকে রিসিভার তুলে দ্রুত ডায়াল করল ও। পার্শীতে উত্তর ভেসে এল, 'হ্যালো?'

'মাসুদ রানা, আদি এবং অকৃত্রিম।' রানা বলল। অপরপ্রান্তে আতাসীর মুখে কথা সরল না কয়েক সেকেন্ড। তারপরই উচ্ছ্বাসের বিস্ফোরণ ঘটল একটি শব্দে, 'ওস্তাদ!'

'তোমার সাথে এখুনি দেখা করছি আমি।' রানা বলল আতাসীকে। আতাসী যে ইরানে আছে তা রানার জানা ছিল। আতাসী বলল, 'আমি খোয়াব দেখছি না তো, ওস্তাদ? কোথা থেকে বলছ?'

'তেহরান থেকে। সব কথা বলব পৌঁছে।'

'আমার ঠিকানা জানো?'

'জানি। অপেক্ষা করো আমার জন্যে।' কাফে থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি নিল রানা। ড্রাইভারকে বলল, 'সিক্সটি-টু সুরাইয়া এভিনিউ।' হিলটনকে পাশ কাটিয়ে ছুটে চলল ট্যাক্সি। মিনিট কুড়ি পর একটা সাইড রোডে মোড় নিল। উঁচু দেয়াল ঘেরা একটা ভিলার সামনে থামল ব্রেক কষে। ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে নেমে পড়ল রানা। কলিং টিপতে কুকুরের হুঙ্কার শোনা গেল ভিতরে। একমুহূর্ত পরই আতাসীকে দেখা গেল দরজায়। আন্তরিক করমর্দন সারতে সারতে ও বলল অস্ফুটে, 'ওস্তাদ, বস্!'

ভিতরে গিয়ে বসল ওরা। পানীয় পরিবেশন করল আতাসী নিজেই। কোন পরিবর্তন লক্ষ করল না রানা আতাসীর মধ্যে। অতীতের কথাবার্তা চলল খানিকক্ষণ। রানা মোড় ঘোরাল আলাপের। ওর অ্যাসাইনমেন্ট ও ইরানে পৌঁছুবার

পর যা যা ঘটেছে সব বলল রানা। উদ্বিগ্ন দেখাল আতাসীকে, 'ওস্তাদ, খুব বেশি চান্স নেই টাকা ফিরে পাবার। বিশেষ করে ওরা যদি সত্যি পুলিস হয়ে থাকে। জেনারেল ইয়াজদী স্রেফ বাস্টার্ড একটা। হাতে পেয়ে টাকাটা ফেরত দেবার মত সাধু ও নয়। কোন না কোন লিগ্যাল কারণ দেখিয়ে দেবে তোমাকে। কিংবা স্রেফ অজ্ঞতা প্রকাশ করবে।'

'ভ্যান জুডকে হস্তক্ষেপ করতে বলি যদি?' রানা বলল।

'ওরা দুই দেহ এক আত্মা। গত দশ বছর ধরে শাহকে ভিজিয়ে রেখে এ দেশ শাসন করছে। ইয়াজদীর স্বার্থে বিঘ্ন ঘটাবে বলে মনে হয় না ভ্যান জুড।'

'শাহ এদেরকে কেমন চোখে দেখেন?'

'তিনি লাশ গোনেন শত্রুদের। লাশের সংখ্যা দেখেই তিনি সন্তুষ্ট। পলিটিক্যাল প্রিজনারদেরকে বাঁচিয়ে রাখা এখানে নিয়ম-বিরুদ্ধ। মানুষ মারতে ইয়াজদীর তুলনা নেই গোটা দুনিয়ায়।'

'রেভলিউশন সম্পর্কে কিছু খবর রাখো তুমি?'

'পূর্বাঞ্চলে ওসব ব্যাপারের কোন নিশ্চয়তা নেই। যখন তখন যে-কেউ হঠাৎ মনে করে সে ক্ষমতা দখল করবে। হয় সে প্রাইম মিনিস্টারকে হত্যা করে, নয়তো ফাঁসিতে চড়ে বা গুলি খায়। জনসাধারণ দর্শক এখানে। বিপ্লব করে জেনারেলরা এককভাবে।'

'তোমার সাহায্য আমার দরকার হবে, আতাসী।' রানা চিন্তা করতে করতে কথাটা বলল, 'তুমি এখানে কেন?'

'আন্ডারওয়র্ক করছি। কিন্তু তোমার সাহায্যে আমি সদা প্রস্তুত, ওস্তাদ। বলো কি করতে হবে।'

'জেনারেল ইয়াজদীর সাথে দেখা করতে চাই আমি।'

মুখ তুলে তাকিয়ে রইল আতাসী রানার দিকে। রানার গলার কাঠিন্য চমকে দিয়েছে আতাসীকে, 'তোমার ইচ্ছায় বাদ সাধতে চাই না। অল রাইট, অফিশিয়াল ভিজিটের ব্যবস্থা করা যায় কিনা চেষ্টা করে দেখি।'

আতাসীর মার্সিডিজ ২২০-তে চড়ে বসল ওরা। গাড়ি ছেড়ে দিয়ে আতাসী বলল, 'এখানে আমার ছদ্মবেশী পেশা সাংবাদিকতা, ওস্তাদ। সব জায়গায় গতিবিধি আছে।'

ছোট করে উত্তর দিল রানা, 'সব খবরই রাখি আমি।'

শহরের উত্তর প্রান্তে বিরাটকায় একটা সরকারী ভবনের সামনে গাড়ি দাঁড় করাল আতাসী। বলল, 'পাসপোর্ট সঙ্গে আছে, ওস্তাদ? ইয়াজদীর সাথে দেখা করতে চাইব আমরা।'

খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা অ্যাটেনড্যান্ট ওয়েটিংরুমে নিয়ে গিয়ে বসাল ওদেরকে। লোকটার বেল্টে বড় একটা পিস্তল। রানা আতাসীকে বলল, 'আমাকে রিভলভার দিতে হবে।'

'ফিরে গিয়ে যা দরকার সব পাবে, ওস্তাদ।'

প্রায় ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। বিরক্তির চরমে পৌঁছে গেল মেজাজ রানার। তারপর অ্যাটেনড্যান্ট এসে ভিতরের অফিসে নিয়ে গেল ওদেরকে। লম্বা একজন

অফিসার হ্যান্ডশেক করল রানার সাথে। মেজর ফিদা কিরমান। আতাসীর সাথে মেজরের আলাপ আগে থেকেই। মেজর অনুরোধ করল রানাকে কথা বলার জন্যে। সব শুনে মেজর বলল, 'এ সম্বন্ধে জানি না কিছু আমি। আমাকে তাহলে এখন উঠতে হবে ইনকোয়েরি করার জন্যে। আপনারা কি অপেক্ষা করবেন?' উত্তরের অপেক্ষা না করে অফিস রুম থেকে বেরিয়ে গেল মেজর। আতাসী বলে উঠল, 'ব্যাটা পাজীর পা-ঝাড়া। ইয়াজদী হাতামির ডান হাত।'

'ইয়াজদী কি নিজের জন্যে টেন মিলিয়ন গাপ্ করবে বলে মনে হয়?'

'খুবই সম্ভব তার পক্ষে।'

চা এল। কুড়ি মিনিট পর ফিরে এল মেজর ফিদা কিরমান। ডেস্কে বসে তাকাল রানার দিকে, 'আমি দুঃখিত আপনার দুর্ভাগ্যের জন্যে। আপনাকে নিয়ে কোন অপারেশনের রেকর্ড আমাদের কোন বিভাগে দেখা যাচ্ছে না। ওরা গ্যাংস্টার ছিল, আসলে। ক্রিমিন্যাল ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট অফিসারের ওপর ভার দিচ্ছি আপনার আর আপনার কেসের।' মেজর আতাসীকে পার্শীতে নির্দেশ দিল কয়েকটা।

পাঁচতলায় উঠে গেল ওরা মেজরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে। ক্যাপ্টেন নোমানী ওদের জন্যে অপেক্ষা করছিল অফিসরুমে। মেজর ফিদার কাছ থেকে সব জেনেছে এবং নির্দেশ পেয়েছে সে।

চা এল, আবার। ব্যাখ্যা, আবার। ক্যাপ্টেন নোমানী হাসি-খুশি মুখ করে বলল, 'আপনার কথায় আমরা ধরে নিচ্ছি যে গাড়িটা করে ওরা এসেছিল সেটা আপনি চিনতে পারবেন। আমি আপনাকে দু'জন ইউনিফর্মড পুলিস দিচ্ছি সঙ্গে। শাহ রেজা আর ফেরদৌসি এভিনিউয়ের মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকুন গিয়ে। তেহরান খুব বড় শহর নয়। গাড়িটা ওখান দিয়ে একসময় না একসময় অতিক্রম করবেই। আপনি আমাদের লোককে দেখিয়ে দেবেন গাড়িটা শুধু। ওরা হুইস্‌ল বাজাবে। ধরা পড়বেই এভাবে গ্যাঙস্টার দু'জন।'

ক্যাপ্টেনের গালে কষে চড় লাগাবার ইচ্ছাটা কোন রকমে রোধ করল রানা। লোকটার দিকে ভাল করে তাকাল ও। না, ঠাট্টার কোন চিহ্ন নেই মুখে। রানা কঠিন গলায় বলল, 'আপনার মাথার ঘিলু অপারেশন করে বদলাতে হবে।' রানা ঘুরে দাঁড়াল। ক্যাপ্টেন কথা বলল না। হাসল মুখ টিপে।

আতাসীর সাথে গাড়িতে উঠে রানা বলল, 'ওরা সব একই দলের লোক। বোধহয় ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টরও।'

'না. বোধহয়। উচ্চপদস্থ বেসরকারী সব লোকই যমের মত ভয় ক র জেনারেল ইয়াজদীকে, ওস্তাদ। লোক দু'জন যদি গ্যাঙস্টারই হয় তাহলে এতক্ষণে তারা তুরস্ক বর্ডার পেরিয়ে গেছে।'

রানা বলল, 'আমার হাতে অস্ত্র এখনও আছে একটা। ভ্যান জুড ফিরে এলে ব্যবহার করব। চলো হিলটনে যাই।'

ঠিক লাঞ্চের সময় হিলটনে পৌঁছুল ওরা। হোটেলে একটা মেসেজ অপেক্ষা করছিল রানার জন্যে: 'জেনারেল ভ্যান জুড তাঁর অফিসে আপনার সাথে দেখা করবেন আগামীকাল। সকাল দশটায় একটা গাড়ি তুলে নেবে আপনাকে হিলটন থেকে।'

তিন

ওলুনার সঙ্গে একজন পুরুষ। সুইমিং পুলে একটা ছাতার নিচে পিছন ফিরে বসেছে দু'জনে। আতাসী রানার উদ্দেশে বলে উঠল, 'ওই পুতুলটা বুঝি তোমার, ওস্তাদ? ও লোকটা ভাগ বসাবার তালে আছে মনে হচ্ছে—ভাগাও তাড়াতাড়ি।'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে রানাকে দেখতে পেয়ে হাত নেড়ে ডেকে হাসল গালে টোল ফেলে ওলুনা। ওর সঙ্গী লোকটা হঠাৎ লাফ দিয়ে দু'পায়ে দাঁড়াল। রানার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে ঘোষণা করল, 'মামুথ ভুন,' নাম বলে কৈফিয়ৎ দিল মুখ কাঁচুমাচু করে, 'কথা বলার লোক পাচ্ছিলাম না কিনা, তাই আপনার সঙ্গিনীর সাথে...'

পরিচয় দেবার কাজ ওলুনা আগেই সেরে রেখেছে বুঝতে পারল রানা। মামুথ ভুন, বেলজিয়াম, দরাজ গলায় বলে উঠল, 'আপনারা সবাই আজকের লাঞ্চে আমার গেস্ট। ঠিক এখানে, এই সুইমিং পুলে ব্যবস্থা করছি আমি। একটু সময় দিন আমাকে।' মামুথ ভুন লাঞ্চের ব্যবস্থা করতে চলে গেল।

রানা কাপড় বদলাতে গেল নিজের রুমে। আতাসী ইতোমধ্যে পোষ মানিয়ে ফেলেছে ওলুনাকে।

টেবিল সাজাবার পর ফিরে এল রানা। হিলটনের ব্যবস্থা দারুণ। চাইনীজ, পাকিস্তানী সব ডিশই পাওয়া যায়। খেতে খেতে অভিযোগ করল কেবল একজন। মামুথ ভুন বলল, 'এসবে অভ্যাস নেই আমার, সত্যি কথা বলছি। Antwerp থেকে এসেছি আমি। সেখানের রান্নার তুলনা হয় না। শুধু কি খাবার-দাবার অপছন্দ? এখানকার চেম্বারের সদস্যদের ব্যবহারও পছন্দ হচ্ছে না আমার।' বিরক্ত দেখাল বেলজিয়ানকে।

'চেম্বার?' রানা বলল।

'হ্যাঁ, আমি মাইট্রি বোকের কাজ করি। মাইট্রি বোক। তিন পুরুষ ধরে Antwerp-এ ন্যোটারী। আমি তার সিনিয়র ক্লার্ক। দশ বছর ধরে কাজ করছি। প্রসঙ্গক্রমে বলছি, আমার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ এখন আমার কাঁধে।'

রানা বুঝতে পারল মামুথ ভুন বলিয়ে লোক। 'এখানে?'

'হ্যাঁ। কিন্তু সব কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে—দুর্ভাগ্য আমার। Antwerp- এ একজন বিজনেসম্যানকে মাইট্রি বোক মোটা টাকা লোন দিয়েছে। গমের একটা লার্জ কারগো ট্র্যানজ্যাকশন করার জন্যে ফাইনান্স করেছেন তিনি। বিজনেসম্যানটি পারফেক্টলি সাউন্ড ম্যান। গম কেনার কথা আর্জেন্টিনায়, ভায়া Antwerp হয়ে জাহাজে আসার কথা ইরানে রিয়েলের জন্যে। সবকিছু নির্ধারিত ছিল, মাইট্রি বোক লোন দিয়েছেন নির্দ্বিধায়।' মামুথ ভুনের চোখ মুখ ভীষণ করুণ দেখাচ্ছে, 'এমন কি ইরানিয়ান কমার্শিয়াল অ্যাটাচী তার পক্ষের ডিলও সম্পন্ন করেছে।'

'তারপর?' আতাসী কৌতূহল বোধ করছিল বেলজিয়ান বেপারীর দুর্ভাগ্যে।

দুর্ভাগ্যের ছবি এখনও কারও সামনে পরিষ্কার হয়নি যদিও। মামুথ ভুন বলল, 'তারপর? তারপর গম ট্রেনে তোলা হয়েছে। খুররমশিয়ার ফ্রন্টিয়ার ক্রস করেছে ট্রেন। এ পর্যন্ত সব ঠিকমত ঘটছিল। এরপর আমাদের ক্লায়েন্ট এখানকার তার প্রতিনিধির কাছ থেকে একটা টেলিগ্রাম পায়। তাতে জানানো হয়েছে যে শেষ মুহূর্তে ইরানিয়ান অথোরিটি ইমপোর্ট লাইসেন্স দিতে অস্বীকার করেছে। এবং কি কারণে জানা যায়নি, ক্রেতাদের কাছে নাকি টাকা নেই।'

'কিনছিল কে?'

'বিভিন্ন ইরানিয়ান অফিশিয়াল অর্গানাইজেশন।'

'গমের কি হাল হলো?'

চেঁচিয়ে উঠে উত্তর দিল মামুথ ভুন, 'গম? গম পচছে! আটদিন ধরে খুররমশিয়ার ডকে প্রচণ্ড গরমে পড়ে আছে। গরমে ফাটতে শুরু করেছে কিনা কে জানে। সবরকম উপায় করেছি আমি। কাজ হয়নি। এক অফিসার সই করে অন্য আর একজনের কাছে যেতে বলে কাগজপত্র নিয়ে, সে সই করে পাঠায় অন্য একজনের কাছে। অথচ দেখা নেই হয়তো তার। একজন তো মোটা টাকা ঘুষই চেয়ে বসল।'

'দিয়েছেন?' ওলুনা অংশগ্রহণ করল। মামুথ ভুন দাঁত মুখ বিকৃত করে বলল, 'আমি দেব ঘুষ! আমার এমব্যাসীতে রিপোর্ট করেছি আমি—হুঁ!' উত্তেজিত হয়ে খাওয়া বন্ধ করে ফেলেছে মামুথ ভুন। হাত ধুয়ে ফেলল সে। আতাসী জিজ্ঞেস করল, 'লাইসেন্স আছে আপনার কাছে?'

'না, মানে, অ্যাজ এ ম্যাটার অভ ফ্যাক্ট···।'

নিঃশব্দে হাসল আতাসী। অনেকক্ষণ পর রানা প্রশ্ন করল, 'এ ব্যাপারে আপনার কাজটি কি?'

'যে বিজনেসম্যান টাকা ধার নিয়েছে সে এখন সব অধিকার সারেন্ডার করছে মাইটি বোকের কাছে। গম এখন আমাদের। সম্ভাব্য চুক্তিতে পৌছুনো আমার কাজ এখানে। ক্রেতাদের ঠিকানা রয়েছে আমার কাছে। কিন্তু কি ভয়ঙ্কর সব ঝামেলা যে পোহাতে হচ্ছে! বাজারের একজন ব্যবসায়ীর কথা বলি। আমার দেশ হলে ব্যাটার দাম দিতাম না আধপয়সাও। লোকটার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টও নেই, লিখতে পড়তেও জানে না ভাল করে। তার সম্পত্তির নমুনা দেখতে চাইলে পাঁচ হাজার টাকার একটা ময়লা বান্ডিল বের করে দেখাল আমাকে—বাঁদর হয়ে চাঁদ ধরার শখ হারামজাদার। অবশ্য শেষ সুযোগটা দেখব আমি। একজন লোক আছে, যে কিনা ন্যায্য দাম দেবে বলে জানিয়েছে আমাকে। আগামীকাল আমি যাচ্ছি তার সাথে দেখা করতে।' কিন্তু উৎসাহ নষ্ট হয়ে গেছে মামুথ ভুনের বোঝা গেল। অনেক লম্বা বক্তৃতা দিয়ে বেচারা প্রায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ভদকায় মনোনিবেশ করল ও বিরক্ত করার জন্যে সকলের কাছে মাফ চেয়ে নিয়ে।

রানার মন ওলুনার দিকে ছিল এতক্ষণ। আতাসী গ্লাস সরিয়ে রেখে মুখ মুছে উঠে দাঁড়াল। রানার সাথে দু'একটা কথা বলে বিদায় নিল ও। রানা আর ওলুনা ওঠবার আগেই মামুথ ভুন নিজের রুমে চলে গেল।

ওলুনার রুমে গেল রানা।

ফাইভ-স্টার হোটেল 'কোলবে'। সামার প্যালেসের বিপরীত দিকে। কোলবে তেহরানের সবচেয়ে আকর্ষণীয় নাইটস্পট। ওলুনাকে নিয়ে ডিনার খেতে রওনা হলো রানা ওখানে।

হোটেল লবি পেরোবার সময় চিন্তিত দেখাল রানাকে। টাকা চুরি যাবার খবর ওয়াশিংটনে পাঠানো দরকার, কিন্তু এমব্যাসীর মাধ্যমে নয়। তেহরানের টেলিফোনকে বিশ্বাস করতেও রাজি নয় রানা। ওলুনা যাচ্ছে আগামীকাল সকালে ব্যাঙ্কক। কিন্তু···

হঠাৎ চিন্তায় বাধা পড়ল রানার। ওলুনা তার এক এয়ারহোস্টেস বান্ধবীকে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠেছে, 'মার্গারেট!'

মেয়েদের কথা শেষ হবার নয়। রানার সাথে মার্গারেটের পরিচয় করিয়ে দিল ওলুনা। হংকং, ম্যানিলা, ব্যাঙ্কক, তারপর ক্যালকাটা করাচী হয়ে তেহরানে এসেছে মার্গারেট SAS coronado-তে। ইউরোপের উদ্দেশে রাত্রে উড়বে ওর প্লেন। রোম জুরিখ ছুঁয়ে আগামীকাল দশটায় কোপেনহেগেনে ল্যান্ড করবে। হঠাৎ প্রশ্ন করল রানা মার্গারেটকে, 'অত্যন্ত জরুরী একটা মেসেজ নিয়ে যেতে পারবে তুমি আমার হয়ে?' রানা প্রস্তাব করে তাকিয়ে রইল। ইতস্তত করতে শুরু করল মার্গারেট। কিন্তু ওলুনা ভরসা দিল ওকে। রাজি হয়ে গেল মার্গারেট। কোপেনহেগেন নিউ ইয়র্ক শিডিউল চেক করে দেখা গেল প্রতি রবিবারে একটি মাত্র ফ্লাইট আছে SK 915, টেক অফ করবে ফিফটিন ফোরটি ফাইভে, নিউ ইয়র্কে পৌঁছুবে নাইনটিন ফিফটিনে। রানা আগেই বলেছে মার্গারেটকে যে একজন এয়ারহোস্টেসকে দিতে হবে মেসেজটা।

মার্গারেটের ঠিকানা লিখে নিয়ে রানা জানাল সে যদি যোগাযোগ করে উঠতে না পারে তাহলে ওর লোক দেখা করবে কোপেনহেগেনে তার সাথে। মার্গারেটকে ছোট ছোট বাক্যে লেখা একটা মেসেজ দিল রানা। মার্গারেট বিদায় নিল ওলুনার কাছ থেকে।

কোলবেতে সন্ধেটা কাটাল রানা ওলুনাকে নিয়ে। ওলুনা সকালে রওনা হবে বলে হিলটনে ফিরে এল ওরা তাড়াতাড়ি। শুতে যাবার আগে রানা কোপেনহেগেনে এমব্যাসীর থার্ড সেক্রেটারিকে তার পাঠাল একটা: 'আর্জেন্টলি কন্টাক্ট এয়ারহোস্টেস মার্গারেট জনসন অ্যারাইভিং ফ্লাইট ভাইকিং টোকিও—কোপেনহেগেন 10.00 সানডে।' মেয়েটির ঠিকানা এবং নাম্বারও উল্লেখ করতে ভুলল না রানা।

রাত্রে আধো ঘুমের মধ্যে প্লেনের শব্দ শুনল রানা। ঘড়ি দেখল ও। দুটো দশ। নির্ধারিত সময়ে SAS coronado আর ওর মেসেজ উড়ে চলেছে কোপেনহেগেনের উদ্দেশে।

জেনারেল ভ্যান জুড মাথার খুলি চাঁছা বিরাট এক দানব বিশেষ। স্বচ্ছ কাঁচের মত নীল চোখ দুটো। ধীরে ধীরে চুমুক দিচ্ছে ও গ্লাসে। লম্বা সিগারেট আঙুলে ধরা। কিন্তু রানাকে স্বাগতম জানাতে কুণ্ঠা দেখায়নি এতটুকু। লম্বা একটা ক্রাইসলার হোটেল থেকে তুলে এনেছে রানাকে।

গভীর আর্মচেয়ারে ডুবে আছে রানা। জেনারেল জুড ঝুঁকে পড়েছে ওর দিকে বেশ খানিকটা। রানা যতদূর সম্ভব টাকা চুরির কথা বলে বিরতি না নিয়েই প্রশ্ন করল, 'আমার সাথে মেহেরাবাদে দেখা করেননি কেন? আমরা দু'জনা থাকলে আমাদের টেন মিলিয়ন রক্ষা পেত।'

জেনারেলের মুখাবয়ব কঠিন দেখাল, 'কোডেড কেবল্ সিধে আমার ডেস্কে পৌঁছেছিল। দক্ষিণ দিকে ক'জন ইরানিয়ান এজেন্টের সাথে আলাপ করতে বেরিয়েছিলাম আমি। সোভিয়েট বর্ডারে ব্যস্ততার কারণ বের করার জন্যে।'

রানা গ্রাহ্য করল না উত্তরটা, 'হয়তো। কিন্তু কেবল্ পাবার পর বেরুতে পারতেন আপনি।'

'ও ব্যাপারে ভাববেন না,' জেনারেলের কণ্ঠস্বর কঠিন শোনাল, 'সব দায়িত্ব বহন করব আমি। আজ রাতেই রিপোর্ট তৈরি হয়ে যাবে আমার।'

'ওরা জানল কিভাবে বলতে পারেন?'

'দুদিন ধরে কেব্ল্‌টা আমার ডেস্কে পড়ে ছিল। অনুমান করে নিন। যাকগে, কাজের কথায় আসি। আমার ওল্ড ফ্রেন্ড জেনারেল ইয়াজদী হাতামির সাথে কথা বলে দেখি। ও হয়তো সাহায্য করতে পারবে।'

রানা এই সময়ের জন্যেই অপেক্ষা করছিল, 'জেনারেল ইয়াজদী? ভেরি ইন্টারেস্টিং ম্যান। ওর সাথে আমার দেখা করবার ব্যবস্থা করতে পারেন কি আপনি?'

ঘন ঘন চোখের পাপড়ি কাঁপল ভ্যান জুডের, 'হোয়াই, শিওর। আমি এখুনি যাচ্ছি, চলুন আপনি সঙ্গে।'

গাড়িতে চড়ে ভ্যান জুড বলল রানাকে, 'আপনার মিশন শেষ হয়ে গেছে এখন, আরও ক'দিন ইরানে কাটিয়ে যান না কেন? আমি একটা গাড়ি এবং শোফার দিতে পারি, কাস্পিয়ান কিংবা পারশিয়ান উপসাগর দেখতে ইচ্ছা করেন যদি।'

'ওয়েল, থ্যাঙ্ক। আমি আগে তেহরান দেখতে চাই, জেনারেল।'

'তেহরান আবার দেখবার মত নাকি! ইস্পাহান বা সিরাজ মিস করা আপনার উচিত হবে না।' কথাটা বলে রহস্যময়ভাবে হাসল জেনারেল। ব্রেক কষে দাঁড় করাল গাড়ি নতুন একটা সরকারী ভবনের সামনে। প্রবেশ পথে সশস্ত্র সেন্ট্রি দেখতে পেল রানা।

জেনারেল ইয়াজদীর অফিস ফার্স্ট ফ্লোরে। করিডরে চারজন সাব-মেশিনগান নিয়ে টহল দিচ্ছে। নক না করে ভিতরে ঢুকল ভ্যান জুড। জেনারেল ইয়াজদীকে স্পটলেস হোয়াইট ইউনিফর্ম পরে ডেস্কের সামনে বসে থাকতে দেখল রানা। ঘন কালো ব্যাক ব্রাশ করা চুল। নিখুঁত কামানো গাল। চোখ জোড়া প্রায় রক্তজবা ফুলের মত লাল। বাঘের মত গাল হাঁ করে হাসল সে রানার দিকে তাকিয়ে। ভ্যান জুড ভূমিকা করল। ব্রীফকেসের গল্প বলে গেল রানা ধীরে ধীরে। ইয়াজদী মাথা কাত করল।

'এ সম্পর্কে আমি শুনেছি। হিজ হাইনেস মিস্টার মাসুদ রানা ইতিমধ্যেই আমাদের লোককে সব কথা ব্যক্ত করেছেন। তদন্তের অগ্রগতি ঘটলে অবশ্যই জানানো হবে।' জেনারেল ইয়াজদীকে মোটেই উদ্বিগ্ন মনে হলো না রানার। কিন্তু

তার বন্ধু স্বয়ং ভ্যান জুড রানাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে বলেই বোধহয় অস্বস্তি দেখা দিয়েছে তার মধ্যে। রানা লক্ষ করল হাতের কাছে একটা ড্রয়ার খোলা। সদাসতর্ক সাবধানী লোক নিঃসন্দেহে।

কথা বলল রানা, 'জেনারেল, আমারও বিশ্বাস যে আপনারা সম্ভাব্য সব কিছুই করবেন এ ব্যাপারে। কিন্তু আপনি আরও একটা সামান্য কাজ করতে পারেন কি? আমার জন্যে? টাকার ব্যাপারে নয়। ক'বছর আগে একজন ইরানিয়ান আর্মি অফিসারকে চিনতাম আমি। তখন সে পাকিস্তানে থেকে পড়াশোনা করত। ফৈয়াজ বকশী। বলতে পারেন ও তেহরানে আছে কিনা?'

'সার্টেনলি।' ইন্টারকমের বোতাম টিপল জেনারেল ইয়াজদী। লেফটেন্যান্ট ফৈয়াজ বকশী সম্পর্কে প্রশ্ন করল ও। তারপর ইন্টারকম নামিয়ে রেখে বলল, 'ক'মিনিট অপেক্ষা করুন। ওরা ডাকবে আমাকে।'

অপরিহার্য চা এল। টগবগ করে ফুটছে। অধৈর্য ভাবে উত্তর পাবার জন্যে অপেক্ষা করে রইল রানা। এটাই ওর শেষ সুযোগ ইয়াজদীকে কাঁপিয়ে দেবার। খানিকপরই প্রাণ ফিরে পেল ইন্টারকম। জেনারেল কথা শুনতে শুনতে কাগজে লিখল কিছু। ইন্টারকম নামিয়ে লেখা কাগজটা বাড়িয়ে ধরল রানার দিকে। বলল, 'লেফটেন্যান্ট ফৈয়াজ বকশীর ঠিকানা।'

রানা কাগজটা নিয়ে ইয়াজদীর দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে বলল, 'লেফটেন্যান্টের সাথে দেখা করবার সময় আপনি আমার সঙ্গে থাকলে খুশি হব, জেনারেল।

'আপনার সঙ্গে থাকব?' ইয়াজদীর বিস্ময়বোধ নির্ভেজাল। অনুসন্ধিৎসু চোখে দেখছে সে রানাকে।

রানা বলল, 'আমি নিরাপদ বোধ করব। ইউ সি আই অ্যাম অ্যাফ্রেড হোয়াট আই টোল্ড ইউ ওয়াজ নট স্ট্রিক্টলি অ্যাকুরেট। সেই রাতে আমাকে যারা আক্রমণ করেছিল তাদের নেতার নাম লেফটেন্যান্ট ফৈয়াজ বকশী। আপনার তদন্তে সে আপনাকে সাহায্য করতে পারবে বলে মনে করি...'

চার

ইয়াজদী কাঁপল না। নরম গলা আরও নরম করে বলল, 'বড় মজার কথা যা হোক, আগামীকাল এই লেফটেন্যান্টকে ধরে আনা হবে। আপনি অবশ্যই আসবেন। এবং আমরা সত্য আবিষ্কার করব তখন।

এই উত্তরই আশা করেছিল রানা। আগামীকালের মধ্যে কত কিছুই ঘটতে পারে। এটা হুমকি ছাড়া কিছু নয় বুঝতে পারল রানা। ইয়াজদী যদি একটা ক্যু করার প্ল্যান করে থাকে তাহলে রানাকে সরিয়ে ফেলতে দেরি করবে না। কিন্তু ঠিকানাটা কেন অমন নির্দ্বিধায় দিল ও? দারুণ আশ্চর্য ব্যাপার...

ইয়াজদী কথা বলতে শুরু করেছে আবার, 'ইওর হাইনেস, আপনি কি আজ সন্ধ্যায় আমার অতিথি হয়ে আমাকে সম্মানিত করবেন? আমার কন্যার বিশতম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে? ইয়েস? আমার গাড়ি আটটার সময় আপনাকে তুলে আনবে।'

উঠে দাঁড়াল সে। ইন্টারভিউ শেষ হয়েছে। ভ্যান জুড রানাকে নিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। গাড়িতে চড়ে বলল, 'আপনি আক্রমণকারীকে চিনতে পেরেছিলেন একথা আমাকে কেন বলেননি?'

'আপনি আমাকে সময় দেননি, জেনারেল। তাছাড়া জেনারেল ইয়াজদীকে বললে প্র্যাকটিক্যাল ইউজ বেশি হবে বলে জানতাম আমি। আশা করা যাক লেফটেন্যান্টকে পাওয়া যাবে—টাকাগুলোও।'

'লেটস হোপ সো।' নীরস শোনাল জেনারেল ভ্যান জুডের গলা। উত্তরোত্তর চিন্তিত দেখাচ্ছে ওকে। ইয়াজদীর জন্যে ফাঁদ পেতেছে রানা বুঝতে দেরি হয়নি তার।

রানাকে হিলটনে নামিয়ে দিল জেনারেল।

লবিতে প্যান-অ্যাম-এর একজন ক্রুকে দেখল রানা। কিন্তু ওলুনার চিহ্ন নেই কোথাও। চাবি নিয়ে নিজের রুমে এল রানা। সময় নষ্ট করল না ও। লেফটেন্যান্টের ঠিকানায় চেক করার ইচ্ছা ওর। কিন্তু একা না। ফোন করল রানা আতাসীকে। রিভলভার আনার জন্যে বলে দিল ওকে।

মিনিস্টার অভ কোর্টের সাথে আতাসীর ডিনার। পরে আসবে ও। শুয়ে পড়ল রানা বিছানায়।

চারটের সময় এল আতাসী। ইলেকট্রিক ব্লু স্যুটে চমৎকার মানিয়েছে ওকে। লেফটেন্যান্টের ঠিকানা দিল রানা আতাসীকে। সংক্ষেপে বলল সব কথা ও। আতাসী ভবিষ্যদ্বাণী করল, 'আমরা নিজেরা যদি পাকড়াও করতে না পারি তাহলে আর দেখা হবে না ফৈয়াজ বকশীর সাথে, ওস্তাদ। ওরা কাঁচা লোক নয়।'

রানা চিন্তা করছিল। ইতস্তত করল আতাসী। তারপর বলেই ফেলল কথাটা, 'ওস্তাদ, ইয়াজদীকে আমি চিনি। আমাকে বিপক্ষ দলে দেখলে তার প্রতিক্রিয়া বড় ভয়ঙ্কর হবে। না না, আমি সাহায্য করতে পিছিয়ে যাচ্ছি না। ভুল বুঝো না, ওস্তাদ।'

'ঠিক বলেছ, আতাসী। কথাটা আমারও মনে হয়েছে। তুমি জানো না আতাসী, স্বয়ং প্রেসিডেন্ট অভ ইউনাইটেড স্টেটস-এর অর্ডারে টপ সিক্রেট একটা মিশনে এখানে আমি এসেছি। তোমার সাহায্য আমার দরকার। আমি ইরানে যতদিন থাকব ততদিন কোন বিপদ ছুঁতেই পারবে না তোমাকে। ইউ.এস. গভর্নমেন্টের পাসপোর্টের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি তোমার জন্যে এমব্যাসীকে বলে। ডিপলোম্যাটিক পাসপোর্ট। আগামীকালই পাবে। আমি ইরান ত্যাগ করার পরও ইয়াজদীর তরফ থেকে কোন বিপদের ভয় থাকবে না তোমার। আমি যখন যাব তখন ইয়াজদী নামে কোন জেনারেল থাকবে না ইরানে।'

'হোয়াট!' হতবাক হয়ে গেল আতাসী। রানা কথা বলল না। আতাসীই মুখ খুলল, 'কেন? ইয়াজদী তো সব সময় সি.আই.এ-র সপক্ষে কাজ করেছে। সি.আই.এ-র ডান হাত সে এখানে।'

রানা বলল, 'সব কথা শুনবে পরে, আতাসী। এগুলো পড়ো।' পকেট থেকে দুটো চিঠি বের করে দিল রানা আতাসীকে। প্রথমটায় লেখা: 'অল রিপ্রেজেনটেটিভস্ অভ দ্য আমেরিকান অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড আর্মড ফোরসেস্ আর হিয়ারবাই রিকোয়্যারড্ টু গিভ এভ্রি পসিবল অ্যাসিস্ট্যান্স টু দ্য বেয়ারার,

মাসুদ রানা, ইন দ্য পারফরম্যান্স অভ এ মিশন ইন দ্য মিডল ইস্ট। দিস অর্ডার ইজ ভ্যালিড ফর ওয়ান মান্থ।' প্রেসিডেন্টের স্বাক্ষর ও সীলমোহর সহ হাতে লেখা। দ্বিতীয় চিঠিটা মেজর জেনারেল রাহাত খানের। একই ধরনের সার্টিফিকেট, পাকিস্তান সরকারের তরফ থেকে। রানা বলল, 'দরকার পড়লে সিক্সথ ফ্লীটের অ্যাডমিরালকে আদেশ দেবার ক্ষমতা আছে আমার। অ্যামব্যাসাডরকেও। এই কাগজের টুকরোটা আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সমান ক্ষমতা দিয়েছে আমাকে। একমাসের জন্যে।' রানার কথা শেষ হতে আতাসী খপ করে রানার হাতটা ধরে ফেলে চুমো খেলো উল্টো পিঠে। মুখে বলল, 'মেরা ওস্তাদ, ওস্তাদোঁকা ওস্তাদ!'

বেরিয়ে পড়ল ওরা। ড্রাইভ করছিল আতাসী। আতাসীর দেয়া ল্যাগারটা পরীক্ষা করে নিল রানা। কংক্রিট-চটা রাস্তা দিয়ে মিনিট দশেক লাগল ওদের পৌঁছুতে। গাড়ি দাঁড় করিয়ে একশো গজের মত হাঁটার পর বাড়িটা অবশেষে পাওয়া গেল। একজন লোককেও দেখা গেল না কোথাও। বাড়িটার ভিতরও কাউকে দেখল না ওরা। নক করল বেশ কবার রানা। উত্তর নেই। ঢুকে পড়ল দ্বিধা না করে। একতলার ঘরগুলোর দরজায় ধাক্কা মারল ঘন ঘন। সাড়া নেই কারও। উপরে উঠে এল রানা আতাসীকে নিয়ে। সিঁড়ির মাথার কাছে দেয়ালে একটা নতুন বোর্ড দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। দ্রুত হলো রানার চিন্তাশক্তি। শরীরের মাংসপেশী কঠিন হয়ে উঠল। আতাসীকে দেখাল রানা বোর্ডটা। বোর্ডে লেফটেন্যান্ট ফৈয়াজ বকশীর নাম আর রুম নাম্বার লেখা। আনকোরা নতুন বোর্ড। হয়তো খানিক আগেই কেউ লটকে দিয়ে গেছে। কি উদ্দেশ্যে?

নির্দিষ্ট রুমের দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে নিজের ল্যাগারটা বের করে ফেলল আতাসী নিঃশব্দে। দরজার গায়ে টোকা মারল পর পর দু'বার।

ভিতরে কোন শব্দ হলো না। আবার কয়েকটা টোকা মারল রানা। নিজেদের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ছাড়া কিছু শুনতে পাচ্ছে না রানা। আতাসী বলল, 'ভিতরে ঢোকার ব্যবস্থা করি, মেজর?'

'না।'

'না কেন? ভিতরে হয়তো লুকিয়ে আছে…'

'মনে হয় না এটা একটা ফাঁদ। দেখো।' কজায় আঙুল ঠেকিয়ে দেখাল রানা। ওগুলো ফ্রেশ তেলে চকচক করছে। আতাসীর গলার স্বর পালটে গম্ভীর হয়ে গেল, 'কেউ চেয়েছিল আমরা রুমটা খুঁজে পেয়ে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করি। ভিতরে কেউ আছে বলে মনে করো?'

'কিছু আছে। সামথিং ন্যাস্টি। দাঁড়াও। উপায় হয়েছে।' রানা দ্রুত পায়ে নেমে গেল একতলায়। চুন-মাখা একটা ভারী কাঠের মই আর খানিকটা দড়ি দেখে এসেছিল ওঠার সময় রানা। পনেরো সেকেন্ডের মধ্যে ফিরে এল ও মই আর দড়ি নিয়ে। বিপরীত দিকের দেয়ালের একটা হুকে দড়ির এক প্রান্ত বাঁধল রানা। দ্বিতীয় প্রান্ত দিয়ে বাঁধল মই। মইটা লেফটেন্যান্টের রুমের দরজার দিকে ঝুঁকে রইল। দড়িটা ছিঁড়ে গেলেই ভারী মইটা দরজার গায়ে সজোরে ধাক্কা মারবে। রানা আতাসীর কাছ থেকে লাইটার চেয়ে নিয়ে বলল, 'আগুন দড়িটাকে দু'টুকরো করার আগেই দৌড়ে বাড়ির বাইরে চলে যেতে হবে।' দড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়েই ছুটল

ওরা।

দৌড়ুতে দৌড়ুতে বিস্ফোরণের শব্দ শুনল রানা। দু'জনাই শুয়ে পড়ল উঠানের উপর। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠছে দ্বিতল বাড়িটায়। দূরবর্তী রাস্তা থেকে ছুটে আসছে লোকজন। রানা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'কমপক্ষে দশ কিলো বারুদ। দরজার গায়ে সেট করা হয়েছিল। জেনারেল ইয়াজদী আজ সন্ধে ভূত দেখবে।'

'মানে? ডিনার খাচ্ছ নাকি ইয়াজদীর সাথে?' আতাসীর কথায় উত্তর না দিয়ে গাড়িতে এসে উঠল রানা। অসম্ভব গম্ভীর হয়ে উঠেছে রানা।

হিলটনে নামিয়ে দিল আতাসী রানাকে। ওর নিজের কাজ আছে বলে চলে গেল ও। রাত্রি নামল তেহরানে। আগামীকাল আতাসীর সাথে লাঞ্চের কথা স্থির হয়েছে। ইতোমধ্যে রানাকে সারতে হবে দু-একটা কাজ···

আমেরিকান ইরানিয়ান ক্লাবের গেটে অতিথিদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছে সাদা ইউনিফর্ম পরে জেনারেল ইয়াজদী। সামান্য একটু অবাক হতে দেখা গেল ওকে রানা পৌঁছুতে। রানা ভাবল মাত্রাতিরিক্ত সেলফ্ কন্ট্রোল লোকটার কিংবা ওর ইনফরমেশন সারভিস দারুণ সুদক্ষ। জেনারেল ঘনিষ্ঠভাবে একটা হাত ধরল রানার। বলল, 'কাম, মিস্টার মাসুদ রানা। আমার মেয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দিই,' গার্ডেনে নিয়ে এল জেনারেল ওকে, 'এই আমার মালকা। আজ ওর কুড়ি বছর।' জেনারেল প্রকাণ্ড হাঁ করে হাসছে। রানা বাউ করল। মালকাকে অপ্সরীর সাথে তুলনা করা যায়। টাইট সালোয়ার কামিজ পরেছে। বাপের সামনেই বুক রানার পাঁজরের তিন ইঞ্চির মধ্যে সরিয়ে নিয়ে এল মালকা। বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দুটো রানার চোখ জোড়ার উপর গাঁথা। বাপের উপযুক্ত মেয়ে। স্বীকার করল রানা। জেনারেল চলে গেল। মালকা চোখ না সরিয়েই বলল, 'অনেক কথা শুনেছি আপনার। পরিচিত হয়ে আনন্দিত হলাম,' নিচু, মিষ্টি গলা মালকার, 'কেমন লাগছে আমার দেশ? আমার দেশকে জানার ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করতে পারলে খুশি হব আমি।' আমন্ত্রণ জানাল মালকা। রানা ভাবল আমন্ত্রণ না ফাঁদ?

রুমগুলো ইরানিয়ান অফিসারে গিজ গিজ করছে। সকলের কোমরে পিস্তল। পার্টি-ড্রেসের সাথে বেমানান ঠেকল রানার চোখে। সঙ্গত্যাগ করার লক্ষণ নেই মালকার। বলল, 'আগামী হপ্তায় আবার পার্টি দিচ্ছি আমি। আপনি অতিথি হলে ভাল লাগবে আমার।' মালকা মদির চোখে তাকিয়ে আছে। রানা চোখে চোখ রেখে বলল, 'নাচবে?'

অনেকক্ষণ নাচল ওরা। নাচ শেষ হবার আগেই স্বয়ং ইয়াজদী অনুপ্রবেশ করল। রানাকে একদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করছিল সে। বাধ্য হয়ে নাচ থেকে বঞ্চিত করল নিজেকে রানা। জেনারেল রানার কাঁধে হাত রেখে ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু করল। বলল, 'আগামীকালের মধ্যে আপনার কিছু খবর জানাব। তদন্তের ফল আজ খুব ভাল দাঁড়িয়েছে। হয়তো টেন মিলিয়ন ফিরেও পেতে পারেন। নটায় আমার গাড়ি আপনাকে তুলে নেবে।'

আরও খানিক পর বিদায় নিল রানা। বিদায় নেবার সময় অনেকক্ষণ ধরে মালকার হাতটা মুঠোয় নিয়ে কচলে দিল।

মাঝরাতে ওয়ারড্রোবটা দরজায় ঠেস দিয়ে রেখে শুয়ে পড়ল রানা বিছানায়।

ল্যুগারটা রইল বালিশের তলায়।

পরদিন সকালে নির্ধারিত সময়ে এল জেনারেল ইয়াজদীর গাড়ি। স্যালুট করল এবার পোর্টার আর শোফার। নতুন সম্মান।

দশ মিনিটের জার্নি। ট্রাফিক পুলিস অগ্রাধিকার দিল ওদের গাড়িকে সর্বত্র। পিছনের সীটে বিদেশী সেন্টের গন্ধ পেল রানা। ইয়াজদী সৌখিন লোক।

জেনারেল হেডকোয়ার্টারের সামনে অপেক্ষা করছিল। গাড়ি থেকে নামার অবসরও দিল না সে রানাকে। রহস্যময় হাসি ফুটে রয়েছে তার ঠোঁটে, 'গুড নিউজ আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে, মিস্টার মাসুদ রানা।' গাড়িতে উঠে বসল ইয়াজদী। ছেড়ে দিল গাড়ি আবার শোফার। ইয়াজদী একটা ছোট ডাচ সিগার অফার করল রানাকে। বিনীত ভাবে প্রত্যাখ্যান করল রানা। চেস্টারফিল্ড ধরাল ও। উত্তরোত্তর চিন্তিত হয়ে পড়ছে রানা।

আধুনিক একটা বিল্ডিঙের সামনে থামল গাড়ি। আর্মি অফিসারেরা অপেক্ষা করছে। স্যালুট করল কেউ কেউ, মাথা নত করে অভিবাদন করল অনেকে। রানার দিকে খেয়াল নেই কারও। জেনারেল ইয়াজদীকে কানে কানে কিছু বলল একজন অফিসার। রানাকে নিয়ে থার্ড ফ্লোরে উঠে এল সে। খোলা দরজা দিয়ে একটা রুমে ঢুকল রানা আগে আগে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ইয়াজদী রানাকে আগে ঢোকার সুযোগ করে দিল। রুমের ভিতর চারজন সেন্ট্রি। ইয়াজদী ইঙ্গিত করতে একজন সেন্ট্রি শায়িত মানুষের মুখ থেকে চাদরটা সরিয়ে দিল বুক অবধি। জেনারেল রানার দিকে ফিরে সিগারের ধোঁয়া সিলিঙের পানে উড়িয়ে দিল। বলল, 'দেখুন তো ওকে চিনতে পারেন কিনা।'

লেফটেন্যান্ট ফৈয়াজ বকশী। মৃত।

'এই লোকই আক্রমণ করেছিল আমাকে।' রানার মুখ কঠিন হয়ে উঠতে চাইছে, 'কিভাবে এমন হলো?'

'লেফটেন্যান্ট সুইসাইড করেছে। ওকে ধরে আনার জন্যে অর্ডার দিয়েছিলাম আমি, আমার লোক পৌছুবার আগেই সব শেষ হয়ে গিয়েছিল। গতকাল বিস্ফোরিত হয়েছে ওর বাড়িটা। ভিতরে ছিল ও।' জেনারেল হাত রাখল রানার কাঁধে, 'ওর সঙ্গীদের খোঁজ পাবার চেষ্টা চলতে থাকবে। টাকার ব্যাপারে নির্দিষ্ট কিছু বলতে পারছি না। ইরানিয়ানরা জুয়াড়ী হয় ভয়ঙ্কর রকম। ফৈয়াজ বোধহয় ধার শুধেছে কিছুটা, বাকিটা হেরে খুইয়েছে।'

হ্যাঁ না কিছুই বলল না রানা। নিঃশব্দে শুধু দাঁত চাপল ও ইয়াজদীর উদ্দেশে। ফিরিয়ে দিয়ে গেল রানাকে ইয়াজদী হিলটনে।

যথাসময়ে উদয় হলো আতাসী, 'চেঞ্জ দরকার, ওস্তাদ। ইরানী আহার আজ।'

অফিসারস্ ক্লাবের কাছে গাড়ি দাঁড় করাল আতাসী। হোটেলটা বাজারের কাছে। সরু রাস্তা আর ভিড় বলে হেঁটেই চলল ওরা বাকিটুকু। ফুটপাথে ছেলেমেয়েদের ভিড়। গুলি খেলছে দল বেঁধে। রমনা এভিনিউয়ের মত ফুটপাথের একধারে ফেরিওয়ালারা হরেকরকম জিনিসপত্র ঢেলে বিকিকিনি চালাচ্ছে।

হোটেলের প্রায় সব টেবিলই দখল হয়ে গেছে। ম্যানেজার স্বয়ং শশব্যস্ত হয়ে দুই বিদেশীকে একটা খালি টেবিলের ব্যবস্থা করে দিল। ব্যবসায়ীরা খাওয়া ও

আলোচনা একই সাথে চালাচ্ছে। নরক গুলজার বলতে বোধহয় একেই বোঝায়।

আড়াই ইঞ্চি মোটা ময়দার রুটি আর ছাগলের ঝলসানো পা পরিবেশিত হলো। রুটিকে বিন্দুমাত্র পাত্তা না দিয়ে পায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল আতাসী। সেই ফাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'লেফটেন্যান্টের দেখা পেলে, ওস্তাদ?'

'হ্যাঁ, পেয়েছি বলতে পারো।' সব খুলে বলল আতাসীকে রানা। আতাসী উত্তরে বলল, 'দারুণ আশ্চর্য ঠেকছে, ওস্তাদ। ইরানিয়ানরা রক্তপিপাসু নয় বলেই জানতাম। ইয়াজদী খুন করল কেন লোকটাকে! কয়েক সপ্তাহের জন্যে দূরবর্তী বর্ডারে পাঠিয়ে দিলেই তো পারত।'

রানা খানিক পর কথা বলল, 'আমার এখানে আসার দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের কথা জানো তুমি। বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে কি জানো তুমি? মানে শাহ কি ক্ষমতায় দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত?' রানা কথা শেষ করে তাকিয়ে রইল। আতাসী ফেটে পড়ল হো হো হাসিতে, 'বহুবার থেকেছি ইরানে আমি বেশ কিছু দিন ধরে। প্রত্যেক মাসে গুজব শুনি রেভুলূশন ঘটতে যাচ্ছে এবার। কিন্তু, কই? অবশ্য বেশ কিছুদিন থেকে কানাঘুষা শুনছি ইয়াজদী উৎখাত করার প্ল্যান করছে শাহকে। ইয়াজদীর দলে লোক আছে একথা অস্বীকার করার যো নেই!'

'শাহ-এর ব্যাপারটা কি?'

'মরিয়া মানুষ। বহুবার তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টা করা হয়েছে। কেয়ার করেন না তিনি। একবার তো তাঁকে লক্ষ্য করে রিভলভারই খালি করে ফেলেছিল একজন। কিন্তু শাহ আজ অবধি অমর।'

'জেনারেল ইয়াজদীকে বিশ্বাস করেন শাহ?' রানার প্রশ্নের উত্তর দিল আতাসী মাংস চিবিয়ে নিয়ে। বলল, 'সাপকে কেউ বিশ্বাস করে? লোকে বলে শাহ ইয়াজদীকে কোন পার্টিতে নিমন্ত্রণ করেন না, ''অ্যাক্সিডেন্টের'' ভয়ে। কিন্তু, ওস্তাদ! তুমি কি বলতে চাইছ শাহকে ইয়াজদী হত্যার চেষ্টা করবে? ইমপসিবল! তোমার বন্ধু ভ্যান জুডের প্ল্যান হলে সম্ভব বলে মেনে নিতে রাজি আছি। ইয়াজদী ভ্যান জুডের পরামর্শ ছাড়া নিঃশ্বাস পর্যন্ত ত্যাগ করে না। তাছাড়া ওদের আর্মস দরকার এ কাজ করতে হলে; এবং এই মুহূর্তে প্রয়োজনীয় অস্ত্র ওদের কাছে নেই। আমি জানি।'

রানা শুনছিল। আতাসী বলল, 'তোমার বন্ধু ডাবলক্রস করছে তোমাকে? ভ্যান জুড?'

প্রশ্নবোধক চোখে তাকিয়ে রইল রানা। আতাসী বলল, 'আমি বলতে চাইছি জেনারেল জুড তোমার পিছুনে ইয়াজদীকে সাহায্য করছে না তো?' আতাসীর কথা শুনে রানা একমুহূর্ত চিন্তা করল। তারপর বলল, 'ভ্যান জুডের স্বার্থ কি এতে?'

'টাকা নয় অবশ্যই। এই বছরের শুরু থেকে শাহ রাশিয়ানদের সাথে ভাল সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করছেন। নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। ভ্যান জুড-এর পক্ষে চিন্তা করা সম্ভব বিকল্প উপায়ের কথা। তার নীতি এবং চিন্তাধারা অনুসরণ করে যে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে পারবে তাকে সিংহাসনে বসাতে সাহায্য করতে উৎসাহিত হবে ভ্যান জুড।'

রানা নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করল। গাড়িতে চড়ার সময় ও বলল, 'লক্ষ করেছ

কিছু, আতাসী?'

'করেছি। অনুসরণ করা হচ্ছে আমাদেরকে। হিলটন থেকেই। ও কিছু না। সিরিয়াস কিছু করার চেষ্টা ওরা করবে বলে মনে হয় না।'

হিলটনে নামিয়ে দিল আত্তাসী রানাকে। সুইমিংপুলে এল রানা সিধে। পি. আই. এ. দেশীয় ফুল দু-একটা এনেছে কিনা দেখার ইচ্ছা ওর।

লোকটা গালে হাত দিয়ে বোধহয় কাঁদছিল মনে মনে বউয়ের কথা স্মরণ করে। অন্তত দেখে তাই মনে হলো রানার। মামুথ ভুনের লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াবার একটা বিচ্ছিরি রোগ আছে। রানাকে দেখতে পেয়েই ছাগলের বাচ্চার মত লাফ মেরে মুখোমুখি এসে দাঁড়াল লোকটা। রানা ব্যাপারটা বুঝতে পারার আগেই ওর কানে দমকা বাতাসের মত নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে ফিসফিস করে কথা বলতে শুরু করে দিল মামুথ ভুন, 'গড, মাই গড, কোথায় ছিলেন সাহেব আপনি! পাঁচ রিয়েল খরচ করে ফেলেছি আপনার রুমে কল করে।'

রানা এক পা পিছিয়ে এল দমকা বাতাস থেকে কান বাঁচাবার জন্যে, 'সত্যি?'

'কিন্তু এখানে না।' চোখ পাকিয়ে এদিক ওদিক তাকাল মামুথ ভুন, 'এখানে বলা যাবে না। আপনাকে যেতে হবে আমার রুমে।' খপ্ করে হাতটা ধরে ফেলে হঠাৎ মামুথ ভুন করুণ হয়ে উঠল, 'প্লীজ, হেলপ মি।'

রানা হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'কিন্তু আপনি ঠিক কি...'

'চু-উ-উ-প! শুনে ফেলবে কেউ।' নার্ভাস কণ্ঠে বলেই ঠোঁটে আঙুল দিল মামুথ ভুন।

নিষ্কৃতি নেই বুঝতে পারল রানা। বলল, 'চলুন।'

মামুথ ভুন রুমে রানাকে বসতে অনুরোধ করে ড্রিঙ্ক অফার করল। দু'জনা বসল আর্মচেয়ারে মুখোমুখি। মামুথ ভুন ভূমিকা ছাড়া আলাপ করতে শেখেনি, 'আগেই বলে রাখি, আপনার সম্পর্কে আমার কি অগাধ বিশ্বাস জন্মেছে।' রানা বাধা দিতে মামুথ ভুন বলল, 'না না, ফর গডস্ সেক, বাড়িয়ে বলছি না। আপনি দেশকে আমার তুলনায় জানেন হাজার গুণ বেশি। আপনি এসেছেন ব্যবসায়ী হিসেবে। যোগাযোগের মাধ্যম আছে আপনার।'

রানা অনুমান করল মামুথ ভুন সঙ্গত কোন কথা বলার জন্যে ওকে ডেকে আনেনি। এমন কিছু বলতে চায় ও যা কিনা সরল নয়। জিজ্ঞেস করল ও, 'কি করতে হবে আমাকে?'

'স্মরণ আছে আমার সমস্যাগুলো বলেছিলাম আপনাকে? আজ সকালে সেই বিজনেসম্যানের সাথে দেখা করেছি আমি। বিস্মিত করে দিয়েছে সে আমাকে। খুব ভাল দাম দিয়েছে সে আমার গমের। এমন কি অ্যাডভান্সও করেছে সামান্য।' মামুথ ভুন ঢোক গিলে বলে চলল, 'কিন্তু এবারকার সমস্যাটা অদ্ভুত। পেমেন্টটা, মানে, ঠিক লিগ্যাল নয়। সে আমাকে ফরেন কারেন্সি দিচ্ছে। এখন ফরেন কারেন্সি সঙ্গে নিয়ে যাব কেমন করে এদেশ থেকে। ধরা পড়লে নির্ঘাত ঘানি টানতে হবে জেলে। আমার সুন্দরী বউ আছে বাড়িতে।'

'কি কারেন্সি?' আলাপ চালু রাখার জন্যে বলল রানা।

'ডলার।'

অকস্মাৎ অন্যমনস্কতা দূর হয়ে গেল রানার। ডলার! সহজে তো কেউ ডলার ছাড়তে চায় না। তার মানে মনোপলি মানি নিশ্চয়ই। মামুথ ভুন রানার মুখভাবের পরিবর্তনে আগ্রহী হয়ে উঠল, 'আপনি ইন্টারেস্টেড? ব্যবস্থা করে দিতে পারেন বিয়েলে বদলাবদলি করতে? নোটগুলো দেখুন না কেন, নকল-টকল নয়—দেখলেই বুঝতে পারবেন।'

বিছানার তলা থেকে চ্যাপ্টা একটা ব্যাগ বের করল মামুথ ভুন। খবরের কাগজে মুড়ে রেখেছিল নোটগুলো সে। নোটগুলো হান্ড্রেড ডলার বিল থেকে আলাদা করা।

পরীক্ষা করার দরকারই হলো না রানার। এ নোটগুলো নকল হতে পারে না স্মরণশক্তির সাহায্যে নাম্বারগুলো চিনতে কোন অসুবিধে হলো না রানার। সন্দেহ করার মত কিছু পেল না ও। নোটগুলো ওর ব্রীফকেসের এক কোটি ডলারের ক্ষুদ্র অংশ মাত্র।

পাঁচ

সত্যি সত্যি টাকার ট-ও দেখতে পাবে বলে আশা করেনি রানা। এত তাড়াতাড়ি তো ভাবতেই পারেনি। কিন্তু এ টাকার উপর ওর অধিকার নেই এখন। মামুথ ভুনকে কি বলা যায়—আমার টাকা আমাকে ফিরিয়ে দাও।

'নোটগুলো জাল নয়। কিন্তু একটা কথা। বলেছিলেন আধ-পচা গম, প্রায় বাতিল হয়ে গেছে। ভাল দাম আপনি কেন পাচ্ছেন?'

দাঁত বের করে হাসল মামুথ ভুন, 'ইরানিয়ানদের পটানো বেলজিয়ানদের চেয়ে হাজার গুণ সহজ কাজ। পচা ডিম যেমন কাজে লাগে, তেমনি হয়তো পচা গমও কেক বানাতে কাজে লাগবে। কিন্তু এসব কথা কেন? আমার সমস্যার কি হবে?' উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল মামুথ ভুন।

রানা বলল, 'আমি অবশ্যই ব্যবস্থা করতে পারি। কিন্তু কয়েকটা পয়েন্ট পরিষ্কার দেখতে চাই—আমার সন্তুষ্টির জন্যে। যেমন নোটগুলো কোথা থেকে এসেছে। আমি বাজারের ব্যবসায়ী লোকটার সাথে দেখা করতে চাই।' মামুথ ভুন সন্দেহের চোখে তাকাচ্ছে বুঝতে পারল রানা। 'আপনি তার সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিতে পারেন সম্ভাব্য কাস্টমার হিসেবে?'

'ইউ! কাস্টমার? একজন কালারড আমেরিকান?'

'নয় কেন? মনে করুন পাবলিক ওয়র্কস ক্যাম্পের ম্যানেজার আমি। লোককে খেতে দিতে হয় না আমাকে?'

ইতস্তত ভাব দূর করতে সময় লাগল মামুথ ভুনের অবশেষে বলল, 'অলরাইট। এখনি যাব আমরা বাজারে। কাপড় বদলে নিচে আসছি আমি।' চেয়ার ছাড়ল মামুথ ভুন। রানা নিচে নেমে এসে স্যুটটা বদলাল। তারপর ফোন করল আতাসীকে। লাইন এনগেজড দেখে নিচে নেমে এল রানা। মামুথ ভুনের ভাড়া করা মার্সিডিজ করে রওনা হলো ওরা বাজারের দিকে।

বাজার বলতে অসংখ্য গলি উপগলি। হাজার হাজার দোকান পাট। যেখানে প্রশস্ত জায়গা একটু সেখানেই রঙিন শামিয়ানা টাঙানো। নিচে চাল, ভুট্টা, গম, জব, খেজুরের পাহাড়। সবাই একযোগে দর হেঁকে চলছে জিনিসপত্রের। ঘিঞ্জি এলাকা। সূর্যের আলো ঢোকে না সম্ভবত। আঙুল বাড়িয়ে নির্দেশ করল মামুথ ভুন, 'ওই যে দোকানটা।' রানার আগে আগে এগিয়ে চলল সে। দর্শনীয় কিছু নয় দোকানটা। আরগুলোর মতই এটা। কাঠের শাটার। গমের স্তূপ সামনে। কোর্তা পরা মাথা কামানো প্রৌঢ় একজন লোক দোকানের পিছনে আবছা অন্ধকারে হুঁকো টানছে। ভিতরে ঢুকল ওরা। মাথা কামানো কিশোর কয়েকজন ভিড় জমাল বাইরে। তেল চকচকে বেঞ্চিতে বসতে বলল দোকানদার। মামুথ ভুন বলল, 'এই ভদ্রলোক আমার বাকি গমের খরিদ্দার—মাসুদ রানা।'

পার্শী আর ইংরেজীর মিশ্রচার করে প্রৌঢ় বলল, 'উহুঁ—না। আমার কাস্টমার এখন ঠিক করেছে যে সব গম সে একাই কিনবে। মি. মাসুদ রানা যদি লার্জ অ্যামাউন্টের গম দরকার মনে করেন তাহলে অন্য কোথাও থেকে কেনার ব্যবস্থা করে দিতে পারব আমি। এ সপ্তায় আজরবাইজান থেকে চালান আসবে বলে আশা করছি। না সাহেব, রিয়েলে পেমেন্ট করলেই হবে। পার টন হান্ড্রেড টোমান। দেখাচ্ছি আপনাকে।' উঠে গিয়ে এক মুঠো গম নিয়ে ফিরে এল প্রৌঢ়, 'ইউ টেস্ট, স্যার।'

কিন্তু মাথা নেড়ে অসম্মতি জানাল রানা। বলল, 'এ গম চলবে না আমার। আমি তোমার অন্য কাস্টমারের চেয়ে বেশি দাম দিতে রাজি আছি। মামুথ ভুনের গম আমার চাই।'

প্রৌঢ়কে উদ্বিগ্ন দেখাল, 'ইমপসিবল, স্যার। কথা দিয়ে ফেলেছি আমি। মুসলমানের এক কথা। তাছাড়া আমার কাস্টমার বড় গুরুত্বপূর্ণ মানুষ একজন। তিনি খেপলে আমার রক্ষা নেই।' রানাকে আর কিছু না বলে মামুথ ভুনের দিকে ফিরল প্রৌঢ়, 'বুঝলেন তো, আগামীকাল সব টাকা আপনি পাচ্ছেন।'

রানা সাথে সাথে বলে উঠল, 'কিন্তু আমি যদি গম কিনি তাতে ক্ষতি কি? তোমার কাস্টমারকে আবার বেচব আমি। তাতে সবাই কিছু লাভের পয়সা পাবে। তাছাড়া তুমি তোমার কমিশন পাবে দ্বিগুণ...।' রানার কথা শেষ হবার আগেই প্রৌঢ় উঠে দাঁড়াল। নিচু অথচ কঠিন গলায় বলল, 'গমগুলো ভাল নয়। আপনাকে ভাল গম পাইয়ে দেব বলছি আমি।'

'তাহলে তোমার কাস্টমারের এত গরজ কেন কেনার?'

কিন্তু প্রৌঢ় দোকানদার অবোধ্য স্বরে কি বলল, বোঝা গেল না। রানা শুধু বুঝতে পারল লোকটা অসম্ভব ভয় পেয়েছে। দাড়ি কাঁপছে। এমন ঘন ঘন উসখুস করছে যেন বেঞ্চির তলায় আগুন ধরে গেছে। রানা দ্রুত চিন্তা করছে। চুরি করা মূল্যবান ডলার দিয়ে পচা গম কেনার রহস্যটা কোথায়? জেনারেল ইয়াজদী এ গম কিনতে কেন এত আগ্রহী? উঠে দাঁড়াল রানা। বলল, 'খুব খারাপ কথা। যাক, অন্য সময় হয়তো ব্যবসা হবে আমাদের মধ্যে।' দোকান থেকে বেরুবার মুখে মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়াল রানা। তারপর হাঁটতে শুরু করল মামুথ ভুনের সাথে। পনেরো বিশ গজ গিয়ে আবার ফিরে এল ও দোকানের সামনে। বেরিয়ে যাবার

সময় দু'জন ইউরোপীয়ানকে দোকানটার দিকে এগোতে দেখে থমকে গিয়েছিল রানা। ইউরোপীয়ান দু'জন দোকানেই ঢুকেছে।

চুপিসারে প্রৌঢ় দোকানদার আর ইউরোপীয়ান দু'জনার কথাবার্তা শুনল বাইরে থেকে রানা। দোকানদার ফিরিয়ে দিচ্ছে ওদেরকে। মামুথ ভুনের কাছে ফিরে এসে রানা বলল, 'আরও দু'জন ইউরোপীয়ানও আপনার গম সম্পর্কে আগ্রহী। চেনেন ওদেরকে?'

'না।'

'আমরা অনুসরণ করব গাড়ি করে।'

ইউরোপীয়ান দু'জন একটু পর দোকান থেকে বেরিয়ে দ্রুত পায়ে হাঁটা ধরল। বাজারের বাইরে এসে কালো রঙের একটা গাড়িতে চড়ল ওরা। মার্সিডিজ করে অনুসরণ করল রানা গাড়িটাকে। মাইল চারেক যাবার পর কালো গাড়িটা একটা বাড়ির গেটের ভিতর ঢুকল। গাড়ি থামিয়ে রানা বোর্ডের লেখাটা দেখল, 'এমব্যাসী অভ দ্য ইউনিয়ন অভ সোভিয়েট সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকস্।'

ছানাবড়া হয়ে উঠল মামুথ ভুনের মেয়েলী ধাঁচের চোখ দুটো, 'মিস্টার রানা, ফর গডস সেক, আমার মাথা ঘুরছে।'

'আমার মাথা ঘুরছে না। মাথার ভিতর বন্ বন্ করে গম ঘুরছে। আপনার ডলারের বিনিময়ে যে-কোন কারেন্সি দেব আপনাকে।' রানা বলল, 'কিন্তু তার আগে গমগুলো দেখার ইচ্ছা আমার। আপনি আমাকে খুররমশিয়ারে নিয়ে যাচ্ছেন। এটা শর্ত আমার। হোটেলে গিয়ে মন স্থির করে ভাবুন আপনি।' রানার আশঙ্কা হচ্ছিল রাজি হবে না মামুথ ভুন। পচা গম দেখাবার কোন শখ ওর না থাকারই কথা। কিন্তু ডলারের সমস্যা সমাধান কল্পে খানিক চিন্তা করে মামুথ ভুন বলে উঠল, 'ও.কে.ইউ উইল। খুররমশিয়ারে যাব আপনার সাথে। আমার সমস্যা সমাধান করে দিতে হবে আপনাকে কিন্তু।'

'একশোবার দেব।' হিলটনে গাড়ি থেকে নেমে নিজের রুমে না গিয়ে বারে বসল রানা। মাথা ধরার অজুহাতে রুমে ফিরতে চাইল মামুথ ভুন। রানা অদূরের টেবিলে তিনটি যুবতীর একটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'আগামী সকালে রওনা হচ্ছি আমরা। ফিরে এসে আপনার টাকার ব্যবস্থা পাকা দেখতে পাবেন আপনি। সঙ্গে আমার এক বন্ধু যাবে। দেশটাকে চেনে সে। কাজে লাগবে।' কথা শেষ করল যুবতীটির দিকে তাকিয়ে রানা। মামুথ ভুন বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেল বার থেকে। ভদকার অর্ডার দিল রানা। ব্যাপার কি? যুবতীটি বারবার ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে কেন?

রানার তাকাবার কারণই তাই। তিন বান্ধবী বোধহয় ওরা। বারে ঢোকার পরপরই রানার দিকে চোখ ফেলে হেসেছে দক্ষিণ দিকের মেয়েটি। তিনজনই ইরানী।

কালো চোখ মেয়েটির। রানাকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতে দেখে আরও সোজা হয়ে বসল সে। সালোয়ার কামিজ পরনে। মালকার চেয়ে বয়স কম। কিন্তু দুস্তর ব্যবধান দু'জনার মধ্যে। সরলতা এ মেয়েটির প্রধান আকর্ষণ। ভরা যৌবন টলমল করছে। কিন্তু কোথাও উগ্রতার নামগন্ধ নেই। দ্বিতীয় ভদকার গ্লাস নিয়ে বুকস্টলে

গিয়ে দাঁড়াল রানা। আধমিনিট পরই পাশে এসে দাঁড়াল মেয়েটি। প্রায় ফিসফিস, আধো আধো স্বরে বলল, 'আপনি উর্দু বলতে পারেন?'

ঢাকার একটা দৈনিক পত্রিকা হাতে নিয়েছিল রানা। সেটা রেখে দিয়ে ফিরে তাকাল ও। সঙ্কোচ আর লজ্জা লুটোপুটি খাচ্ছে সাদা-লালচে গালে। রানা বলল, 'পারি। তবে আমার মাতৃভাষা বাঙলা মাসুদ রানা, বিদেশী অ্যাট ইওর সারভিস।'

'বিদেশী, তাই না? আপনাকে দেখেই ধরতে পেরেছি আমি। জানেন, বিদেশে ছিলাম আমি একবছর। ক'মাস হলো ফিরেছি। বোটানী পড়তে গিয়েছিলাম, ভাল লাগল না। আপনি কিছু মনে করছেন না তো যেচে পড়ে···'

'সত্যি কথা বলছি, তোমার সরলতায় মুগ্ধ হচ্ছি আমি। এসো, কিছু ঠাণ্ডা পান করা যাক।' রানা প্রস্তাব দিল। মেয়েটি বলল, 'আমার নাম ডেইজী ইরানী। না, আজ না। এখানে একা নই আমি।'

'আচ্ছা, তাহলে আগামীকাল।'

'আগামীকাল দিনে আমার কাজ আছে একটা···'

পরিচয় করে যেন বিপদে পড়ে গেছে ইরানী। ইতস্তত করে এদিক ওদিক তাকাল ও। আশ্চর্য লাগল রানার ইরানী হঠাৎ ওকে এড়িয়ে যেতে চাইছে দেখে। কিন্তু ছাড়ল না ও, 'ঠিক আছে। তোমার কাজ শেষ হলে না হয় দেখা হবে আমাদের।'

ডেইজী ইরানী হাসল, 'বেশ, তাই-ই। ফোন করবেন কালকে। আমার অফিসের নাম্বার 34-527. কাজের শেষে দেখা করার চেষ্টা করব আমি।' দ্রুত ফিরে গেল ডেইজী ইরানী বান্ধবীদের কাছে। একটু পর নিজের টেবিলে ফিরে এল রানা। ডেইজী বান্ধবীদেরকে নিয়ে উঠে পড়ল ক'মিনিট পর। প্রায় হতবাক হয়ে রইল রানা। যাবার সময় ফিরেও তাকাল না ডেইজী।..

চেক সই করে বার থেকে বের হলো রানা প্রায় ঘণ্টাখানেক পর। ট্যাক্সি নিল ও, ড্রাইভারকে বলল, 'বাজার।' রানা ব্যক্তিগতভাবে আলাপ করে দেখতে চায় বাজারের দোকানদারটির সাথে।

ভাগ্য ভাল। সময় মত পৌছুল রানা। প্রৌঢ় দোকানদার দোকান বন্ধ করে তালা টেনে টেনে পরীক্ষা করছিল শেষবারের মত। খানিক পরই প্রৌঢ় হাঁটতে শুরু করল। বেশ খানিক দূরত্ব রেখে অনুসরণ করে চলল রানা লোকটাকে। কোন্ দিকে চলছে সে সম্বন্ধে কোন ধারণা করতে পারছিল না রানা। গলির পর গলি ধরে চলছে লোকটা। কোথাও পেট্রল ল্যাম্প আছে, কোথাও নেই। লোকজনও বেশি নেই রাস্তায়। খানিক পর প্রৌঢ় দোকানদারকে ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেল না রানা। লোকটা মন্থর গতিতে হেঁটেই চলেছে রানা অনুসরণ করে চলেছে সন্দেহের বাইরের দূরত্ব রেখে। হঠাৎ কান খাড়া করল রানা। কিন্তু পিছন ফিরে তাকাল না ও। দু'জোড়া পায়ের দ্রুত শব্দ পিছনে।

প্রায় সাঁ করে পালিয়ে গেল লোক দু'জন রানার গা ঘেঁষে। দুটো বোতল দেখল দু'জনার হাতে। রানার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বেপরোয়া গতিতে গলির মাঝখান দিয়ে চলেছে ওরা। প্রৌঢ় দোকানদারের পিছনে পৌছেই ওরা দাঁড়িয়ে পড়ল। দোকানী ঘুরে তাকিয়েছে।

রানা কিছু করার আগেই দু'জনার একজন দোকানদারকে দেয়ালের উপর ঠেলে নিয়ে গিয়ে চেপে ধরল। দ্বিতীয় জন প্রায় সাথে সাথে লম্বা বোতল দিয়ে দমাদম মারতে আরম্ভ করল প্রৌঢ় লোকটার কামানো মাথায়। হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল সে। একজন তার পা ধরে টান মারল জোরে উপর পানে। মট করে আওয়াজ হলো একটা। হাড় ভাঙল একটা। তখনও মেরে চলেছে প্রথম জন।

ব্যাপারটা ঘটল চোখের পলকে। পকেট থেকে ল্যুগারটা বের করে ছুটল রানা। দূর থেকেই রানা দেখল দু'জনই একসাথে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। দশ ফিটের মত দূরত্বে পৌঁছুতে একটা বোতল উড়ে এল। দেয়ালের গায়ে সেঁটে গেল রানা। বোতলটা লাগল দেয়ালেই। প্লাস্টার খসে চোখে পড়ল রানার। চোখ মেলবার আগেই চোয়ালে ঘুসি খেল ও।

ল্যুগারটা দিয়ে বিদ্যুৎবেগে ঘা মারল রানা। খটাস করে শব্দ উঠল। মাথায় লেগেছে শত্রুর। চোখ মেলেই আবার বন্ধ করে ফেলল রানা। চেয়ে থাকতে পারছে না। কড় কড় করছে চোখ। পিস্তলটা কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করছে একজন। পলকের জন্যে চোখ মেলেই ফাঁকা ফায়ার করল রানা। হাত ছেড়ে দিয়েছে ভয়ে। পালাচ্ছে গুণ্ডা দু'জন।

রুমাল দিয়ে চোখ কচলে নিয়ে দৌড়ুল রানা দু'জনার পিছন পিছন। কিন্তু বেশি দূর গেল না ও। মাঝখানের দূরত্ব অনেক বেশি। ধরা সম্ভব নয়

গুলির শব্দেও কেউ ছুটে আসেনি। দোকানদারের কাছে ফিরে এসে এদিক ওদিক তাকাল রানা। অন্ধকার। কাউকে দেখা গেল না কোথাও দোকানদারের উপর ঝুঁকে পড়ল রানা। বেঁচে নেই। দ্রুত পকেট আর কোমর সার্চ করে যা পেল পকেটস্থ করল রানা। তারপর সরু একটা গলিতে ঢুকে হন হন করে হাঁটতে শুরু করল। বিন্দু মাত্র ধারণা নেই কোথায় আছে ও, আর কোন্‌দিকে যাচ্ছে। প্রায় আধ ঘণ্টার মত একটানা হাঁটার পর আলোকিত একটা রাস্তা পেল রানা। একটা খালি ট্যাক্সি দাঁড় করাল হাত নেড়ে। শাহ রেজা আর ফেরদৌসির মোড়ে পৌঁছুল ট্যাক্সি মিনিট বারোর মধ্যে। ওখান থেকে অন্য একটা ট্যাক্সি নিয়ে হিলটনে ফিরল রানা।

রুমের বিছানায় দোকানদারের সবগুলো জিনিস পকেট থেকে বের করে রাখল রানা। চোখে পানির ছিটে দিয়ে বালি পরিষ্কার করে ফিরে এল বিছানার ধারে আবার। ছাপা ক্যাশমেমো আর হাতে লেখা নোট। হিজিবিজি করে পার্শীতে লেখা। পড়তে পারল না রানা। ওগুলো ছাড়া দাড়িঅলা একজন ইমামের ছবি আর সামান্য কিছু ইরানী নোট। প্রায় ধবধবে সাদা একটা রাইটিং পেপারও দেখা গেল। চার ভাঁজ করা।

ভাঁজ খুলে ভুরু কোঁচকাল রানা। ইংরেজী লেটার আর নাম্বার লেখা। সঙ্গে পার্শীতে নোট। ওয়ান থেকে টেন অবধি সব নাম্বারই আছে। অদ্ভুত ভাবে সাজানো লাইনগুলো। প্রতিটি লাইনের পাশে নোট লেখা। কিছুই বোধগম্য হলো না রানার। হোটেলের নোট পেপারে প্রথম লাইনটা কপি করল ও।

1—12M. G42.6. B. Z. 20,000 CA. 30.

অর্থ উদ্ধার করা সম্ভব মনে হলো রানার। হয়তো কোড।

কোডেড শীট আর টাকাগুলো পকেটে ভরে রাখল রানা। তারপর শাওয়ার

নিল, পোশাক বদলাল। ডিনারের জন্যে নামল রানা। লবিতে এসে ফোন করল আতাসীকে।

খুররমশিয়ারে যাবার কথা শুনে আতাসী জানাল, 'ওখানে কেন? বিধ্বস্ত গ্রাম আর মরুভূমি ছাড়া আর কিছু নেই ওখানে। রেগুলার এয়ার সারভিস নেই, ট্রেন নেই—বারো ঘন্টা ড্রাইভ করতে হবে।'

'হ্যাঁ, সবাই ও কথা জানে। রহস্য ভেদ হতে পারে আশা করে যাচ্ছি। সঙ্গে সেই বেলজিয়ান থাকবে। কাল সকাল ছটায় তুমি আসবে।'

'বহুত আচ্ছা, ওস্তাদ,' আতাসী অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পেয়েছে রানার কথায়।

রানার রোগ নির্ণয় নির্ভুল প্রমাণিত হলো আর একবার। লোকটার লাফ মেরে উঠে দাঁড়াবার অসুখ আছে একটা। ডাইনিং হলে রানাকে দেখতে পেয়েই মামুথ ভুন তড়াক করে লাফ মারল চেয়ার থেকে। বলল, 'কিছু ব্যবস্থা হলো আমার?'

চেয়ারে বসে রানা ঘোষণা করল, 'যেমন বলেছি হবে। খুররমশিয়ার থেকে ফিরে সব ব্যবস্থা পাকা দেখবেন। সকাল ছটায় রওনা হচ্ছি আমরা।' রানার কথা শুনে একটু যেন ম্লান হলো বেলজিয়ান। বলল, 'আমাকে তাহলে যেতেই হচ্ছে সঙ্গে?'

'হচ্ছে।' রানা বলল, 'বাই দ্য ওয়ে, কিভাবে স্টোর করা আছে গম?'

'রেলওয়ে ওয়াগনে। সে-জন্যেই তো ভয় আমার। এই প্রচণ্ড গরমে খইয়ের মত ফোটার কথা?'

'বেচা যখন হয়ে গেছে তখন আপনার আর ভয়ের কি থাকছে?'

'কেনার কথা দিয়েছে মাত্র ওরা,' মামুথ ভুন নিঃসন্দেহ হতে পারছে না, 'সব টাকা মিটিয়ে দিক আগে।'

'ওয়াগন কটা?'

'টেন।'

ক্ষুদ্র এক বিন্দু আলো ব্রেনের ভিতর জ্বলে উঠছে। দশটা ওয়াগন, এবং দশ লাইন কোড ধবধবে সাদা একটা রাইটিং পেপারে। মামুথ ভুনকে দোকানদারের কথাটা বলবে কিনা ভাবতে গিয়ে পিছিয়ে গেল রানা। ভীতুর ডিম এ লোক। খুনোখুনির কথা জানতে পারলে কি করে বসে কে জানে। হয়তো ইরান ত্যাগ করে সোজা বউ-এর কাছে গিয়ে নিরাপদ ঠাঁই খুঁজবে রাতারাতি। রানা জানতে চাইল, 'গমের মালিকানা প্রমাণ করার মত কাগজপত্র আছে?'

'সার্টেনলি।'

'গুড। ঘুমুতে যাওয়া উচিত এবার। কাল সময়টা কাটবে ধকলের মধ্যে।'

দু'জন একসাথে এলিভেটরে চড়ল। নিজের ফ্লোরে নামল রানা। বিছানায় ওঠার আগে ল্যুগারটা পরিষ্কার করে লোড করল ও। দুটো স্পেয়ার ক্লিপ পূরণ করল বুলেট দিয়ে।

ছয়

ব্যাক সীটে দরদর করে ঘামছে রানা। অসম্ভব বেগে বড় মার্সিডিজটাকে ছুটিয়ে নিয়ে

চলেছে আতাসী। একশোর ঘর ছুঁই ছুঁই করছে কাঁটা। অসম্ভব গরম। মামুথ ভুনের গলা পানীয় জলের দাবিতে বিক্ষোভ প্রকাশ করল, 'হাউ অ্যাবাউট এ ড্রিঙ্ক?' রানার দিকে ফিরে বলল ও। আতাসী নিঃশব্দে গতি কমাতে শুরু করল গাড়ির। পরবর্তী গ্রামে দাঁড়াল মার্সিডিজ। স্টেশনারীর লাগোয়া কাবাবের দোকান। কাবাবের দোকানে বসল ওরা। বিদেশীদের জন্যে স্টেশনারী দোকানে পানীয় রাখার চল আছে এদিকে। কাবাব প্রত্যাখ্যান করে বিয়ার পান করল ওরা।

এখানে মরুভূমি। ইরানের হার্টল্যান্ড। টেলিফোন নেই। টেলিগ্রাফের প্রশ্ন ওঠে না। রেলওয়ে লাইনও চোখে পড়বে না। বর্ষাকালে রাস্তা ডুবে যায় তিন হাত পানির তলায়।

আবার যাত্রা আরম্ভ। বৈচিত্র্যহীন ধু ধু মরুভূমির মাঝখানে হাইওয়ের দু'পাশে শূন্যতা। দূরবর্তী মরুদ্যানেও লোকজন দেখতে পেল না রানা বিনকিউলার দিয়ে। সামনের রাস্তায় বহু দূরে একটা কালো পতাকা দেখা যাচ্ছে। বিনকিউলার দিয়েও পতাকা বলেই মনে হলো সেটাকে। খালি চোখে মনে হলো অনড় দাঁড়িয়ে আছে। বিনকিউলারে মৃদু কম্পন বোঝা গেল। ক্রমশ নিকটবর্তী হতে পতাকাটা রূপান্তরিত হলো একটা মানুষে।

লোকটার পাশে গাড়ি থামিয়ে পার্শীতে কথা বলল আতাসী। আতাসীর কথায় পাগলের মত হেসে উঠল দু'হাত নেড়ে সমর্থ ইরানী লোকটা। গাড়ি ছেড়ে দিয়ে আতাসী বলল, 'লোকটা মেসেঞ্জার। তিনদিন ধরে হাঁটছে ও। সামনে এখনও অনেক পথ। মরুভূমিতে ইরানিয়ান প্রসপেকটরস্ হারিয়ে যাবার খবর নিয়ে যাচ্ছে।'

মামুথ ভুন মন্তব্য করল, 'এত সময় লাগছে একটা খবর পৌঁছুতে!'

উর্দুতে প্রৌঢ় দোকানদার আর ডলারের কথা বলল আতাসীকে রানা। আতাসী বলল, 'ইরানীরা রক্ত পিপাসু নয়, মেজর। এ ব্যাপারটা যে ভয়ঙ্কর সিরিয়াস তা বোঝা কঠিন নয়। একটা কথা, টেলিফোন কাজ না করলেও, ওদের ফোন ঠিকই কাজ করবে। ওরা হয়তো আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে খবর পেয়ে।'

রানা ব্যাক সীটে লম্বা হলো যতদূর সম্ভব। খেয়ে নিয়ে রওনা হয়েছে সকাল ছটায় ও। বারোটার পর থেকে উন্মাদের মত গাড়ি চালিয়েছে আতাসী। খুররমশিয়ার আর ঘণ্টাখানেকের রাস্তা। সূর্য ঢলতে শুরু করেছে। প্রচণ্ড উত্তাপ, তবে অপেক্ষাকৃত কম এখন। ল্যুগারটা বিঁধছে উরুতে। বের করে সীটের নিচে চালান করে দিল রানা। রওনা হবার আগে আতাসী গ্লোভবক্সে রাখা একটা Smith অ্যান্ড Wesson দেখিয়েছে রানাকে।

শহরের উপকণ্ঠে এল মার্সিডিজ। অরিজিন্যাল রঙটার কোন চিহ্ন নেই গাড়ির বাইরে। ধুলোয় হলুদ হয়ে গেছে। বাইসাইকেল, ঘোড়াটানা গাড়ি আর ট্যাক্সির মধ্যে দিয়ে শম্বুক গতিতে এগোল মার্সিডিজ। আতাসী বলল, 'সামনেই হোটেলটা। হোটেল ভ্যানাক। এয়ারকন্ডিশন একমাত্র এটিতেই আছে।'

রেলওয়ে স্টেশনের মত দেখতে হোটেল ভ্যানাক। ঠাণ্ডা পেট্রলের গন্ধ রুমগুলোয়, ঝাঁজ তেমন উৎকট নয় বলে খারাপ লাগল না তেমন রানার। দরজা বন্ধ করে কার্পেটের নিচে ল্যুগারটা রাখল ও। তারপর চিৎ হলো বিছানায়।

সাইরেনের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল রানার। সূর্য উপরে উঠে এসেছে

ইতোমধ্যে। খুররমশিয়ার ডক থেকে পেট্রল ট্যাঙ্কার রওনা দিচ্ছে সাইরেন বাজিয়ে।

পোশাক পরে নিচে এল রানা। আতাসী আর মামুথ ভুন ব্রেকফাস্ট সেরে নিয়েছে। রানার ব্রেকফাস্ট শেষ হতে মামুথ ভুন বলল, 'এবার?'

'কাগজপত্র সঙ্গে আছে তো?' রানা জানতে চাইল। আছে, জানাল মামুথ ভুন মাথা কাত করে। রানা বলল, 'কোথায় রাখা আছে গম তা জানা দরকার। গম দেখতে চাই আমি। কি পাব তার ওপর নির্ভর করছে পরের ব্যাপার।'

আতাসী ম্যানেজারের সাথে কথা বলে জেনে নিল ফ্রন্টিয়ার থেকে ট্রেন এসে কোথায় ইন করে এবং সেখানে কিভাবে পৌঁছুনো যায়। রওনা হয়ে দশ মিনিটের মধ্যে জায়গা মত হাজির হলো ওরা। আতাসীর ওপর ভার দিল রানা। একটার পর একটা অফিসে ঢুঁ মেরে চলল আতাসী অক্লান্তভাবে। মামুথ ভুন দর্শক, রানাও।

কেউ বলতে পারল না গমের কথা। প্রত্যেক অফিসে একজন করে অফিশিয়াল আছে। প্রত্যেকের কাছে সিচুয়েশন ব্যাখ্যা করল আতাসী। তারপর অপেক্ষার পালা। দশ রিয়েল পিয়নের হাতে গুঁজে দেয়া। এবং সবশেষে অজ্ঞতা বাচক উত্তর নিয়ে বেরিয়ে আসা। দেড়শো রিয়েলের মত বেরিয়ে যাবার পর একজন প্রৌঢ় অফিশিয়াল একগাদা ডকুমেন্টের খাতা বের করে গবেষণা শুরু করল ওদেরকে অপেক্ষা করতে বলে। অবশেষে জানা গেল গম এখনও একটা ইয়ার্ডে ওয়াগনেই আছে। তেহরানের উদ্দেশে ডিসপ্যাচ হবার আগে ওখানেই থাকার কথা। শহরের দক্ষিণ প্রান্তে জায়গাটা। পঞ্চাশ রিয়েল পিয়নের হাতে দিয়ে বেরিয়ে এল আতাসী। সঙ্গে মামুথ ভুন আর রানা।

মরুভূমির মাঝখানে উঁচু কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা মারশলিং ইয়ার্ড। একশো বিশ ডিগ্রীর মত টেমপারেচার। মামুথ ভুন তিক্ত গলায় বলল, 'কল্পনা করুন এই গরমে কি হাল হয়েছে আমার গমের!'

প্রবেশমুখে একজন ইরানিয়ান গার্ড। রোদের প্রকোপে মেজাজ খারাপ হয়ে রয়েছে তার। কাগজপত্র ভাল করে না দেখেই বলল, 'শেষ প্রান্তে চলে যান। আর একটা গেট আছে।'

প্রকাণ্ড এলাকা নিয়ে মারশলিং ইয়ার্ড। গাড়িতে চেপে শেষ প্রান্তে এসে মিলিটারি গার্ড-পোস্টের মুখোমুখি হলো ওরা। একজন সেন্ট্রি গাড়ির দিকে এগিয়ে আসতে আসতে কাঁধ থেকে সাব-মেশিনগান নামিয়ে নিচ্ছে। আতাসী চেঁচিয়ে উঠল। তারপর নামল গাড়ি থেকে।

'আমরা মি. মামুথ ভুনের গম দেখার জন্যে এসেছি।'

কাগজপত্র বের করল আতাসী। সেন্ট্রি মাথা নাড়ল, 'ভিতরে কাউকে ঢুকতে দেয়া হয় না।' উত্তর দিল সে রানার দিকে চোখ রেখে। আতাসী বলল, 'তাহলে তোমার বসকে পাঠিয়ে দাও তাড়াতাড়ি,' টপ্ করে এক ফোঁটা ঘাম পড়ল আতাসীর নাকের ডগা থেকে। উত্তপ্ত বালিতে কোন চিহ্নই ফুটল না। সেন্ট্রি বলল, 'এ জায়গা ছেড়ে যাবার হুকুম নেই।' সাব-মেশিনগানের মুখ একটু উঁচু হলো এবার। দরদর করে ঘামছে সেন্ট্রি। মেজাজ এমনিতেই তিরিক্ষি হয়ে আছে। কি করা উচিত ভেবে পেল না আতাসী।

রানা ঠিকই বুঝল কি করা দরকার এখন। গাড়ির হর্ন টিপে ধরল হাত লম্বা

করে দিয়ে। পাঁচ সেকেন্ড পর পর ছেড়ে দিয়ে হর্ন টিপে ধরে রাখল রানা অনেকক্ষণ পর্যন্ত। তড়াক করে লাফ দিয়ে সাব-মেশিনগান উঁচিয়ে ধরেছে সেন্ট্রি। অপ্রত্যাশিত বিপদে বিমূঢ় হয়ে পড়েছে সে। গুলি করার মত সাহস নেই। আবার লেফটেন্যান্টের ঘুম ভেঙে গেলে কপালে চরম ভোগান্তি আছে।

কাজ হলো রানার কায়দায়। কাঠের বিল্ডিঙের ভিতর থেকে কেউ চিৎকার করে উঠল। ছুটন্ত পায়ের শব্দ শোনা গেল। একজন অফিসারকে মুখ চোখ লাল করে গেট দিয়ে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। রানার দিকে চোখ গরম করে তাকিয়ে থেকে খানিক পর বলল, 'এটা ঠাট্টা করার জায়গা?' আতাসীর সামনে দাঁড়াল অফিসার টাই বাঁধতে বাঁধতে। উত্তর দিল আতাসী, 'সেন্ট্রি আপনাকে ডাকতে রাজি হয়নি।' এগিয়ে গেল আতাসী। অফিসারের কাঁধে হাত রেখে বলল, 'রাগ করবেন না, এভাবে ঘুম ভাঙানোর জন্যে দুঃখিত। দিন, আমি বেঁধে দিই টাইয়ের নট।' কাজটা করে দিল আতাসী। অফিসার তীব্র চোখে তাকাল। বলল, 'সেন্ট্রির হুকুম সেন্ট্রি পালন করেছে।'

আতাসী হাসি মুখে বলল, 'তা হয়তো ঠিক। কিন্তু তেহরান থেকে আপনার ঘুম ভাঙার অপেক্ষায় মরুভূমিতে কাবাব তৈরি হবার জন্যে আমরা আসিনি।' আতাসী আঙুল বাড়িয়ে ব্যাক সীটে রানার দিকে ইঙ্গিত করল, 'আমার এমপ্লয়ার একজন ইম্পরট্যান্ট ব্যক্তি। তিনি অপেক্ষা করবেন কেন?'

'কি চান আপনার বস্?' একটু শান্ত হলো অফিসারের গলা। আতাসী জানাল, 'গমের শিপমেন্ট কিনবেন আশা করছেন আমার বস্। দেখতে চান গমের অবস্থা।'

'গম? এখানে কোন গম নেই। দিস ইজ এ মিলিটারি স্টোর।' অফিসার ঘুরে দাঁড়াল অকস্মাৎ। কিন্তু পিছু ডেকে দাঁড় করাল তাকে আতাসী, 'গম অবশ্যই এখানে আছে, অফিসার। কাগজপত্র তাই বলছে! আর আপনি বোধহয় জানেন না যে আমার বস্ জেনারেল ইয়াজদীর বিশেষ বন্ধু।' আতাসী জানত একথায় কাজ হবে। অফিসার দ্রুত ফিরে এসে ছোঁ মেরে কাগজগুলো নিল আতাসীর কাছ থেকে। খানিকক্ষণ চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলে উঠল, 'এখানে অপেক্ষা করুন।' কাগজগুলো সঙ্গে নিয়ে চলে গেল অফিসার। মামুথ ভুন গাড়ি থেকে নেমে পনেরো ফিট হেঁটেই মাথা হেট করে আবার গাড়িতে পালিয়ে এল, 'ফর গডস সেক, আমি এই গরমে মারা গেলে আপনারা দায়ী থাকবেন।'

আতাসী ঘামতে ঘামতে হাসছে, 'ঘাবড়াবেন না। খানিক পরেই ভিতরে ঢুকে বিয়ারে চুমুক দেব আমরা।'

রানা কথা বলছে না একটাও। পনেরো মিনিট পর ফিরে এল অফিসার। নিজেই ব্যারিয়ার সরিয়ে দিয়ে ইঙ্গিত করল আতাসীকে। গেট দিয়ে গাড়ি ঢুকিয়ে অল্প দূরেই একটা কাঠের গার্ডরুমের সামনে দাঁড়াল মার্সিডিজ।

ভিতরে প্রায় ঠাণ্ডাই মনে হলো। একজন সোলজার ট্রেতে করে ফুটন্ত চা নিয়ে এল। আতাসী হাসল মামুথ ভুনের দিকে চোখ টিপে। অফিসার বদলে গেছে আমূল। হাসছে সারাক্ষণ। বলল, 'ভিজিটর তো এদিকে প্রায় কখনোই আসে না। আপনারা বিদেশী, পরিচিত হয়ে খুশি হয়েছি।' অফিসার প্রশ্ন করল হঠাৎ, 'শস্যের ব্যবসা করেন বুঝি আপনি?'

আতাসী বলল, 'আমি না। মি. মামুথ ভুন করেন। পার্শী বোঝেন না বলে আমাকে সারতে হচ্ছে আলাপ।' আতাসী সিগারেট নিল অফিসারের হাত থেকে। রানা চেস্টারফিল্ড ধরিয়েছে। অফিসার রানার দিকে ফিরে জানতে চাইল, 'আর আপনি, স্যার? আপনি এই ব্যবসায় নেমেছেন বুঝি?'

সাথে সাথে উত্তর দিল আতাসী, 'মি. রানা একজন সিরিয়াস ক্রেতা। সেজন্যেই দেখার ইচ্ছা ওর। গম এখানেই আছে, ধরে নিতে পারি আমি?'

'হ্যাঁ, তা আছে।'

'গুড। আপনাকে বেশিক্ষণ আটকে রাখব না, এখুনি দেখিয়ে দেবেন চলুন।'

'ওয়েল,' অফিসার উদারভাবে হাসল দাঁত বের করে, 'মালগুলো আন্ডার মিলিটারি কন্ট্রোল, বুঝলেন কিনা, সুতরাং সামান্য একটু কষ্ট করে মিনিস্ট্রি ফর দ্যা আর্মি থেকে অথোরিটি পেপার আনলেই আমি দেখিয়ে দিই গম। কিছু না, ছোট একটা ফরমালিটি মাত্র।'

'তেহরান থেকে? আপনি বলতে চাইছেন?'

'অবশ্যই। আমরা তো ছোট একটা শহরে রয়েছি। ও ধরনের ক্ষমতা এখানে কারোই নেই।' অফিসার বেশি করে হাসছে। আতাসী মুঠো পাকাল হাতের, কিন্তু সামলে নিল কোনমতে নিজেকে। বলল, 'আপনি বলতে চান সামান্য একটা কাগজের টুকরোর জন্যে তেহরানে ফিরে যাই আমরা?'

'তাও যেতে পারেন। তবে অন্য উপায়ও বলে দিতে পারি। চিঠি ছাড়ুন না একটা। কয়েক দিনের মধ্যে উত্তর পেয়ে যাবেন। ইতিমধ্যে আমাদের অপ্সরীর মত শহরকে দেখবেন ধীরেসুস্থে।'

পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা। ক্রমেই বিস্তার লাভ করছে অফিসারের হাসি। এমন প্র্যাকটিক্যাল জোক করে গর্বিত দেখাচ্ছে তাকে। উত্তর আসতে কমপক্ষে দশ দিন লাগবে তা জানে সে সবার চেয়ে ভাল করে। অনেকক্ষণ পর মুখে কথা সরল আতাসীর, 'টেলিফোন করা যায়?'

'দুঃখিত—না। পোলগুলো নষ্ট হয়ে গেছে লু হয়ে যাবার পর।'

'নিশ্চয়ই রেডিও কন্টাক্ট আছে আপনাদের?'

'আছে। চমৎকার আইডিয়া। সিনিয়র অফিসারের অর্ডার পেলে ব্যবহার করতে দিতে কোন আপত্তি নেই আমার। জাস্ট এ ফরমালিটি।' একে একে তিনজনের দিকে তাকিয়ে নিয়ে কথা শেষ করল অফিসার, 'কিন্তু তিনি কাজ উপলক্ষে শহরের বাইরে গেছেন। দয়া করে আপনারা যদি কয়েকদিন অপেক্ষা করেন—'

আতাসী বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'মূল পয়েন্ট এড়িয়ে গেছি আমরা। গমগুলো মি. মামুথ ভুনের। এবং তিনি তাঁর প্রমাণপত্র নিয়ে আপনার চোখের সামনে উপস্থিত। ওর জিনিস ওকে দেখতে দিতে কোনরকম বাধা দিতে পারেন না আপনি।'

'ছিঃ ছিঃ, এ কি ভুল!' অফিসার সহানুভূতি জানিয়ে বলল, 'গম এখন আর মি. ভুনের অধিকারে নেই। ইরানিয়ান গভর্নমেন্ট সব গম কিনে নিয়েছে। সেজন্যেই তো ওগুলো মিলিটারি ডিপোতে।'

'গভর্নমেন্ট? কিনে নিয়েছে? সে কি কথা! ওগুলো যে বাজারে একজন মার্চেন্টের হাতে থাকার কথা।'

'সেই-ই তো কিনে নিয়ে দ্বিতীয়বার বিক্রি করে দিয়েছে।' পকেট থেকে একটা ডকুমেন্ট বের করে দিল অফিসার আতাসীকে। মিনিস্ট্রি অভ ওয়র গমগুলোর মালিক, কাগজটা তারই প্রমাণপত্র। আতাসী খবরটা ভাঙল মামুথ ভুনের কাছে। চেঁচিয়ে লাফ মেরে উঠে দাঁড়াল মামুথ ভুন, 'ডাকাতি, ডাকাতি! আমি এখনও টাকা পাইনি।'

আতাসী অনুবাদ করল। অফিসার বলল, 'জটিল সিচুয়েশন। আমি অসহায়। মিনিস্ট্রি অথোরাইজেশন ছাড়া…আমি দুঃখিত।' সহানুভূতি ঝরে পড়ল গলা দিয়ে। আতাসী কথা বলতে বলতে পকেট থেকে এক হাজার রিয়েলের একটা নোট বের করে ভাঁজ করতে শুরু করল, 'কিন্তু আপনি ব্যক্তিগতভাবে গমগুলো একবার দেখালে পারেন…'

'দুর্ভাগ্যবশত,' অফিসার আবার হাসছে, 'ওয়াগনগুলো সিল করা।' আতাসীর হাতের দিকে আড়চোখে তাকাল একবার। আতাসী বলল, 'সিল সরানো যায়। লাগানোও যায় আবার।'

চিন্তিত দেখাল অফিসারকে, 'বেশ। আগামীকাল এগারোটার দিকে।'

বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল ওরা। রিয়েলের নোটটা 'ভুলক্রমে' ফেলে রেখে এল আতাসী। মামুথ ভুন সব কথা শুনে বলল, 'আগামীকাল? রোজই বলবে আগামীকাল। আগামীকাল কখনও এলে হয়!' লোকটার গলায় কান্নার ভাব।

রানা বলল, 'অথোরিটি লেটারেও কিছু হবে না। এরপর ওরা শাহ-এর অটোগ্রাফ চেয়ে বসবে। করার কাজ একটাই এখন। ওদের অনুমতি ছাড়া দেখার ব্যবস্থা নেয়া…'

'আমিও তাই ভাবছি।' আতাসী সমর্থন করল। চমকে উঠে তাকাল মামুথ ভুন। আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে সে, 'পাগল হলেন আপনারা! ইঁদুরের মত মারবে ওরা গুলি করে।'

'ওরা ঘুমুবে রাত্রে।' আতাসী ভরসা দিল। চোখ গোল গোল করে বারবার দু'জনার দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল মামুথ ভুন। ওদেরকে চেনার ব্যর্থ চেষ্টা করছে নিরীহ লোকটা। খানিক পর বলল, 'কিন্তু আমি এসবে নেই, ফর গডস সেক।'

'অ্যাডভেঞ্চারের আসল অংশ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করার জন্যে এতদূর আসেননি আপনি,' রানা হোটেলের সামনে গাড়ি থেকে নামল, 'পরে দেখা করছি আমি। আজ সন্ধ্যার জন্যে কিছু কেনাকাটা করব এখন।'

আকাশে নক্ষত্রেরা উৎসবে মেতেছে সেজেগুজে। পাণ্ডুর মরুভূমির উপর তিনটে ছায়ামূর্তি দ্রুত বেগে অগ্রসরমান। আধমাইল দূরে একটা পোড়ো কুঁড়ে ঘরের পাশে মার্সিডিজটা রেখে আসা হয়েছে। গার্ডরুমের কাছ থেকে অনেক দূরে ওরা চলে এসেছে। ফিসফিস করে উঠল আতাসী, 'এখানে।'

কোমরের বেল্ট থেকে প্রকাণ্ড একটা কাঁচি টেনে বের করল রানা। মোটা লেদার গ্লোভ পরে নিল নিঃশব্দে। কাঁটা তার কাটতে বেগ পেতে হলো না। সবার

আগে ঢুকল রানা। ল্যুগারটা হোলস্টার থেকে বের করার অভ্যাসটা ঝালিয়ে নিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কয়েকবার ও। মামুথ ভুন উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে সামান্য। পাশে এসে দাঁড়াল সে রানার। অপর পাশে কোল্ট হাতে আতাসী। দূরে।

দূরে দেখা গেল কালো দুটো সরল রেখা বহুদূর বিস্তৃত।

'রেলওয়ে লাইন ওটা,' রানা বলল, 'আমার পিছন পিছন থাকো।' রেললাইনের দিকে এগোল রানা। চারদিক নিস্তব্ধ। রেললাইন ধরে দ্রুত হেঁটে চলল ওরা। সামনে জমাট বাঁধা অন্ধকার ফুটে উঠছে। আরও এগোবার পর ওয়াগনগুলো চেনা গেল। বক্স-ভ্যানের লম্বা লাইন বিল্ডিঙের কাছ থেকে খানিকটা দূর অবধি দাঁড়িয়ে আছে। ছায়ায় আত্মগোপন করে এগিয়ে চলল রানা প্রথম ওয়াগনটার সামনে দাঁড়াল সে। খুঁজে বের করল দরজা। ভারী প্যাডলক আঁটা। কিন্তু ওগুলোই গমের ওয়াগন কিনা কে বলবে? দু'জনার উদ্দেশে ফিসফিস করে উঠল রানা, 'আমার অপেক্ষায় এখানেই থাকো,' ওয়াগন গুনতে গুনতে এগোতে শুরু করল রানা। দশটা ওয়াগন। তারপর ফ্ল্যাট কার। লোড করা ট্যাঙ্ক আর ট্রাক দিয়ে। ট্রেনের শেষ মাথা অবধি গিয়ে আবার ফিরে এল রানা। বক্স-ভ্যান আর নেই। আতাসীকে বলল, 'প্রথমটাই খুলতে হবে।'

বেল্ট থেকে কাটার বের করে প্যাডলকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল আতাসী। মিনিট কাটছে। কট, কটাং করে শব্দ হচ্ছে তালায়। ঢোক গিলে চঙমঙ করে তাকাচ্ছে মামুথ ভুন দূরবর্তী বিল্ডিঙের পানে। এমন সময় আকাঙ্ক্ষিত আওয়াজ শোনা গেল—ক্লক। খুলে ফেলেছে আতাসী তালা। কিন্তু দরজা ফাঁক হলো না।

হাত দিয়ে পরীক্ষা করে রানা বলল, 'জায়গায় জায়গায় ঝালাই করা। টানতে হবে নিচে ধরে।'

আতাসীকে নিয়ে দরজার নিচের ফাঁকটা ধরে সর্বশক্তি প্রয়োগ করল রানা। শব্দ হচ্ছে উৎকট ঝালাই ভাঙার। সবশেষে প্রচণ্ড একটা শব্দ করে দরজা ফাঁক হলো। মাংসপেশী শক্ত করে দম আটকে অনড় দাঁড়িয়ে রইল ওরা। বিল্ডিংটা আধমাইলটাক দূরে। কিন্তু প্রচণ্ড শব্দটা না পৌঁছুনোর কথা নয়। কয়েক সেকেন্ড পর রানা বলল, 'আপনি আসুন, মামুথ ভুন কি আছে ভিতরে? পচা লাশ?' দুর্গন্ধ নাকে ঢুকছে রানার। মামুথ ভুন দরজার সামনে এল। ভাপসা গন্ধ নাকে ঢুকতেই বলে উঠল, 'মাই গড, গম আমার গরমে পচে গেছে।'

রানা জানতে চাইল, 'আশ্চর্য লাগছে না আপনার? এই গম কেনার এত গরজ দেখে?'

'হয়তো অন্য ওয়াগনের অবস্থা এমন নয়।'

'হয়তো। দেখা যাক।' আতাসী অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে এবার। দ্বিতীয় ওয়াগনের প্যাডলক নিয়ে কাজে হাত দিল সে।

সেই একই উৎকট দুর্গন্ধ। তৃতীয়, চতুর্থ ওয়াগনেও।

'মামুথ ভুন, আপনি হয় সবচেয়ে ভাল, নয় সবচেয়ে খারাপ ব্যবসা করেছেন এই গম বিক্রি করে।' রানা বলল 'আরগুলো দেখার কোন মানে নেই। বস্তাগুলো খুলে বরং দেখা যাক এবার আপনার সোনার দানা। রানা ফিরে এল প্রথম ওয়াগনের কাছে। তাকের উপরের বস্তাটা টানাটানি করে ওয়াগন থেকে নিচে

নামাল আতাসী। ছুরি দিয়ে কাটল বস্তার মুখ। তারপর গম ভর্তি বস্তার ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিল। কনুই অবধি ডুবে গেল ওর হাত গমের ভিতর, 'ভিতরে কি যেন ঠেকছে...'

'কি?' দম বন্ধ হয়ে গেল রানার। আতাসী বলল, 'মেটাল-সু বক্স-এর মত কিছু।'

'ড্রাগস?' মামুথ ভুন প্রশ্ন করল। আতাসী বলল, 'না বোধহয়। আরে, ওস্তাদ, জিনিসটার দেখছি হ্যান্ডেলও আছে।' হাত নাড়ছে আতাসী গমের ভিতর।

রানা বলল, 'বের করো চেষ্টা করে।'

উত্তর দেবার জন্যে মুখ খুলল আতাসী। অকস্মাৎ সরাসরি ওয়াগনের সার্চলাইটের তীব্র আলো এসে পড়ল। রানা আদেশ দিল, 'সময় আছে হয়তো। পালাবার চেষ্টা করো।'

কাঁটা তারের উদ্দেশে ছুটল ওরা। ইয়ার্ড ছাড়িয়ে গিয়ে গাড়ির কাছে পৌঁছুতে পারলে হয়তো বাঁচা যায় ধরা পড়ার হাত থেকে। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে শোনা গেল রানার আদেশ, 'শুয়ে পড়ো।' রানার কথা শেষ হবার সাথে সাথে অটোমেটিক গর্জে উঠল। পর পর তিনটে গুলি বেরিয়ে গেল মাথার উপর দিয়ে। সামনে থেকে গুলি এসেছে। তার মানে ঘিরে ফেলা হয়েছে ওদেরকে।

প্রথম রাউন্ড গুলির শব্দ বাতাসে মিলিয়ে যাবার পরপরই দ্বিতীয়বার কয়েকটা গুলির শব্দ হলো। আন্দাজে ফায়ার করছে সেন্ট্রিরা। কিন্তু রানার হাত দুয়েক দূরে মাটির উপর গুলি এসে লাগল একটা। নিচু গলায় বলল রানা, 'ওয়াগনের কাছে ফিরে যেতে হবে। শেলটার না পেলে সময় পাব না।'

কুঁজো হয়ে ছুটল ওরা রানার আদেশ শুনে। ওয়াগনের কাছে এসে পড়তেই ফায়ারিং হলো। ভাগ্য ভাল, শুয়ে পড়ার সময় পেয়েছিল তিনজনই।

হঠাৎ চারদিক নিস্তব্ধ হয়ে গেল। সার্চলাইট নেই। সুযোগ বুঝে আদেশ দিল রানা। প্রথম ওয়াগনের ভিতর উঠে পড়ল মামুথ ভুন হাঁপাতে হাঁপাতে। আতাসীর পিছনে রানা উঠল, 'দ্বিতীয় দরজা খোলা, আতাসী। ফাঁদে আটকেছি আমরা।' গমের বস্তা সরিয়ে উঁচু তাকের উপর রাখার জন্যে হাত লাগাল রানা আতাসীর সাথে। অপরদিকের দরজার কাছে যাবার পথ তৈরি হতে খোলা দরজা পথে বাইরেটা পরীক্ষা করল রানা। কোন শব্দ নেই বাইরে। প্ল্যান করছে শত্রুপক্ষ। গুলি করে আঙটা ভাঙল আতাসী। খুলে গেল দরজা। রানা বলে উঠল, 'আমরা খালি হাতে নই ওরা জানল। প্রস্তুত থাকো তোমরা।' রানা ওয়াগনের মাঝখানে মিনিয়েচার ব্লক-হাউজ তৈরি করল গমের বস্তা দিয়ে। দুটো দরজাই খোলা রইল বাইরে চোখ রাখার জন্যে। সার্চলাইট এবার জ্বলল আরও কাছ থেকে। তৈরি হচ্ছে শত্রুপক্ষ নতুন করে।

জীপের উপর সার্চলাইটটা ফিট করা। অতি সাবধানে ফায়ার করল আতাসী। গুলির শব্দের পরপরই কাঁচ ভাঙার শব্দ শোনা গেল। পরমুহূর্তে গর্জে উঠল কয়েকটা সাব-মেশিনগান। ওয়াগনের গায়ে মুষলধারে বৃষ্টির মত বিঁধল এসে ঝাঁক ঝাঁক বুলেট। দ্বিতীয় রাউন্ডের বেশির ভাগ ঢুকল গমের বস্তায়। পিস্তলের শব্দও হলো পরপর কয়েকটা। কাঁপা গলায় আর্তকণ্ঠ শোনা গেল মামথ ভনের, 'আমরা কি

পালাতে পারি না?' রানার দিকে বিস্ফারিত চোখ ওর। রানা দ্রুত বলে উঠল, 'দুটো পিস্তল নিয়ে পরাস্ত করা অসম্ভব অতগুলো মেশিনগানকে। সকাল অবধি টিকে থাকার চেষ্টা করা ছাড়া উপায় নেই। তখন হয়তো খুন করবে না ওরা।' হয়তো ভীতু লোকটাকে মিছিমিছি ভরসা না দেয়াই ভাল মনে করল রানা। শব্দ শোনা যাচ্ছে মানুষের। অর্ডার দিচ্ছে কেউ। উঠে দাঁড়িয়ে দরজার আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে পরীক্ষা করার চেষ্টা করল আতাসী বাইরের অবস্থা, 'কাছে এসে পড়েছে ওরা। পঞ্চাশ গজ মাত্র দূরত্ব।'

দুটো অস্ত্র আছে বোঝাবার জন্যে এক সঙ্গে গুলি করল রানা আর আতাসী। তারপরই ধক করে উঠল তিনজনের বুক। ওয়াগনের খুব কাছ থেকে চোঙায় মুখ লাগিয়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠছে একজন, 'বেরিয়ে এসো সবাই। সারেন্ডার করো। হাত তুলে ওয়াগন থেকে নেমে এসো, গুলি করা হবে না।' দুবার করে ইংরেজী আর পার্শীতে বলা হলো কথাগুলো। পুরানো রোগ হঠাৎ জেগে উঠল মামুথ ভুনের মধ্যে। লাফ মেরে উঠে দাঁড়াল সে, 'আমি যাচ্ছি। এখানে মরার চেয়ে অ্যারেস্ট হব—ফর গডস সেক।'

'এই—না।' রানা লাফ দিয়েও ধরতে পারল না মামুথ ভুনকে, 'ছাড়বে না ওরা।' রানার কথায় কোন কাজ হলো না। মামুথ ভুন তিন লাফে ওয়াগনের বাইরে গিয়ে পড়েছে। মাথার উপর দু'হাত নাচাতে নাচাতে চেঁচাচ্ছে সে গলা ফাটিয়ে, 'আই সারেন্ডার, আই সারেন্ডার। আই অ্যাম এ বেলজিয়ান, ডোন্ট শুট।'

মেশিনগানের বিলম্বিত শব্দ শুরু হলো। গুলিগুলো প্রথম দফায় মামুথ ভুনের পায়ের সামনে বিঁধল। তারপর পায়ের গোড়ালি বেয়ে উঠল পেট অবধি। ঝপ্ করে দু'পাশে নেমে এল হাত দুটো মামুথ ভুনের। ঢিলে হয়ে ঝুলতে থাকল। দাঁড়িয়ে পড়েছে দেহটা। দ্বিতীয়বার গর্জন হলো দুই সেকেন্ড পর। নির্দয়ভাবে নাড়া দিল মামুথ ভুনকে এক ঝাঁক বুলেট। ধাক্কা খেয়ে সবেগে পড়ল সে মাটিতে। মেশিনগানের দিকে লক্ষ্য স্থির করে ভয়ঙ্কর দাঁত চাপার শব্দের সঙ্গে একযোগে পরপর তিনবার গুলি করল রানা। আতাসী রাগে কেঁপে উঠল, 'শুয়োরগুলো বেচারাকে বুঝতেই দেয়নি।'

'আমাদের সময়ও ঘনিয়ে আসছে।' রানা বলল। রানার কথা প্রমাণ করার জন্যেই যেন ভয়ঙ্করভাবে কেঁপে উঠল গোটা ওয়াগনটা। মেশিনগানের কভারে একজন সোলজার কাছে এগিয়ে এসে হ্যান্ড গ্রেনেড ছুঁড়ে মেরেছে। দরজার হাতখানেক ভিতরে পড়েছে বোমা। রানা যে বস্তার পিছনে শুয়ে ছিল সেটা ছিঁড়ে গিয়ে সব গম গড়িয়ে পড়ল ঝুর ঝুর করে। গমগুলো আটকানোর জন্যে হাত বাড়িয়ে দিতে লম্বা ওয়াটার পাইপের মত কি যেন একটা ঠেকল রানার হাতে। হাতলটা ধরে টান মারল ও। চলে এল ওটা বেশ খানিকটা দৃষ্টির মধ্যে।

মেশিনগানের লম্বা ব্যারেল একটা।

প্রৌঢ় দোকানদারের জেবে পাওয়া কাগজের নাম্বারগুলো মনে পড়ল রানার, '12 M.G. 42 6 B. Z. 20.000 C. A. 30. M.G. 42' কি বোকামি। বোঝা উচিত ছিল আরও আগেই রানার। জার্মান মেশিনগান। 6 B.Z. রিক্স বাজুকা। গমের ভিতর আগ্নেয়াস্ত্রের চালান। জেনারেল ইয়াজদী যে এগুলো চাইবে

তাতে আর অবাক হবার কি আছে। আতাসীকে বলতেই কাজে লেগে গেল ও। দ্রুত বস্তাগুলোর মুখ খুলে ফেলা হলো। পাঁচ মিনিটের মধ্যে এক জোড়া মেশিনগান ও কার্তুজের বাক্সের থাক সামনে নিয়ে বসল আতাসী। রানা তখন নিজের কাজে ব্যস্ত। আতাসী শত্রু পক্ষকে সাবধান করে দিয়ে পিস্তলটা খালি করল। পরের বস্তায় রকেট-শেল পাওয়া গেল। বাজুকা বের করেছে আগেই আতাসী।

দশ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে গেল ওরা। গলার কাছে চারটে মেশিনগান বেল্ট রানার। আতাসীরও। শেল ফিট করল রানা বাজুকায়, 'রেডি। আমরা ব্যারাকের দিকে আক্রমণ করব আগে। ওদেরকে পিছু হটাতে হবে। ক্যাম্পের দিকে ট্রাক থাকা উচিত। না থাকলে পায়ে হেঁটে এগোব আমরা। ও. কে.?'

আতাসীও তৈরি। জীপের আউটলাইন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। সতর্কভাবে লক্ষ্য স্থির করল রানা। মৃদু চাপ দিল ও ট্রিগারে। চোখ ঝলসানো শিখা আগুনের। তারপরই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। গোটা যুদ্ধক্ষেত্রটা আলোকিত হয়ে উঠল। পলকের জন্যে রানা দেখতে পেল ওয়াগনকে ঘিরে দুই গ্রুপ সোলজার। আতাসী অপেক্ষা করছিল! দেখতে পেয়েই মেশিনগান চালাল ও সেদিকে। বিরতিহীন পাঁচশো বুলেট পর পর ছুটে গেল। অনেক সোলজার পড়ল, ছত্রখান হয়ে পিছু হটল বাকি সবাই। একজন অফিসার চেঁচাচ্ছে, 'কীপ গোয়িং। ডোন্ট স্টপ।' জীপটায় আগুন ধরে গেছে।

উত্তর দিল আতাসীর মেশিনগান। রানা চেঁচিয়ে উঠল, 'লেটস গো!' জাম্প করল রানা ওয়াগন থেকে। পাশে আতাসী। একশো গজের মত অতিক্রম করল ওরা। একটা গুলির শব্দও নেই। জ্বলন্ত জীপকে পাশ কাটিয়ে কয়েকটা সংলগ্ন বিল্ডিঙের সামনে এসে শুয়ে পড়ল ওরা সামনের আলোকিত ফাঁকা জায়গাটা পরীক্ষা করবার জন্যে। কাঠের বিল্ডিং দিয়ে ঘেরা প্যারেড গ্রাউন্ড সামনে। শত্রু পক্ষ অপর প্রান্তে। মেশিনগান উঁচিয়ে ধরল রানা। একজন অফিসার ছুটে আসছে পিছনে পনেরো-বিশ জন সোলজার নিয়ে। আতাসী দাবি করল, 'আমার।'

মেশিনগান গর্জন করে উঠল। ভূপাতিত হলো অফিসার। কয়েকটা লাশ রেখে অন্যান্যরা পিছু হটল দ্রুত। রানা উঠে দাঁড়াল, 'গাড়ি দরকার। এগিয়ে চলো।' রানার কথা শেষ হতেই গুলির শব্দ হলো পিছনে। দ্বিতীয় গ্রুপটা আবার শক্তি অর্জন করে ধাওয়া করার মতলব আঁটছে। বিদ্যুৎবেগে ঘুরে দাঁড়িয়ে মেশিনগান চালাল রানা লক্ষ্যহীনভাবে। বেচারা মামু ভুন। লোকটার কথা মনে পড়ে যেতে দুঃখ হলো রানার।

কুঁজো হয়ে ছুটল ওরা একটা গলির শেষ মাথার ল্যাম্পপোস্টের দিকে। গার্ডরুম ওদিকটায়। রানা দাঁড়িয়ে পড়ল, 'তুমি যাও। তোমার কভারে থাকছি।' রানা ঘুরে মেশিনগান উঁচিয়ে রাখল ল্যাম্পপোস্টের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে। আতাসী ছুটল। বিল্ডিঙের পিছন দিকটায় জীপ আর ট্রাক দেখা গেল। আজ দুপুরে এসেছিল ওরা এখানে। রানাকে যেখানে রেখে এসেছে ও সেদিকে এক ঝলক আগুন দেখা গেল। গাড়িগুলোর কাছে চলে এল আতাসী। সেন্ট্রির নামগন্ধ নেই। জীপে লাফ মেরে উঠল। মেশিনগানটা বাঁ ধারে নামিয়ে রেখে স্টার্ট দিল গাড়িতে। আধ চক্কর মেরে গলির ভিতর দিয়ে জীপ চালিয়ে দিল আতাসী। গতি কমাল না মোটেও।

রানা জীপের সঙ্গে কয়েক গজ দৌড়ে এসে উঠে পড়ল লাফ দিয়ে। বলল, 'লাস্ট বেল্টটা শেষ হতেই এসেছ।'

আতাসী ওর বাঁ দিকের মেশিনগানটা দেখিয়ে বলল, 'আমারটায় নতুন বেল্ট।' লাইট নিভিয়ে দিল জীপের আতাসী। ক্যাম্প ছাড়িয়ে গেটের দিকে ছুটল জীপ। সজোরে ব্রেক কষেই নেমে পড়ল আতাসী। গেট বন্ধ।

হুড়কো খুলে জীপ বাইরে আনল আতাসী। বাইরে থেকে গেট বন্ধ করে দিয়ে হাসল ও, 'এ যাত্রা সম্ভবত বেঁচেই গেলাম আমরা, কি বলো, ওস্তাদ?'

'কিন্তু একজন নিরীহ লোককে রেখে যাচ্ছি আমরা।' রানা বলল, 'মার্সিডিজটা জায়গা মত আছে···হয়তো। মিলিটারি জীপ তেহরানের রাস্তায় চোখে পড়বে অনেকের।'

মেন রোডের পাশেই কুঁড়ে ঘরটা। গাড়ি থামাল না আতাসী। রানা সময় হতেই আতাসীর মেশিনগান দিয়ে ফায়ার করল ঘরটাকে লক্ষ্য করে। চক্কর মেরে ঘরটার পিছন দিকে জীপ থামাল আতাসী। লাফ মেরে নামল ওরা। জীপ আর মেশিনগান ফেলে মার্সিডিজে উঠল দু'জন। দশ সেকেন্ডের মধ্যে তীর বেগে ছুটল গাড়ি। রানা বলল, 'তেহরানে পৌঁছুনো দরকার আমাদের। এখানে থেকে কিছু করবার নেই। আজকের রাতের ঘটনার জন্যে অফিশিয়ালি কিছু করতে চাইবে না ওরা। অস্ত্রগুলোর কথা ফাঁস করার ইচ্ছা ওদের হবে না। ইয়াজদী আমাদেরকে গ্রেফতার করার কথা ভুলেও ভাবতে পারবে না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তেহরানে ফিরব আমরা শাহ-এর সাথে দেখা না করলেই নয় এখন।'

হোটেল ভ্যানাকে ফিরে ঘুমন্ত পোর্টারকে আশাতীত বকশিশ দিল রানা। তিনটে রুমের বিল মিটিয়ে দিয়ে নিচে নেমে এল নিজের আর আতাসীর ব্যাগগুলো সঙ্গে নিয়ে। আতাসী লবিতে অপেক্ষা করছিল।

রাত সাড়ে তিনটেয় মাঝপথে পেট্রল নিয়ে তীর বেগে ছুটল গাড়ি। আতাসী এখনও অক্লান্ত। এখনও সারাদিন গাড়ি চালাতে পারবে ও দরকার হলে।

সাত

অত্যুজ্জ্বল একটা লাল আগুন ঝলক দিয়ে জ্বলে উঠছে আর নিভছে, জ্বলে উঠছে আর নিভছে, এবং মাথা কামানো একজন প্রকাণ্ডদেহী ইরানী মেশিনগান বাগিয়ে ধরে দ্রুত তালে পা ফেলে ফেলে হেঁটে আসছে। এগিয়ে আসছে সে প্রতি পদক্ষেপের সাথে, আর মুখ বাঁকা করে হাসছে, উল্লাসে ফেটে পড়ছে গুণ্ডাটা রানার অসহায় হাল দেখে, রুমের ভিতর নেচে কুঁদে সারা হচ্ছে সে নিজেই···

বিছানার উপর উঠে বসল রানা। ঘামছে ও। টেলিফোনটা বাজছে তো বাজছেই পরিপূর্ণ ঘুম হয়েছে রানার। হাতটা বাড়িয়ে রিসিভার তুলে নিল ও, 'মাসুদ রানা স্পিকিং।'

'আপনি কি এক ঘণ্টার মধ্যে মিলিত হতে পারেন আমার সাথে? লবিতে?' অপরিচিত কণ্ঠ। রাশিয়ান, বুঝতে অসুবিধে হলো না রানার উচ্চারণ শুনে। রানা

প্রশ্ন করল, 'হু ইজ দিস?'

'আমার নামে কিছু যায় আসে না। তবে একই ব্যাপারে আমাদের দু'জনার সমান আগ্রহ আছে। সন্তুষ্ট?'

'যার সাথে কথা বলেছেন তাকে এত সামান্যতে সন্তুষ্ট করা সম্ভব নয়।'

রানার কথা শুনে অপর প্রান্তের বক্তা চুপ করে রইল খানিকক্ষণ। তারপর বলল, 'সব জানবেন সময়মত। আমি গমের ব্যাপারে আগ্রহী। আমি জানি, আপনিও।'

বিছানা থেকে নেমে শাওয়ার নিল রানা। বেচারা মামুথ ভুনের কথা মনে পড়ে গেল। সি.আই.এ-র ইনফরমেশন যে নির্ভুল তা প্রমাণিত হত না এত তাড়াতাড়ি লোকটা না থাকলে। কোন সন্দেহ নেই জেনারেল ইয়াজদী আর জেনারেল ভ্যান জুড একটা ক্যু ঘটাবার ষড়যন্ত্র করছে। অন্তত ইয়াজদী এতে সরাসরি জড়িত। ভ্যান জুড ফলশ্রুতি জানার পরও এরকম কিছু করতে সাহস পাবে কিনা নিশ্চয় করে বুঝতে পারল না রানা। কিন্তু যদি সে-ও জড়িত থাকে তাহলে সাবধান বাণীতে কোন ফল হবে না। ভ্যান জুডের অফিসে ফোন করল রানা। পাওয়া গেল জেনারেলকে। 'এখনও টাকার খোঁজে ঘুরছেন বুঝি?' জেনারেল যেন ব্যঙ্গ করল। রানা জানাল তার সাথে জরুরী কথা আছে। অফিস শেষ হবার পর দেখা হবে, ঠিক হলো। এরপর রানা ফোন করল ডেইজী ইরানীকে। ইরানী খিলখিল করে হেসে উঠল, 'বেঁচে আছেন! গতকাল ডাকেননি বলে ভাবলাম বিদেশী ভদ্রলোকটি বোধহয় অক্কা পেয়েছেন।' ইরানীর গলা শুনে রোমাঞ্চিত হলো রানা। অদ্ভুত রোমাঞ্চকর গলা ওর। ঠিক হলো দেখা করবে ওরা পাঁচটার সময় বেঁলেজা-তে।

লবিতে বেশ ভিড়। আমেরিকান রিসেপশনিস্ট মেয়েটি হাসল রানার দিকে তাকিয়ে। হাসি ফিরিয়ে দিয়ে একটা সোফায় বসল রানা। ডান দিকে এগিয়ে এল, 'সুইমিং পুলের দিকে বসতে ভাল লাগবে বোধহয়।'

কথা না বলে উঠে দাঁড়াল রানা। বিচ্ছিন্ন একটা টেবিলের কাছে এসে বসল ওরা সুইমিং পুলের অদূরে। লোকটা সিগারেট অফার করল। প্রত্যাখ্যান করল রানা। তারপর লোকটাকে বলতে শুনল, 'পরিচয় করা যাক, মি. মাসুদ রানা। ভ্লাদিমির নিখহেলালেভ সেডেরেস্কা, থার্ড সেক্রেটারি, এমব্যাসী অভ দ্য সোভিয়েট ইউনিয়ন।'

লোকটাকে খুঁটিয়ে দেখল রানা। বত্রিশ-তেত্রিশ বয়েস, ছোট ছোট চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো। মোটা দেহ। রানা বলে উঠল, 'আপনি আমার নাম।'

'জানি। এও জানি কেন আপনি এখানে এসেছেন। ফ্যাসিস্ট ভ্যান জুড এবং টেরোরিস্ট ইয়াজদীর একটি ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে চেক করতে আপনার আগমন।'

রানা বলল, 'আপনাকে অতি নিঃসন্দেহ মনে হচ্ছে।'

'গম, মি. রানা। শুরু থেকে অনুসরণ করছি যে আমরা। ওই লার্জ কোয়ান্টিটির আর্মস্ কি লুকিয়ে থাকতে পারে? শাহ-এর জন্যে নয় ওগুলো। আমেরিকানদের জন্যেও নয়। আর, আমাদের জন্যে তো নয়ই। তাহলে কাদের ওগুলো? আপনি এবং আপনার অ্যাকটিভিটি চোখ খুলে দিয়েছে আমাদের।'

রানা শুনে যাচ্ছে। থার্ড সেক্রেটারি বলে চলেছে, 'আমার সরকারের সাথে ইরান সরকার নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি বজায় রাখার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কিন্তু জেনারেল ইয়াজদী যা করতে যাচ্ছে তা যদি সফল হয় তাহলে সারা দুনিয়ায় যে শক্তির ভারসাম্য রয়েছে তা নষ্ট হয়ে যেতে বাধ্য। আমরা বসে থাকতে পারি না এক্ষেত্রে। কল্পনা করতে পারেন রাশিয়ান ট্যাঙ্ক তেহরানে প্রবেশ করলে কী ফলাফল দাঁড়াবে?'

'আমাকে বেছে নেবার কারণ কি আপনাদের? গভর্নমেন্ট লেভেলে আলাপ করুন।' রানা আপত্তি জানাল।

রাশিয়ান সেক্রেটারি বলল, 'গভর্নমেন্টের করার কিছুই নেই। অফিশিয়ালরা বিশ্বাস করে না আমাদেরকে।'

'আমার কাছ থেকে কি আশা করেন আপনারা?' সরাসরি জানতে চাইল রানা।

'সাবধান করে দিন শাহকে। ইয়াজদী আমাদের মতাবলম্বী পার্টিকে হত্যা করেছে এই ইরানে। আমাদের কথায় কান দেবে না, এমন কি শাহ স্বয়ংও। আমরা বেছে নিয়েছি তাই আপনাকে, মি. রানা। আপনার সম্পর্কে আমরা সবই জানি, স্যার। এই ভয়ঙ্কর বিশৃংখলা থেকে একটা সুশৃংখল সমাধানের পথ বের করে আনা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের একজন লোকের পক্ষেই মাত্র সম্ভব। সে আপনি।'

রানা খানিকক্ষণ চিন্তা করল, 'আপনি নিশ্চিত? ভ্যান জুড এতে জড়িয়ে পড়েছে?'

'ভ্যান জুডই হোতা। তারই পরামর্শ। শাহকে হত্যা করা হবে তারই নির্দেশে।'

'আর্মসগুলো কেন?'

রানার কথার উত্তর দিতে একমুহূর্তও দেরি করল না থার্ড সেক্রেটারি। বলল, 'টু ডেস্ট্রয় পাবলিক অর্ডার। যার ফলে মার্শাল ল' জারী করার একটা সুযোগ হয়। দেখা করছেন শাহ-এর সাথে?'

'চেষ্টা করতে পারি।' রানাকে চিন্তিত দেখাল।

সোভিয়েট সেক্রেটারি উঠে দাঁড়াল, 'আমি যোগাযোগ করব। রিমেমবার, স্যার, ইউ মাস্ট অ্যাক্ট কুইকলি।'

লাঞ্চের পর এমব্যাসীতে না গিয়ে পোস্ট অফিস থেকে ওয়াশিংটনে তার পাঠাল রানা। এমব্যাসীতে ভ্যান জুড শত্রুপক্ষ। বেঁলেজা-তে এল রানা ট্যাক্সি নিয়ে। এভিনিউ তখ্‌ত এ-জামশেদের কাছে।

ইরানী আধ-বসা আধ-শোয়া কায়দায় দেয়াল ঘেঁষে একটা সোফায় অপেক্ষা করছিল। সম্পূর্ণ নির্জন রূম দেখে অবাক হলো রানা। ইরানীর গলায় উষ্ণতা, 'আর একটু হলে ফিরে যেতাম আমি।' রানাকে পাশে বসতে দেখে বলল ও। রানা ডেইজী ইরানীর একটা হাত তুলে নিয়ে বলল, 'তোমাকে আবার দেখার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হতাম তাহলে। ভেব না, পুষিয়ে নেয়া যাবে। তুমি ডিনার খাচ্ছ

আমার সাথে।' রানার কথা শেষ হতে ওয়েটার ভদকা রেখে অদৃশ্য হলো। ডেইজী বলল, 'অসম্ভব। তুমি অপরিচিত। একজন অপরিচিত লোকের সাথে...'

'কিন্তু পরিচিত হয়েছ তুমি আমার সাথে আগেই। তাছাড়া আজও তো এসেছ...'

'সে কথা আলাদা।'

'কেউ দেখবে না তোমাকে এখানে?'

'না। রুমটা এক ঘণ্টার জন্যে ভাড়া করেছি আমি।' ডেইজী ইরানী বলে চলল, 'কিন্তু পরশু দিন যদি তোমার হাতে সময় থাকে তাহলে দেখা হবে। আমার ক'জন বন্ধু পার্টি দিচ্ছে...'

'আসতে পারি, যদি এটা আমন্ত্রণ হয়। কিন্তু কার সাথে কথা বলবে তুমি? আমার সাথে না বন্ধুদের সাথে?'

'মানে?'

'মানে তুমি খুব সুন্দর।'

'তোমরা এমন ভেজাতে পারো তা জানা ছিল না। ঠিক আছে। পরশু দিন গাড়ি পাঠিয়ে দেব আমি। পাহাড়ের মাঝখানে তুমি খুঁজে পাবে না বাড়িটা।'

'আই সি, কিডন্যাপ করবে আমাকে!'

খিলখিল করে হেসে উঠল ইরানী। রানা বলল, 'ড্যান্স?'

নাচল ওরা। তারপর কখন যেন নাচ বন্ধ হয়ে গেল দু'জনারই অজান্তে। ইরানী আঁকড়ে ধরেছে রানাকে। তারপর হঠাৎ বলে উঠল, 'এবার যাই আমি।' নিজেকে মুক্ত করল ও রানার বাহু থেকে। রানা ওর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'হঠাৎ যে?'

'আবার দেখা হবে দু'জনার,' চোখের পাতা নামিয়ে নিল ইরানী, 'দুদিন দেখতে দেখতে কেটে যাবে।' রানার দিকে তাকাল ও। লাল হয়ে উঠেছে গাল দুটো। চোখে লজ্জা। কথা না বলে ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল ও।

পিছন পিছন বার থেকে বেরিয়ে এল রানা। বড় একটা কালো গাড়িতে চেপে বসল ইরানী। শোফারকে গাড়ি ছাড়ার ইঙ্গিত করে হাত নাড়াল ও রানার উদ্দেশে।

ট্যাক্সি নিল রানা। সাত মিনিট লাগল ট্যাক্সির আমেরিকান এমব্যাসীতে পৌঁছুতে।

জেনারেলকে উৎকণ্ঠিত দেখে অনেক কিছু বুঝে নিল রানা। বসতে ইঙ্গিত করল রানাকে। সিগার ধরাল। তারপর খুব আস্তে আস্তে শব্দ বেছে বেছে বলল, 'মি. রানা, আপনি এমন কাজ করেছেন, এমন কাজ...ভয়ঙ্কর বোকামির পরিচয় দেয়—এমন কাজ। বেলজিয়ান এমব্যাসীতে আপনি স্বয়ং মি. মামুথ ভুনের লাশটা পৌঁছে দিলেই পারতেন।'

অপেক্ষা করে রইল রানা। কিন্তু জেনারেল ভ্যান জুড উত্তরের জন্যে কাঁচা-পাকা ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে। উত্তর দিল রানা, 'নিয়ে আসতে পারতাম না তা নয়। ইরানিয়ান সোলজারদের খোশনাম গাইত সবাই তাহলে। এখন তবু তো অফিশিয়াল পর্যায়ে আলাপ করে ব্যাপারটা চাপা দেয়া যায়।'

'ইরানিয়ান সোলজার মামুথ ভুনকে মেরেছে—অলরাইট। আপনি ক'জন ইরানিয়ান সোলজারকে খুন করেছেন তার হিসেব রাখেন? তাছাড়া, রাত্রির ওই সময় ইরানিয়ান আর্মি ডিপোয় কী করছিলেন আপনারা?'

'খুন করেছি খুনের হাত থেকে বাঁচবার তাগিদে। ইনফরমেশন চেক করতে যেতে হয়েছিল। কি ইনফরমেশন? ওয়েল, এর উত্তর আমার মত আপনিও জানেন। গমের কারগো রূপান্তরিত হলো কারগো অভ আর্মসে। কারণ?'

'তাতে আপনার কি? ওটা আমাদের এলাকা, আমরা দেখব। সবচেয়ে আগে আমাদের সাথে কথা বলা উচিত ছিল আপনার। জানতে চান আপনি এই ঘটনার পিছনে কি আছে? কিছুদিন আগে আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাই বেআইনী কম্যুনিস্ট পার্টি ইরানে অস্ত্র আমদানীর চেষ্টা করছে। তলে তলে খবর রাখতে শুরু করি আমরা। এবং বেলজিয়াম থেকে ফলো করে আসছি আমরা এই আর্মস কারগো। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের মধ্যে ট্রেটর ছিল, যারা আপনাকে বিপদে ফেলেছে।'

'লেফটেন্যান্ট ফৈয়াজ বকশী?'

'লোকটা কম্যুনিস্ট ছিল অবশ্যই। আর্মসের দাম দেবার জন্যে টাকাগুলো দরকার ছিল ওদের। আমরা ইচ্ছাকৃতভাবেই সুযোগটা দিয়েছিলাম ওদেরকে। ওরা যাতে বুঝতে পারে আমরা কিছুই সন্দেহ করিনি। ওদের গোটা নেটওয়র্কে হাত দেবার বিনিময়ে টাকাটার গুরুত্ব নেহাত সামান্য। আর্মসগুলো আর্মি ডিপোতে পাঠিয়েছি যাতে করে জেনারেল ইয়াজদী দখল করতে পারে ওগুলো। প্রচণ্ড ঘা খাবে এর ফলে কম্যুনিস্টরা। ওরা সব দোষ সাপ্লাইয়ারদের ঘাড়ে চাপাবে।'

রানা কৈফিয়ৎ দাবি করল, 'খুন করার কুৎসিত প্রবণতা কেন সোলজারদের? মামুথ ভুনকে অকারণে মেরেছে ওরা।'

'আপনি জানেন না সব কথা। কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্যদেরকে গ্রেফতার করার আগে খুন করাই জেনারেল ইয়াজদীর নীতি। পুরানো নীতি। সোলজারদের দোষ কী? ওরা ভেবেছিল কম্যুনিস্টরা মাল চুরি করতে এসেছে।'

রানা দ্রুত চিন্তা করছিল। সব প্রশ্নেরই উত্তর আছে ভ্যান জুড়ের। আর একটা আশঙ্কা জাগল রানার মনে, দ্বিতীয় একটি ব্রাঞ্চ এ ব্যাপারে সব কথাই অবগত। দুই জেনারেলেরই জাত শত্রু তারা। তারাই হয়তো ষড়যন্ত্র করে বিপদে ফেলতে চাইছে ইয়াজদী আর ভ্যান জুডকে। সিগারেট ধরাল রানা। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'আমার থিওরি প্রমাণিত হচ্ছে না, জেনারেল। ওয়েল, স্বীকার করছি একাকী মাথা ঘামানো বোধহয় উচিত হয়নি আমার। আই গেস আই ওয়াজ রঙ।' রানা প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করল কথাটা বলে। এক সেকেন্ডের মধ্যে পরিবেশটা আমূল বদলে ফেলল ভ্যান জুড। গাম্ভীর্য টুটে গেল সারা মুখ থেকে। প্রায় স্নেহমাখা এক টুকরো মৃদু হাসি ফুটল বিরাটকায় মুখে, 'দ্যাটস অলরাইট, মাই বয়,' জেনারেল হাসল, 'কাজটা করেছেন, দুঃখ এই যে একজনের প্রাণ বাঁচাতে পারেননি।'

রানা বলে উঠল, 'এবার আমি ইরান ত্যাগ করার কথা ভাবছি। আজই বিদায় হতাম। কিন্তু একটি মেয়ের অজুহাতে দু'একদিন আমাকে থাকতে হচ্ছে।'

জেনারেল বিস্ফোরণ ঘটাল প্রচণ্ড হাসিতে উন্মাদ হয়ে উঠে। বলল, 'সাবধান! সাবধান! ওই সব ইরানী মেয়েদেরকে ওদের পুরুষ-বন্ধুগুলো শকুনের মত পাহারা

দিয়ে রাখে—বেঘোরে প্রাণটা যেন খুইয়ে বসবেন না। কিংবা শেষ পর্যন্ত মাথায় টোপর দিয়ে চির বন্ধনে আবদ্ধ যেন না করে ফেলে কেউ।'

'আমি সাবধানে থাকব।' জেনারেলকে পরীক্ষকের চোখে দেখতে দেখতে প্রতিজ্ঞা করল রানা।

'আর একটা কথা। ইরানিয়ান পাবলিক চেঁচামেচি শুরু করেছে ইতিমধ্যেই সোলজারগুলো নিহত হওয়াতে। এ ব্যাপারে ইয়াজদীকে বলেই রেখেছি আমি। সে কভার করবে অবশ্যই। কিন্তু মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স আটকাতে পারে আপনাকে। ওরা চাইলে বাধা দিতে পারি না আমরা। কিন্তু সব কথা অস্বীকার করবেন আপনি। বেশি চাপাচাপি করা হবে না আপনাকে।' জেনারেল আসন ত্যাগ করল, 'বেশি লোকের সাথে মিশবেন না এখানে। বিশেষ করে অপরিচিত লোকের সাথে। যেমন লাঞ্চের সময় একজনের সাথে কথা বলছিলেন। ওরা সব সময় মিথ্যে আর খারাপ পরামর্শ দিতে অভ্যস্ত।'

বেরিয়ে এল রানা হ্যান্ডশেক করে। সিঁড়ি বেয়ে নামার সময় অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল ও। হাজারো চিন্তা গিজগিজ করছে মাথার ভিতর। সিঁড়ির নিচে ধাক্কা লেগে গেল একজন আমেরিকানের সাথে। সংবিৎ ফিরে পেয়ে দ্রুত হাঁটতে শুরু করল রানা। হেঁটে হেঁটেই তখন এ-জামশেদ এভিনিউয়ে পৌঁছে গেল ও। নিকটস্থ হোটেল সফেদ-এ ঢুকে ফোন করল আতাসীকে। আতাসী ডাকল রানাকে। খবর আছে।

দরজা খুলে ভিতরে নিয়ে গেল আতাসী নিজে রানাকে। বলল, 'খবর আছে, ওস্তাদ জবর খবর।'

'কি রকম—বিশ্বযুদ্ধ?'

'আরও জবর—বিপ্লব। সারাদিন বাজারে ঘুরে বেড়িয়েছি আমি। বড়সড় কিছু একটা সত্যিই ঘটতে যাচ্ছে এবার। আপামর জনসাধারণ হরতাল ডেকেছে আগামীকাল। মোল্লাদের প্রতিপত্তি এখানে কল্পনার বাইরে। ওরা সমর্থন করেছে স্ট্রাইক। ওদের অভিযোগ, গভর্নমেন্ট এবং শাহ কম্যুনিজমকে মাথায় চড়াচ্ছে দিনে দিনে। কথাটা কিন্তু বানোয়াট। বড়জোর গুজব ছাড়া কিছু না। তবে এবার ওদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র আছে। আমাদের অস্ত্রশস্ত্র।'

'কারা অর্গানাইজ করছে এসব?'

'নির্দিষ্টভাবে বলা মুশকিল। গোলাগুলি শুরু হোক আগামীকাল, তখন বে ঝা যাবে।'

রানা বলল, 'তুমি না জানলেও আমি জানি।'

রানা ড্যান জুডের সাথে ওর আলাপের সারমর্ম শোনাল। আতাসী গম্ভীরভাবে শুনল সব। কোন মন্তব্য করল না। খানিক পর বলল, 'আমরা কাল সকালে বাইরে চা খাব। ওদিকে আমার এক বন্ধু আছে। অ্যাকশনের জন্যে অপেক্ষা করব আমরা।'

রানা বলল, 'ও. কে.।'

আট

তেহরানের নীল আকাশকে জবরদখল করছে একনাগাড়ে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী। উপর পানে উঠে ছড়িয়ে যাচ্ছে বাতাসে। নিচে, ঠিক মেহদী স্কয়ারের মাঝখানে, বাজারের উত্তর প্রান্তে, আর্মি ট্রাকটা। আটটা চাকা আকাশ পানে ট্রাকের। দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন ট্রাকের গায়ে। টায়ার পোড়ার উৎকট গন্ধে বাতাস ভারাক্রান্ত। সেই গন্ধকেও ছাড়িয়ে নাকে ঢুকছে মানুষের মাংস পোড়া দুর্গন্ধ। ড্রাইভারটি ড্রাইভিং সীটে আটকে গিয়ে দগ্ধ হচ্ছে। আগেই বুলেট বিদ্ধ হয়েছে লোকটা।

বাজারের মধ্যে থেকে পাশ-গলি দিয়ে খাইবান এভিনিউয়ে এসে দাঁড়াল ওরা। নো-ম্যানস ল্যান্ড জায়গাটা। এভিনিউয়ের সর্বশেষ প্রান্তে দেখা যাচ্ছে পুলিসের ব্লু ইউনিফর্ম। মেসডান স্কয়ার ওটা। পুলিস রাস্তা ব্লক করে গুলিস্তান প্যালেস আর রেডিও বিল্ডিং পাহারা দিয়ে যাচ্ছে। খইয়াম এভিনিউয়ের বিদেশী দূতাবাসগুলো রক্ষার জন্যে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছে। একই সক্রিয়তা ইমপেরিয়াল প্যালেস রক্ষায়।

খাইবান এভিনিউয়ের অপর প্রান্তে দাঙ্গাকারীরা জমায়েত হয়েছে। রোডের গোটা প্রশস্ততা জুড়ে অবস্থান ওদের। সাব-মেশিনগানধারী নিরাপত্তা বাহিনীর ভয়ে এগোতে পারছে না সাহস করে কেউ। কিন্তু দূর থেকে বোঝা যায় উত্তেজনায় টগবগ করে রক্ত ফুটছে গোটা দলটার দু'একজন জানের মায়া বর্জন করে সাহসের পরাকাষ্ঠা দেখালেই এগিয়ে আসবে ওরা সবাই। দৌড় দিয়ে ফাঁকা জায়গাটা অতিক্রম করল রানা আর আতাসী।

পাবলিক টেলিফোন বুদের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল ওরা। বুদের গ্লাস ভেঙে পড়ে গেছে, ঝুলছে রিসিভারটা। রানা বলল, 'পুলিসদের দিকে এগোবার কোন ইচ্ছা নেই আমার। খামোকা গুলি করতে পারে ওরা। মব-এর দিকে যাওয়া যেতে পারে। দেখা যাবে বহু কিছু।' ওরা হাঁটতে শুরু করল আস্তে আস্তে, এভিনিউয়ের শেষ প্রান্তের দিকে।

হঠাৎ ওদের পিছন থেকে চোঙা মুখে নিয়ে একজন আর্মি বলে উঠল, 'গো ব্যাক। ফিরে যান। দাঁড়িয়ে থাকলে গ্রেফতার করা শুরু হবে। ফিরে যান সবাই।' দাঙ্গাকারীদের উদ্দেশে বলা হচ্ছে কথাগুলো। আতাসী বলে উঠল, 'ওই যে জীপ স্টার্ট নিচ্ছে। দাঙ্গা লেগে গেলে বেঘোরে জানটা হারাতে হবে—দুই পক্ষের মাঝখানে পড়ে গেছি আমরা।' আতাসীর কথা শেষ হবার সাথে সাথে ফায়ারিং শুরু হয়ে গেল। একটা অটোমেটিক। তারপর ঘন ঘন একনাগাড়ে গুলির শব্দ হলো কয়েক সেকেন্ড ধরে। রানার দেখাদেখি কালবিলম্ব না করে পেভমেন্টের উপর শুয়ে পড়েছে আতাসী। ও বলে উঠল, 'পুলিসরা খেপেছে এবার।'

আতাসী থামতে রানা বলল, 'আবার দেখো। পুলিস না, খেপেছে জনতা।'

আতাসী মুখটা তুলে পিছন দিকে করল। জীপগুলো পিছু হটছে একটু একটু করে। পুলিসদের মধ্যে ইতস্তত ভাব দেখা যাচ্ছে। এভিনিউয়ের মাঝখানে পুলিসের

লাশ কয়েকটা।

বিক্ষুব্ধ জনতার গুঞ্জন ধ্বনি গর্জনে পরিণত হলো মুহূর্তে। মাত্র কয়েক সেকেন্ড পর ঝড় উঠল। এগিয়ে আসছে জনতার গোটা দলটা সবেগে গর্জন করতে করতে। এসে পড়ল প্রকাণ্ড ঢেউটা রানা আর আতাসীর উপর।

ওদের ভ্রূক্ষেপ না করে জনতার প্রথম ঢেউটা বয়ে যেতেই উঠে দাঁড়াল ওরা। ওদের চারদিকে জনতা স্লোগান দিচ্ছে, রোষে নাচছে-কুদছে, নির্দেশ জারী করছে, প্রশ্ন ছুঁড়ে মারছে, ছুড়ছে ইঁটও, মেয়েগুলো তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। একটা দল শায়িত এক পুলিসকে লাথি মারার প্রতিযোগিতা চালাচ্ছে। পুলিসটা যে মারা গেছে তা ওরা বুঝতে নারাজ। কারও হাতে আগ্নেয়াস্ত্র দেখল না রানা। কিন্তু একটা লোকের দিকে তখনই চোখে পড়ল ওর। পকেট থেকে যা বের করল সে সেটা একটা গ্রেনেড। পিন স্থানচ্যুত করে ছুঁড়ল লোকটা অদূরস্থ পুলিসবেষ্টনীর দিকে সেটা। ভিড়ের মধ্যে তখুনি হারিয়ে গেল লোকটা। মেশিনগানের ঠা ঠা ঠা শব্দ ভেসে এল দক্ষিণ দিক থেকে। ফেরদৌসি এভিনিউয়েও একই অবস্থা সম্ভবত। রানা আতাসীকে একপাশে টেনে নিয়ে গিয়ে বলল, 'এদিকে দেখার কিছুই নেই। নিরাপদও নয় এখানে থাকা। এগোনো যাক।' পা বাড়িয়ে দিল রানা আতাসীকে ইঙ্গিত করে। আতাসী ওর পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করে বলে উঠল, 'কি চায় এরা?'

যে পাশ-গলিটা দিয়ে বাজারের দিক থেকে এসেছিল এদিকে ওরা সেটা বেবাক খালি। রানা উত্তর দিল, 'জানি না। ইরানিয়ানরা সহজে উত্তেজিত হয় না। খুন-খারাবি পছন্দ করে না ওরা। তুমি তো জানোই। আর একটা কথা। ওদেরকে অস্ত্র ব্যবহার করতে বড় একটা দেখা যায় না। সাধারণ জনসাধারণের লাইসেন্সই নেই আগ্নেয়াস্ত্রের। অথচ আজ ব্যবহার করছে ওরা। ব্যবহার করতে না দেখলেও শব্দ পেয়েছি অনেক আগেই। এসবের পিছনে ক্ষমতাবান কোন চক্র জড়িত। আমি নিঃসন্দেহ।'

'কিন্তু কোন্ চক্র?'

'নিশ্চয় করে জানি না। তবে জানব আমি।' গলি দিয়ে ছুটতে শুরু করল রানা। এখনও শূন্য গলিটা। বাজারের দিক থেকে ফায়ারিঙের গুঞ্জন ধ্বনি কানে ঢুকল। সিঙ্গেল শট। তার মানে অটোমেটিক। কিন্তু তারপরই বিস্ফোরণ কয়েকটা। রানা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে আবার ছুটতে শুরু করে বলে উঠল, 'বাজুকা!'

বাজারের দক্ষিণ দিকে কোন চঞ্চলতাই নেই। দুটো লাশ আর বিশ-তিরিশ জোড়া মালিকবিহীন জুতো পড়ে থাকায় বোঝা গেল সংঘর্ষ ঘটে গেছে খানিক আগে। কয়েকটা দোকানের জানালা ধ্বংসপ্রাপ্ত। আরও একটা পাবলিক বুদ নষ্ট হয়ে রয়েছে। আতাসী বলল, 'বাজারের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় ট্যাঙ্ক না পেলেই হয়। আরও উত্তর দিকে গেলে জুমেরি এভিনিউয়ে গিয়ে পড়ব কিন্তু আমরা।'

বাজারের গোলক ধাঁধায় কাউকে দেখতে পাওয়া গেল না। এই এলাকা তেহরানের মার্কেটিং সেন্টার। আয়রন শাটার নামানো সব দোকানপাটের। বেশ অনেকটা দূরের গোটা একটা ভিড়ের গর্জন খোলামেলা জায়গায় এসে পৌঁছুচ্ছে। বিশ গজ দূরে বেশ ক'জন ছেলে একজন পুলিসকে গাছে ফাঁসি লটকাতে ব্যস্ত।

পুলিসটা অর্ধমৃত, বাঁচবার জন্যে সংগ্রাম করার ইচ্ছা বা শক্তি নেই তার। আতাসী বলল, 'কেটে পড়া দরকার। বদ্ধ পাগল হয়ে গেছে ওরা।'

দূর থেকে গোলাগুলির শব্দ এখনও অবিরাম আসছে। ফেরদৌসি এভিনিউ লোকে লোকারণ্য। সবাই গুলির শব্দ শুনে ছুটছে সেদিকে। প্রায় সব লোকের হাতেই ইঁট বা পাথর। ছুটতে ছুটতে রানা আর আতাসী ফেরদৌসি আর শাহ রেজা এভিনিউয়ের ক্রসিঙের কাছে চলে এল। পশ্চিম দিকে দল বেঁধে ছুটছে সবাই। আতাসী বলে উঠল, 'পাবলিক এমন ভয়ঙ্করভাবে কখনও খেপেনি। শাহ নিশ্চয় নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। কিন্তু জনতার বেশির ভাগই কি চায় তা নিজেরাই জানে না পরিষ্কার।'

রানা বলল, 'ধোঁকাবাজ নেতাদের সুবিধাবাদী মনোভাবের শিকার ওরা। অবশ্যই অভিযোগ আছে জনতার। বিংশ শতাব্দীর ক্ষুধার জ্বালা আর অত্যাচার সইতে না পেরে জনসাধারণ ত্যক্ত বিরক্ত। কিন্তু ওদেরকে মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে উত্তেজিত করেছে নেতারা। সাধারণ জনতার কোন নির্দিষ্ট কর্মপন্থা নেই অধিকার আদায়ের। ওরা সর্বদা শিকার। শোনো!'

বাজুকার বিস্ফোরণকে ছাড়িয়ে ঘড়ঘড় করে শব্দ হচ্ছে। বুঝতে পারল আতাসী, 'ট্যাঙ্ক!'

শাহ রেজা এভিনিউয়ের পশ্চিম প্রান্ত থেকে আসছে ট্যাঙ্ক। রানা দৌড়ুল সেদিকেই। খানিকদূর যেতেই পাওয়া গেল তেহরান প্যালেস হোটেল। জনতা পিছু হটে ওখানটায় জমায়েত হয়েছে। রানা পিছনে আতাসীকে নিয়ে সতর্ক পায়ে এগিয়ে চলল। সামনে একটা ব্যারিকেড। দু'জন লোক সেখান থেকে ফায়ার করছে। রানা বাজুকার টিউব আর মেশিনগানের ব্যারেল দেখাল আতাসীকে। তারপরই রানার চোখে পড়ল ট্যাঙ্ক। ভার্সিটির গেটের কাছে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

বাজুকার লক্ষ্য ব্যর্থ হওয়ায় একটা গাছে গিয়ে লাগল শেল। সাথে সাথে মেশিনগান চলতে শুরু করল। ট্যাঙ্ক থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে বৃষ্টির ফোঁটার মত বর্ষিত হলো বুলেট। দু'জন লোকই নিঃসাড় হয়ে গেল ব্যারিকেডের কাছে। আতাসীর হাত ধরে উল্টোদিকে ছুটতে শুরু করল রানা হঠাৎ। তেহরান প্যালেসের লবিতে এসে দাঁড়াল ওরা। ট্যাঙ্কটা রাস্তা দিয়ে এগিয়ে গেল। কেউ লক্ষ করল না ওদেরকে। গেস্ট ও স্টাফ সবাই শুয়ে পড়ছে মেঝেতে। দ্বিতীয় ট্যাঙ্কের শব্দ উঠল এবং দূরে মিলিয়ে গেল। দুটোই নাদেরী এভিনিউয়ের দিকে গেল। বেরিয়ে পড়ল রানা আবার আতাসীকে নিয়ে। শাহ রেজা এভিনিউ প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়েছে। জীবিত একটা দলও নেই। পূর্ব আর উত্তর দিকে যুদ্ধক্ষেত্র স্থানান্তরিত হয়েছে। কিন্তু গান ফায়ারের শব্দ শোনা যাচ্ছে এখনও। পেভমেন্ট ধরে দ্রুত হাঁটতে হাঁটতে বাস আর মোটর দিয়ে তৈরি ব্যারিকেড পেরোল রানা। মেশিনগান আঁকড়ে ধরে মরে পড়ে আছে দু'জন লোক। এদেরকে দেখে গিয়েছিল রানা। 12.7-মিলিমিটার শেল রিবন থেকে বিচ্যুত দেখল রানা। একটা লাশের উপর ঝুঁকে পড়ল ও। লোকটা ইরানিয়ান। জ্যাকেট ঝাঁঝরা করে ফেলেছে বুলেট, সবুজ রঙের কাগজ দেখা যাচ্ছে পকেটের কাছে। রানা হাতড়ে বের করে এনে দেখল সেগুলো। আতাসী সবিস্ময়ে বলে উঠল পাশ থেকে, 'হায় আল্লা!'

রানার হাতের সবুজ কাগজগুলো হান্ড্রেড ডলারের বিল। চোখ বুজে নাম্বারগুলো স্মরণ করার চেষ্টা করল রানা। সফল হলো ও। কোন সন্দেহ রইল না ওর মনে। এই ডলার রানার চুরি যাওয়া ব্রীফকেসের ডলারের ক্ষুদ্র অংশবিশেষ। আতাসী রানার হাত ধরল, 'উচিত হচ্ছে না, ওস্তাদ এখানে থাকা। হুস্ করে ট্যাঙ্ক এসে পড়বে হয়তো। লুটেরা মনে করে হাজতে চালান দিয়ে দিলেই সর্বনাশ!' আতাসীর কথা কানে গেল না রানার। দ্বিতীয় লাশটার উপর মনোযোগ ওর। একজন আমেরিকান। এই লোকটার সাথে আমেরিকান এমব্যাসীতে ধাক্কা খেয়েছিল রানা। লোকটার বুকে বুলেট নকশা তৈরি করেছে। মুখটা অক্ষত। একটা হাতে এখনও ধরা লেদার ব্রীফকেসের হাতলটা। অন্য হাতটা থেকে খসে পড়ে গেছে একটা ওয়ালথার। আতাসী পা বাড়াল। ব্রীফকেসটা নিয়ে অনুসরণ করল ওকে রানা নিঃশব্দে। উত্তর দিকে যাবার জন্যে একটা সরু গলিতে ঢুকল ওরা। ক'শো গজ যাবার পরই সামনে পড়ল মিলিটারি রোড ব্লক। ভয়ঙ্কর রকম শান্ত প্রকৃতির একজন অফিসার জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করল ওদেরকে। আতাসী জানাল ব্যবসায়িক কাজে তেহরান প্যালেসে আটকা পড়েছিল ওরা, যেতে চায় হিলটনে। অফিসার বলল, 'পায়ে হাঁটা এখন নিরাপদ নয়। একটা জীপের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি আপনাদের জন্যে,' জীপ এল একটা। ওরা চড়ে বসল। সর্বত্র সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। মদীনা এভিনিউয়ে পাশাপাশি দুটো প্যাটন ট্যাঙ্ক। কয়েকটা ট্রাক আর স্টীলের হেলমেটধারী সোলজার পাহলভি এভিনিউয়ে। দক্ষিণ দিক থেকে অস্পষ্ট ভাবে এখনও গোলাগুলির শব্দ ভেসে আসছে। বিদ্রোহীরা সর্বত্র পিছিয়ে গেছে। চূড়ান্ত পরাজয়, এখন শুধু সময়ের ব্যাপার।

হিলটনে জনসমুদ্র। লবি ভর্তি ঐতিহাসিক জনতা। আমেরিকান, ইউরোপীয়ান, ইন্ডিয়ান, পাকিস্তানী, সিংহলী, চীনা—সবদেশের লোক উপস্থিত। মিলিটারি জীপ থেকে ওদের দু'জনকে নেমে আসতে দেখে দলে দলে এগিয়ে আসতে শুরু করল সবাই প্রকৃত খবর শোনবার আগ্রহে। রানা চোখ তুলে কারও দিকে না তাকিয়ে গট গট করে এগিয়ে চলল। একই কায়দায় অনুসরণ করল ওকে আতাসী। ওদের হাবভাব দেখে দু'পাশে সরে গিয়ে পথ করে দিল জনতা নিঃশব্দে। সুবিধে হবে না বুঝতে পেরেছে সবাই।

নিজের রুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে ব্রীফকেসটা খুলে ফেলল রানা। সামান্য কিছু ইউ.এস. কারেন্সি আর এক টুকরো ট্রেসিং পেপার, চার ভাঁজ করা। বিছানার উপর মেলে ধরল সেটা রানা।

একটা শহরের প্ল্যান আঁকা কাগজটায়। কেউ পরিষ্কার ভাবে লাল আর নীল রঙে সার্কেল নাম্বার এঁকেছে। নোট আর নামও লেখা। শহরের উত্তর দিকের নকশা। প্রধান প্রধান এভিনিউগুলোর ইন্টারসেকশনগুলোকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। খাইবান এভিনিউয়ের মাথায় একটা লাল বৃত্ত ও একটি নাম। ঘণ্টা দুই আগে ওই জায়গায় ছিল রানা আর আতাসী। পুলিসের উপর মেশিনগানের বুলেট ছোঁড়া হচ্ছিল এই জায়গাটা থেকে। যতক্ষণ না ট্যাঙ্কটা পরাজিত করে মেশিনগানধারী দু'জনকে। রানা মন্তব্য করল, 'বৃত্তগুলো আর্মড গ্রুপের পজিশন বোঝাচ্ছে।' বৃত্তগুলো গুনল রানা, 'তার মানে এক ডজন অটোমেটিক উইপন। নট হার্ড টু চেক।'

কাবার্ড থেকে বোতল আর গ্লাস বের করতে করতে আতাসী বলে উঠল, 'ব্যাপারটা কিন্তু বেখাপ্পা ঠেকছে। এটা ইয়াজদীর প্ল্যানের অংশ হলেও হতে পারে। কিন্তু মৌলিক ষড়যন্ত্রের পক্ষে এর দাম দাঁড়াবে না এক কড়িও। মেশিনগান আর বাজুকা নিয়ে ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে কেউ লড়তে যায়? আমার মনে হয় না ইয়াজদী খেপিয়ে দিয়েছে জনসাধারণকে। ইচ্ছে করলে নেতাদেরকে পটিয়ে পাটিয়ে তা সে পারে। হয়তো এই বিশৃংখলাটুকুই সে চাইছিল মাত্র। পরে এটাই কাজ দেবে। নিজস্ব পন্থা এটাই হয়তো তার। খবরের কাগজ পড়ে সব বোঝা যাবে—সবগুলো ওর পকেটে।'

'হয়তো।' রানা বলে উঠল, 'তবে একটা কথা পরিষ্কার। ইয়াজদী আর ভ্যান জুড একসাথে কাজ করছে। শাহ-এর বিরুদ্ধে।'

'কিছুই অসম্ভব নয় এদেশে।'

'বুঝলাম। আর দেরি না। আমাদেরকে যেতে হবে তাঁর কাছে। ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সাবধান করে দিতে চাই শাহকে। চলো, তোমার গাড়িটার খোঁজ করা যাক।'

অনেক সাধনার পর একজন ট্যাক্সি ড্রাইভারকে রাজি করানো গেল। প্রতিটি রাস্তার মোড়ে রোড ব্লকের বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হলো ওরা। আতাসী অফিসারদেরকে লাইসেন্স দেখিয়ে অসীম ধৈর্যের সাথে নিজের গাড়ির কথা বুঝিয়ে বলে চলল একের পর এক। ফেরদৌসি এভিনিউয়ে গিজগিজ করছে ট্রুপস্। লালেজার স্ট্রীটের মাঝখানে আগুন ধরে গেছে একটা প্যাটন ট্যাঙ্কে, একটা ট্যাঙ্কের উপর লাশের স্তূপ দেখল রানা। বাজারের সামনে ড্রাইভার নামিয়ে দিল ওদেরকে ট্যাক্সি থেকে। রেডিও বিল্ডিঙের বিপরীত দিকে জায়গাটা। আর এগোতে রাজি নয় ড্রাইভার। পায়ে হেঁটে চলল ওরা।

মার্সিডিজটা পুড়ে গেছে। অ্যান্টি-ট্যাঙ্ক ব্যারিয়ারের কাজে লাগানো হয়েছে সেটাকে। মেরামতের প্রশ্নই ওঠে না। সান্ত্বনা দিয়ে রানা বলল, 'চিন্তা কোরো না। আমেরিকানদের কাছ থেকে তোমার গাড়ির দাম আদায় করে দেব।' আতাসীর দিকে সরে এল রানা, 'প্যালেসের দিকে যেতে হবে এখুনি, আতাসী। চেনো কাউকে ওখানে?'

'রাফা PRO—কিন্তু পাজী লোক। এমব্যাসীর মাধ্যমে চেষ্টা করো না, মেজর?'

'আমেরিকান এমব্যাসী—না। আচ্ছা দেখি।' এগোল রানা। অদূরেই গুলশান-এ-বাওরা কাফে। ভিতরে ঢোকার জন্যে অনেক তদ্বির করতে হলো। পাকিস্তান এমব্যাসীতে ফোন করল রানা।

কিন্তু ও যা আশঙ্কা করেছিল তাই। অ্যামব্যাসাডর বাইরে আটকা পড়ে গেছেন। ফেরবার কোন নির্দিষ্ট সময় পাওয়া গেল না।

ট্যাক্সি পাওয়া গেল না একটাও। কুড়ি মিনিট লাগল প্যালেসে পৌঁছুতে ওদের। গোটা প্যালেসটা সেনাবাহিনী ঘিরে রেখেছে। রাস্তা অতিক্রম করতে এত সময় জীবনে ব্যয় করেনি রানা। রাস্তার মাঝখানে সেনাবাহিনীর অস্থায়ী ছাউনি ফেলা। ভিতরে নিয়ে যাওয়া হলো ওদেরকে। আতাসী জানাল, 'জেনারেল নেশারীর সাথে

দেখা করতে চাই আমরা।' আতাসীর কথায় একজন অফিসার খোঁজ নিতে পাঠাল গার্ডকে দিয়ে। রানার কানে কানে আতাসী বলল, 'নেশারী ইমপেরিয়াল গার্ডের কমাণ্ডে আছে।'

খানিকপর গার্ড ফেরত এল। ওদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো জেনারেল রাফা নেশারীর অফিসে। চশমার ভিতর ধারাল দুটো চোখ জেনারেলের। মাঝারি ওজনের দেহ। চশমার কাঁচ মুছতে মুছতে ধৈর্যের সাথে আতাসীর সব কথা শুনল সে। মাঝে মধ্যে নোট করল কিছু কথা। রানাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'প্রায় ইমেডিয়েটলি আপনার অনুরোধ রক্ষা করতে পারি আমি, কেননা আগামীকাল সকালে আমি নিজেই হিজ ম্যাজিস্টির সঙ্গে মিলিত হচ্ছি। কিন্তু প্রস্তাবনা করার কি কারণ দেখাব আমি? আপনার তরফের?'

'কারণটা জরুরী। সিরিয়াস।' রানা একটা একটা করে শব্দ উচ্চারণ করল, 'গোপনীয়। আমি এখানে ইউনাইটেড স্টেটস অভ আমেরিকার স্পেশাল মিশন নিয়ে এসেছি,' রানা প্রেসিডেন্টের চিঠি হস্তান্তর করল। জেনারেল চোখ বুলিয়ে নিয়ে ফেরত দিল সেটা, 'ডিপলোম্যাটিক চ্যানেল কেন ব্যবহার করছেন না আপনি, মি. মাসুদ রানা?'

'কারণটা উহ্য রাখতে চাই আমি,' রানা বলল। রাফা কাত্ করে চোখে চশমা আঁটল। আলাপের মোড় ঘোরাল সে। চা এল। বলল, 'আগামীকাল তাহলে? সকাল বেলা ফোন করুন আমাকে। এগারোটার সময়। ইতিমধ্যে জেনে নেব আমি। হিলটন বললেন না?'

মাথা কাত করে হ্যাঁ বলল রানা। একজন অফিসার পথ দেখিয়ে বাইরে আনল ওদেরকে। অফিসার বিদায় হতে আতাসী বলে উঠল, 'শাহ-এর সাথে কালকে দেখা হলে আমার নাম বদলে ফেলব।'

রানাকেও চিন্তিত দেখাল। রাফা সন্তুষ্ট করতে পারেনি ওকে। বলল, 'হোটেলে ফিরব। ডকুমেন্ট আর ক্যাশগুলো নিরাপদ জায়গায় রাখতে চাই।'

'আমার একটা জায়গা আছে।' বলল আতাসী।

আধমাইল হেঁটে ট্যাক্সি পেল আতাসী একটা। শহরের দক্ষিণ দিকটা শান্তিময়। কিন্তু ট্রাকভর্তি সোলজার সর্বত্র দেখা গেল। এক কপি Ettaalat কিনল আতাসী। প্রথম পাতায় বড় বড় হেড লাইনে ছেপেছে: ATTEMPTED COUP BY COMMUNIST RIOTERS.

স্থানীয় একটি কম্যুনিস্ট পার্টির নাম উল্লেখ করা হয়েছে খবরে। স্মাগলিং করা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পার্টি মেম্বাররা ট্রেড ইউনিয়নগুলোর সাথে একত্রে তেহরান পুলিস স্টেশনগুলো দখল করবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল। সামান্য সংঘর্ষ হয়েছে এবং ন্যাশনাল ফ্রন্টের কতিপয় নেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আর্মি বিশ্বস্ততার আর একটি প্রমাণ দিয়ে এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়েছে।

আতাসী মন্তব্য করল, 'নিখুঁত ভাবে সেরেছে ইয়াজদী কাজ। দুই পাখি ঘায়েল করেছে একটি ইঁটে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে তার প্ল্যান। কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে লোককে খেপিয়ে দিয়ে নিজের ক্যুর জন্যে ফিল্ড তৈরি করছে ব্যাটা। যারা তার বিরোধিতা করবে তাদের সবাইকে এই সুযোগে জেলে ভরছে সে।'

হিলটনে ফিরে এল ওরা। মেশিনগানধারী সোলজার হোটেলের সামনে। সন্দেহের চোখে তাকাল ওরা ড্রাইভারের দিকে। রানা বলল, 'অপেক্ষা করো। আমি আসছি।'

যেমন রেখে গিয়েছিল রূম তেমনি রয়েছে। সুটকেস নিয়ে নিচে নেমে এল রানা তরতর করে। আতাসীর পাশে বসল ও। ছেড়ে দিল ট্যাক্সি।

আতাসীর বাঙলোর তিনশো গজ দূরে ট্যাক্সি থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে দিল রানা। বাকি পথটুকু হাঁটল দু'জন। বাড়ির ভিতর ঢুকে রানার হাত থেকে সুটকেসটা নিয়ে অন্দরমহলের দিকে অদৃশ্য হলো আতাসী। দশ মিনিটের মধ্যে খালি হাতে ফিরল ও। বলল, 'আমার ওয়াটারট্যাঙ্কের গায়ে লুকানো গর্তে রেখেছি ওটা।' রেডিও অন করল আতাসী কথাটা বলে। রায়ট সম্পর্কে একনাগাড়ে রিপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে রেডিও স্টেশন। আরও কয়েক জায়গায় সংঘর্ষ হয়েছে। টেলিফোন বাজল। রিসিভার তুলে খানিকক্ষণ শুনে হুঁ-হ্যাঁ করে ইতি করল আতাসী। রানাকে বলল, 'বুলডোজার দিয়ে কবর খোঁড়ানো হচ্ছে। কত শত লোক যে নিহত হয়েছে আন্দাজ করা অসম্ভব।'

রাত দশটায় হোটেলে ফিরল রানা। জানালার পর্দার বাইরে আবছা লাল আভা ফুটে রয়েছে। তেহরানের উত্তর প্রান্তের ঘর-বাড়ি পুড়ছে। লাল আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তারপর নিস্তেজ হয়ে যেতে লাগল ধীরে ধীরে। সেই সাথে চোখ বুজে এল রানার। নিবিড় ঘুমের আলিঙ্গনে ঢলে পড়ল দেহটা।

নয়

আবারও ঘুম ভাঙল ওর টেলিফোনের শব্দে। সকাল নয়টা। রাশিয়ান থার্ড সেক্রেটারির গলা। উদ্বিগ্ন। উপরে রানার রূমে আসতে চায় সে।

দ্রুত মাথা আঁচড়াল রানা। সেডেরেস্কো দরজায় টোকা মারল, তারপর ভিতরে ঢুকে টুপিটা খুলে রাখল টেবিলের উপর। সোফায় বসে প্রশ্ন করল দ্রুত গলায়, 'ভ্যান জুড কি বলল?'

'খুব খারাপ কথা! আপনাদের জন্যে, অবশ্য। আপনারা একটা ক্যুর ষড়যন্ত্র করছেন।'

'মিথ্যুক, মিথ্যুক! যাকগে। আর্জেন্ট একটা ব্যাপারে কথা বলতে চাই—তাই এসেছি। আপনি জানেন শাহ গত পরশু প্রায় খুন হতে গিয়ে বেঁচে গেছেন?'

'না। কি ব্যাপার?'

রাশিয়ান সিগারেট ধরিয়ে নিল। তারপরই টোকা পড়ল দরজায়। লাফ দিয়ে উঠল সেডেরেস্কো, 'আমার ডাক।' দরজার দিকে এগোতে এগোতে আবার বলল রহস্যময় ভাবে, 'কিন্তু আপনার জন্যে আসলে।' দরজাটা ফাঁক করে বাইরে হাত বের করে দিল সোভিয়েট ইউনিয়ন এসব্যাসীর থার্ড সেক্রেটারি সেডেরেস্কো। একজন লোক করিডরে। তার হাতে বড় একটা পার্সেল। পার্সেলটা নিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে সোফায় ফিরে এসে বসল সেডেরেস্কো, 'আমার তরফ থেকে—একটি উপহার। ওপেন ইট।'

উপরের কাগজটা ছিঁড়ল রানা। ভিতরে স্বচ্ছ প্লাস্টিকের ব্যাগ। ভিতরে উজ্জ্বল সাদা পাউডারের মত—বোধহয় ময়দা। মুখটা খুলে নিঃসন্দেহ হলো রানা। ময়দাই।

থার্ড সেক্রেটারি ঘোষণা করল, 'এই সেই আপনার বিখ্যাত গমের রূপান্তর। ওটুকুই বাগাতে পেরেছি আমরা।'

'এখানে নিয়ে এসেছেন কেন?' রানা ভুরু কুঞ্চিত করল।

থার্ড সেক্রেটারি সবজান্তার মত হাসল, 'মি. রানা, আমার হয়ে ছোট একটা এক্সপেরিমেন্ট করবেন কি? এক টুকরো কাগজ নিন। আর কাগজে রাখুন এক চিমটি ময়দা। তারপর উইন্ডো-সিলে কাগজটা আলগোছে রেখে এক প্রান্তে আগুন ধরিয়ে দিন লাইটার দিয়ে।'

রানা কথামত করল কাজটা। আগুন ধরিয়ে পিছিয়ে এল ও।

আগুনের শিখা ময়দাটুকুর কাছে পৌঁছুতেই ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল জানালাটা। এক পা পিছিয়ে এল রানা অপ্রত্যাশিত ঘটনায়। থার্ড সেক্রেটারি হাসছে। রানা ফিরল তার দিকে, 'আপনি বলতে চান রেলওয়ে ওয়াগনে আমরা য গমগুলো দেখে এসেছি এগুলো তারই গুঁড়ো?'

'হ্যাঁ। তবে সব নয়। কিন্তু মামুথ ভুনের গমের একটা সামান্য অংশ ভীষণ রকম বিস্ফোরক দ্রব্য। সবচেয়ে বড় কথা, এগুলো আমেরিকার তৈরি।'

রানার চোখে প্রশ্ন ফুটে উঠতে দেখে থার্ড সেক্রেটারি আবার মুখ খুলল, 'গত মহাযুদ্ধে আমেরিকান সিক্রেট সার্ভিস গেস্টাপোকে ফাঁকি দেবার জন্যে ময়দার মত দেখতে এই বারুদই ব্যবহার করেছিল। বড় প্রচণ্ড ক্ষমতা এর। এই হোটেলটাকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেবার জন্যে এই ব্যাগের দুই তৃতীয়াংশই যথেষ্ট।'

'কিন্তু আমার কাছে কেন এনেছেন? কোথা থেকে এল এ জিনিস?'

'মিউচ্যুয়াল কনফিডেন্স পাকা করার ইচ্ছে আমার। কোথা থেকে এল? দুঃখিত, জানা নেই। সম্ভবত পরিত্যক্ত আর্মস ডিপোয় ছিল অবশিষ্টটুকু, ইউরোপের কোথাও। হয়তো অস্ত্রশস্ত্রগুলো যে পাঠিয়েছে সে ভরে দিয়েছে এটুকু সঙ্গে। অবশ্য কোথায় পৌঁছুবার কথা অর্থাৎ কোথায় পৌঁছেছিল তা আমি জানি। জায়গা মতই পৌঁছেছিল।' থার্ড সেক্রেটারি সিগারেটে আগুন ধরাল আর একবার, 'শাহ-এর ডেস্কে, গত পরশু। নর্দার্ন প্রভিন্সের নতুন গম থেকে কি চমৎকার ময়দা তৈরি হয়েছে তার নমুনা দেখাবার কথা ছিল শাহকে। যথাসময়ে সতর্কবাণী পাঠাতে সমর্থ হই আমরা। এবং ব্যাগটা হস্তগত করি একই সাথে। আমরা টেরোরিস্ট নই, আমরা এ জিনিস চাই না। আপনাকে উপহার স্বরূপ দিচ্ছি—ভবিষ্যতে কাজে লাগবে হয়তো। অবশ্য ভবিষ্যৎ বলে যদি কিছু থাকে আপনার।'

'আসল কথা বলতে দেরি করছেন কেন? বলে ফেলুন কি বলতে এসেছেন।'

'সাবধান হোন, মি. মাসুদ রানা। ইয়াজদী পানিতে হাঙর, ডাঙায় কুমীর। তার সিকিউরিটির পক্ষে আপনি ফণা তোলা গোখরোর মত প্রকাণ্ড এক হুমকি। গত পরশুর ব্যর্থ ষড়যন্ত্র তার প্ল্যানের একটি অংশ মাত্র। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম অংশও এই একই উদ্দেশ্যে পরিচালনা করবে সে—শাহ-এর মৃতদেহ দেখার জন্যে। শাহ খতম মানে ইয়াজদীর সামনে খোলা রাস্তা। একমাত্র পথের কাঁটা তার

একজন, আপনি।'

'থ্যাঙ্কস। আমি এখন একটা কাজই করতে পারি। পরবর্তী প্লেনে ওয়াশিংটন গিয়ে প্রেসিডেন্টের সাথে কথা বলি।' রানা পরীক্ষা করতে চায় সেডেরেস্কোকে। লোকটা কি সত্যিই সিরিয়াস?

'দেরি হয়ে যাবে। পলিটিশিয়ানদের চিনি আমি। ওয়াশিংটনে ইয়াজদীর অনেক সাপোর্টার আছে। আপনার প্রমাণ সত্ত্বেও তার বিরুদ্ধভূমিকা পরিষ্কার করতে কয়েকদিন সময় লেগে যাবে। ইতিমধ্যে দেরি হয়ে যাবে অনেক। যা করবার এখানেই করতে হবে আপনাকে—ইমেডিয়েটলি। গো অ্যান্ড সি দ্য শাহ। কিংবা নিষ্ক্রিয় করুন ইয়াজদীকে। আপনি স্বয়ং। এবং আপনাকে সতর্ক করে দিচ্ছি একই সাথে। আমাদের সিক্সথ আর্মি ইরানিয়ান বর্ডারে উপস্থিত। প্রয়োজন হলেই ঢুকব আমরা ব্যাপক ক্ষমতা নিয়ে।' উঠে দাঁড়িয়ে দরজা খুলল থার্ড সেক্রেটারি। নবে হাত রেখে রানার দিকে ফিরে বলল, 'আমরা গোটা ব্যাপারটাকে অত্যন্ত সিরিয়াসলি নিয়েছি, মি. মাসুদ রানা!' থার্ড সেক্রেটারির পিছনে দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

প্রথম কাজ রাশিয়ানের উপহারটা নষ্ট করা। ব্যাগটার ওজন দেখল হাতে নিয়ে রানা। বিশতলা একটা বিল্ডিং উড়িয়ে দেবে বলে কল্পনা করা যায় না। বলাও যায় না। বাথরুমে এল রানা ব্যাগটা নিয়ে। কমোডের মধ্যে খানিকটা ময়দা ফেলে পানি ঢালল আস্তে আস্তে। নরম হয়ে উঠল জিনিসটা। পানির স্রোতে ভেসে অদৃশ্য হলো ড্রেনের ভিতর। গোটা ব্যাগটা খালি করল রানা এভাবে। খালি ব্যাগটা নিজের ব্রীফকেসে ভরে রাখল ও। কেমিস্টকে দিয়ে পরীক্ষা করানো যাবে ওটা। ব্রেকফাস্ট সেরে নিল ও দ্রুত। সময় কাটাবার কথা ভাবতে গিয়ে বারের কথা মনে পড়ল রানার। নিচে নেমে এসে বসল ও। ভদকার অর্ডার দেবার পরপরই একজন ওয়েটার কাছে এল, 'মি. মাসুদ রানা?'

মাথা নাড়ল রানা। ওয়েটার জানাল ফোন এসেছে। উঠে গিয়ে রিসিভার নিল রানা। কথা বলছে সেই রাশিয়ান থার্ড সেক্রেটারি সেডেরেস্কো, 'মাফ করবেন। ওই ''ময়দার'' ব্যাপারে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। টয়লেটের মধ্যে দিয়ে কোন ভাবেই নষ্ট করবার চেষ্টা করবেন না ওগুলো। আমরা ওটা করে সাজা পেয়েছি।'

'কেমন?' ঘাড়ের পিছনকার চুল খাড়া হয়ে উঠেছে রানার।

'স্যুইয়ারের অরগ্যানিক ম্যাটার জিনিসটার সাথে মিশে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে। পাইপগুলো ফেটে গিয়ে গোটা বিল্ডিংটা ভূপাতিত হবে।'

'থ্যাঙ্ক! কিন্তু অনেক দেরি করে ফেলেছেন আপনি।'

রাশিয়ানের হাসির শব্দ শুনল রানা। রিসিভার নামিয়ে রাখার আগে বলল, 'সেক্ষেত্রে আমার অনুরোধ পালান। হোটেল থেকে যতদূর সম্ভব দূরে সরে যান।'

নিজের টেবিলে ফিরে এল রানা। ভদকার স্বাদ তেমন নেই আর। প্যালেসে যাবে ঠিক করল ও।

রাফার অফিসে ঢুকতে এবার বেশি অসুবিধে হলো না। বিপ্লব ব্যর্থ হয়েছে। সেনাবাহিনী সংখ্যায় অল্প। পাঁচ মিনিটের মধ্যে গন্তব্যস্থলে পৌঁছুল রানা। রাফা

তেমনি চশমার কাঁচ মুছতে মুছতে বসতে অনুরোধ করল ওকে। চা এল। কবি হাফিজের কবিতা আবৃত্তি করে শোনাল রাফা বেশ খানিকক্ষণ। তারপর প্রসঙ্গ বদলে ফেলে হঠাৎ বলে উঠল, 'ভাল কথা, হিজ ম্যাজিস্টির সাথে আজ সকালে দেখা করেছি। আপনার কথা উল্লেখ করতে ভুলিনি।'

রানা প্রতীক্ষা করছে।

'হিজ ম্যাজিস্টি আপনাকে স্বাগতম জানাতে পারলে খুশি হবেন।'

'কখন?'

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।' রাফা ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করল মৃদু হেসে, 'আপনি আর ক'দিন থাকতে চাইছেন তেহরানে, মি. রানা?'

'অপ্রয়োজনীয় তথ্যে আপনার কোন কাজ হবে না। শাহকে আমি আগামী সপ্তাহে চাই না। দুদিন পরও না, এমন কি আগামীকালও না। এখন, সম্ভব হলে দশ মিনিটের মধ্যে দেখতে চাই।'

'সেক্ষেত্রে,' রাফার চোখে কৌতুক, 'অসম্ভবকে সম্ভব করতে হবে আমাকে আপনার জন্যে। বেশ, চেষ্টা করব আমি। আজ সন্ধেয় আবার মিলিত হচ্ছি শাহ-এর সাথে—আপনার কথা বলব সব।'

'থ্যাঙ্কু। আগামীকাল একই সময়ে আসব আমি। সম্ভবত খারাপ খবর শোনাবেন না।'

প্যালেসের গেট থেকে বেরিয়ে কয়েকটা দৈনিক কিনল রানা। কাগজগুলো দেখতে দেখতে পৌঁছুল বিদেশী এমব্যাসীতে। প্রতিটি দৈনিকে বড় বড় করে ছাঁপা হয়েছে জেনারেল ইয়াজদীর ছবি। কম্যুনিস্ট বিপ্লবকে ব্যর্থ করে দিয়েছে সে। বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে ইউনিভার্সিটি। টেন পি.এম. থেকে সিক্স এ.এম. অবধি কারফিউ জারী থাকবে। কম্যুনিস্ট পার্টি গোটা হাঙ্গামার জন্যে দায়ী। সকল নেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

সন্তুষ্ট ছিল না রানা। প্রশ্নের পর প্রশ্ন, জেরার পর-জেরা করল ও। অ্যামব্যাসাডর প্রতিটি প্রশ্নেরই উত্তর দিলেন অসীম ধৈর্যের সাথে। প্রতিটি উত্তরের শেষে জুড়ে দিলেন, 'আমি দুঃখিত।'

সন্তুষ্ট হলো রানা। অ্যামব্যাসাডর প্রতিটি ব্যাপারেই যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখিয়েছেন। তাঁর অনুপস্থিতি ইচ্ছাকৃত ছিল না। ব্যাপারটা ঘটনাচক্র মাত্র। রানা সরাসরি প্রশ্ন করল, 'শাহ-এর সাথে দেখা করিয়ে দিতে পারবেন?'

'সাধারণ উপায় রাফার মাধ্যমে! দেখা তো করেছেন আপনি। আর একজন আছে—মিনিস্টার অভ দ্য কোর্ট। কিন্তু আমি চেষ্টা করে ওদের সাথে মিলিত হতে পারিনি। আপনার সাথে দেখা না হলেও আপনার খবর পেয়ে আমি ধরে নিয়েছিলাম যে শাহ-এর সাথে দেখা করবার কথা আপনি বোধহয় ভাবছেন। তাই পরোক্ষভাবে চেষ্টা শুরু করে দিয়েছিলাম আমি। জটিল ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে শাহ-এর সাথে দেখা করা। জেনারেল ইয়াজদী নিজে চেষ্টা না করলে কিছু করার নেই। দেশের পরিস্থিতি ঘোলাটে বলেই এত অসুবিধে দেখা দিচ্ছে। কোনকিছুই বোঝানো এখন মুশকিল। মিনিস্টাররা নিজেরাই উদ্বিগ্ন। তবু, আমি প্রাণপণ চেষ্টা করছি। দেখি কি করা যায়। আগামীকাল কল করবেন একবার দয়া করে।' অ্যামব্যাসাডরকে

অসহায় দেখাল।

বাইরে এসে ট্যাক্সি নিল রানা। আমেরিকান এমব্যাসীতে অ্যামব্যাসাডর জনস্টনকে পাওয়া গেল আজ। আধঘণ্টার মত কথা কাটাকাটি করল রানা। প্রেসিডেন্টের চিঠিটা দাখিল করল। জনস্টন একটু থমকাল। কিন্তু নিজের কথায় অটল রইল সে, 'আপনি ভ্যান জুডের সাহায্য নিতে চাইছেন না কেন? সেই-ই পারে অনায়াসে শাহ-এর সাথে আপনার দেখা করিয়ে দিতে।'

রেগে উঠল রানা, 'আমার প্রশ্নের উত্তর আপনি এড়িয়ে যাচ্ছেন, মি. অ্যামব্যাসাডর। মনে রাখবেন, ওয়াশিংটনে অক্ষত দেহ নিয়েই ফিরব আমি। ওখানে আমার প্রথম কাজ হবে আপনার চাকরি খাওয়া।' কথাটা বলে দাঁড়াল না রানা। পিছন পিছন শুকনো মুখে এল জনস্টন। ট্যাক্সিতে চড়ে বসে সুরাইয়া এভিনিউয়ের নাম বলল রানা ড্রাইভারকে।

বাঙলোর দরজা খুলল আতাসী নিজেই। রানাকে দেখেই প্রশ্ন করল ও, 'পরশু তার পাঠিয়েছিলে একটা, মেজর?'

'হ্যাঁ, কেন?'

'পাঠানো হয়নি জায়গামত। "উপর তলার" হুকুম। পোস্ট অফিসের এক বন্ধু আমাকে জানাল।'

দশ

রাফাকে পাওয়া গেল না প্যালেসে বিকেলে। তারই এক সহকারীর সাথে দেখা করল রানা। লোকটা অস্বাভাবিক রকম খাতির করে বসাল রানাকে। জানাল তার বস্ হিজ ম্যাজিস্টির সাথে রানার সাক্ষাৎ ঘটাবার একটা পাকা ব্যবস্থা না করে বিশ্রাম নেবেন না প্রতিজ্ঞা করেছেন। আগামীকালের মধ্যেই সম্ভবত।

আগামীকালের কথা শুনতে শুনতে তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছে রানা। ফিরে এল ও হোটেলে নিষ্ফল আক্রোশে। আতাসীকে ফোনে পাওয়া গেল না। সারাটা দিন রুমের ভিতর বন্দী বাঘের মত পায়চারি করে বেড়াল রানা। সবকিছু ঘটছে ওর ইচ্ছার প্রতিকূলে।

রাত নেমে এল। ঘণ্টাদুয়েক আর বাকি ডেইজী ইরানীর গাড়ি পৌঁছুতে। তার আগে কয়েকটা কাজ সারা উচিত। পোশাক পরা শেষ হতেই ফোন বাজল। আতাসী?

তিন মিনিট পর রুমে ঢুকল আতাসী, 'ইনফরমেশন, মেজর। মামুথ ভুনের অস্ত্রশস্ত্র চমৎকার ঠাঁই পেয়েছে।'

'তাই নাকি?'

'ইস্পাহান থেকে এই মাত্র ফিরেছে আমার ক'জন বন্ধু। ওখানে উপজাতীয়দের সাথে ওদের যোগাযোগ আছে। উপজাতীয়রা অস্ত্রগুলো ডেলিভারী নিয়েছে।'

'ইন্টারেস্টিং, সন্দেহ নেই। কিন্তু তাতে কি হলো? কোথাও না কোথাও হস্তান্তরিত হতই। ইস্পাহানের উপজাতীয়দের অস্ত্র পাওয়াতে ইরানের রাজধানীর

লাভ-লোকসান কোথায় দেখলে?'

'লাভ-লোকসান আছে, মেজর। এক, যে উপজাতীয়দের কথা বলছি তাদেরই গোত্রভুক্ত ইয়াজদী। ওরা জেনারেলের প্রতি উৎসর্গীকৃত প্রাণ দুই, শাহ একবার ওদেরকে নিরস্ত্র করেছিলেন জাতিগত সংঘর্ষ থামাতে গিয়ে সেই থেকে ওই উপজাতীয়রা শাহ-এর এক নম্বর শত্রু। ইয়াজদীর ষড়যন্ত্রে সানন্দে সাহায্য করতে প্রস্তুত ওরা। অন্যান্য উপজাতীয়দের বিরুদ্ধে ওরা যুদ্ধ ঘোষণা করবে এবার। অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করা হয়েছে সেজন্যেই। আরও একটা খবর আছে

রানা শুনছে।

'জোর গুজব ছড়িয়ে পড়েছে শাহ নিহত হতে যাচ্ছেন আগামী দু'দিন পর জিমন্যাস্টিক প্যারেড অনুষ্ঠিত হচ্ছে আজাফিয়া স্টেডিয়ামে। সচরাচর জনসাধারণের সামনে আত্ম প্রকাশ করেন না শাহ। সুতরাং এই সুযোগে তাঁকে হত্যার চেষ্টা হলে আশ্চর্য হব না আমি।'

'এক্সট্রা অর্ডিনারী সিচুয়েশন, সন্দেহ নেই। শাহও নিশ্চয় এ গুজব শুনেছেন। কিন্তু গ্রাহ্য করবেন বলে মনে হয় না। কেন না সপ্তায় দু'তিন বার এরকম গুজব তিনি শুনতে অভ্যস্ত।'

'মজার ব্যাপার হলো এই যে, যে বন্ধুটি খবরটা শোনাল আমাকে সে বউ ছেলেমেয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছে ইউরোপে। তার মানে গুজবটাকে গুরুত্ব দিচ্ছে সে।'

'আশ্চর্য হচ্ছি না আমি। শোনো আজ কি ঘটেছে।' রানা রাশিয়ান থার্ড সেক্রেটারির সাথে ওর আলাপের কথা বলল আতাসীকে।

চিন্তিত দেখাল ওকে, 'আগামীকাল আমাকে সঙ্গে নিয়ো, ওস্তাদ। রাফার সাথে দু'জনে এক সাথে দেখা করব। আমার হাতে একটা অস্ত্র আছে। মুভি। অবশ্যই বিশেষ ধরনের নীল চলচ্চিত্র। মাঝে মধ্যে নিজেও অংশগ্রহণ করে ও প্রমাণ আছে আমার হাতে।'

রানাকে অনুপ্রাণিত করতে পারল না আতাসীর কথা। বিদায় নিয়ে চলে গেল আতাসী নিজের কাজে। তারপরই ফোন বাজল। ইরানীর গাড়ি এসেছে।

গাড়ির শোফার বোবা। কালা কিনা বুঝতে পারল না রানা। এদিক ওদিক না তাকিয়ে রোবটের মত সিধে গাড়ি চালাতে লাগল সে। চওড়া রোড ধরে আধ ঘন্টা ছুটল গাড়িটা। তারপরই অপরিচিত এলাকায় প্রবেশ করল। দু'ধারে তেপান্তরী মাঠ, মাঝে মধ্যে দু'একটা ভিলা। ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠে গেছে এর পরের পাহাড়ী রাস্তা। স্বচ্ছন্দে উঠে যেতে লাগল গাড়ি। তারপর প্রাইভেট রোডের একটা গেট অতিক্রম করে মোড় নিল। এবার বাড়িটার আলো নজরে পড়ল রানার।

বারান্দার সিঁড়ির ধাপে অপেক্ষা করছিল ডেইজী ইরানী। শাড়ি পরেছে ও। কলাপাতা রঙের জর্জেটের শাড়িতে অসম্ভব মানিয়েছে ওকে। গাড়ি থেকে নেমে ইরানীর হাতটা নিজের মুঠোর মধ্যে নিল রানা। কাঁপা কাঁপা চোখ দুটো নামিয়ে নিল ইরানী। রানার মনে হলো লজ্জাবতী লতা মেয়েটি।

চোখ তুলে মৃদু গলায় ইরানী বলল, 'এতদূরে আসতে বিরক্ত বোধ করোনি তো?'

'করেছি। সারাটা পথ পাশে তোমার অভাব খোঁচা মেরেছে বুকে।' বুকে

আঙুল ঠেকিয়ে দেখাল রানা। ইরানী লাল হয়ে উঠল। বলল, 'ভিতরে চলো। গেস্টদের সাথে দেখা করা দরকার এবার। পরে কথা বলব তোমার সাথে।'

ভিলার অভ্যন্তরে প্রবেশ করল রানা। বিরাটদেহী এক মহিলা যেচে আলাপ করল ওর সাথে। ইরানীর বোন বলে আত্মপরিচয় দিল এবং প্রস্তাব করল চারদিক দেখাবার।

আধো আঁধারে বহু লোককে পাশ কাটিয়ে যুবতীর পিছু পিছু ঘুরে বেড়াল রানা। হলরূমে এল ওরা সবশেষে। ইরানীর বোন সোফায় হেলান দেয়া এক যুবতীর উদ্দেশে কথা বলে উঠতে রানা চকিতে সেদিকে তাকাল। যুবতী বলছে, 'তুমি নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে পরিচিত হয়েছ মি. মাসুদ রানার সাথে, তাই না মালকা?'

স্ট্যান্ডার্ড লাইটের আবছা আলোয় মালকাকে সামনে ঝুঁকে পড়তে দেখল রানা। 'অফকোর্স। হাউ আর ইউ, মি. রানা?' মালকা হাতটা বাড়িয়ে দিল আলগোছে সেটা করায়ত্ত করে মৃদুভাবে উল্টো পিঠে চুমু খেল রানা। মালকা বলে উঠল, 'কেমন দেখলেন এই ক'দিনে ইরান?'

'সব কিছুই আশ্চর্যজনক দেখলাম,' রানা হাসতে হাসতে জানাল, 'দুর্ভাগ্য এই যে শেষ ক'টা দিন ধ্বংস কাণ্ড দেখতে হলো।' রানা মালকার হাতটা ছাড়ল না। মালকা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'দুঃখিত, সত্যি বলছি। ওসব কিছুই না। সব দেশেই ট্রাবলমেকার কিছু মানুষ থাকে—তাদেরই কারসাজি।'

রানা ওর হাত ধরে একটু টানল, যেন গাইড করতে চায়, 'কিন্তু অনেক লোক মারা গেছে শুনলাম।'

'প্রোপাগান্ডা—কম্যুনিস্ট প্রোপাগান্ডা। সামান্য গুলি চলেছে বটে, কিন্তু সৈন্যরা ওদেরকে তাড়াবার জন্যে ফাঁকা শব্দ করেছিল।'

'আমি কিন্তু ট্যাঙ্কও দেখেছি।'

'সে-ও ওদেরকে ভয় দেখাবার জন্যে আনা হয়েছিল।'

রানা ভাবল হয় মালকা ব্যাপারটা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, নয় বাপের চেয়েও বড় মিথ্যুক। মুখে এসব কথা বলল না রানা, 'কোথা থেকে তোমার পোশাক তৈরি করাও বলো তো? এত সুন্দর দেখায় তোমাকে সব সময়?'

মালকা গর্বিত ভাবে হাসল, 'বছরে দু'বার প্যারিসে যাই আমি। আমার ড্রেস পছন্দ তোমার?'

'খুব।' হলরূমের লোকজন কেউ লক্ষ্য করছে না ওদেরকে। ইরানীর বোন ওদের দু'জনার অজান্তে অদৃশ্য হয়েছে এক সময়। কাছাকাছি থেকে ইরানীর গলা কানে ঢুকল রানার, 'ভাবলাম তোমাকে বুঝি আমি হারিয়েই ফেলেছি।' ইরানী আরও কাছে এসে দাঁড়াল। নাচতে যাচ্ছিল রানা। ইরানী বলে উঠল, 'আরে শুরু করো তুমি নিঃসঙ্গ মনে করে খোঁজ নিতে এলাম আমি।' একটু থেমে ও আবার বলল, 'মালকার সাথে সময় কাটাও, পরে আসছি আমি।' ঘুরে দাঁড়িয়ে মৃদু পদক্ষেপে হলরূম থেকে নিষ্ক্রান্ত হলো ইরানী। রানা মালকাকে বলল, 'ড্রিঙ্ক?'

'গুড আইডিয়া ও হাসল, 'আমার পছন্দ অরেঞ্জ জুস, প্লীজ।' রানা বার-এর উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ল। ইরানীর দেখা পেল রানা বারে। বক্তা প্রকৃতির ক'জন প্রৌঢ় ঘিরে রয়েছে ওকে সাধারণ ভাবে চোখ ঘুরিয়ে দেখল ও রানাকে। সামান্য

একটু হাসল। ভদকা আর অরেঞ্জ জুসের অর্ডার দিয়ে হলরুমে ফিরে এসে রানা দেখল দু'জন লোককে নিয়ে মডার্ন আর্ট সম্পর্কে আলাপ জুড়ে দিয়েছে মালকা পানীয় শেষ করেই বারে ফিরে এল রানা।

রানা সামনে এসে দাঁড়াতে মুখ তুলে তাকাল ইরানী। প্রৌঢ় গেস্টদেরকে অগ্রাহ্য করে রানা চোখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলল, 'আমার সাথে নাচবে, ডেইজী?'

উত্তর দেবার সুযোগ না দিয়েই ইরানীর বাহু আঁকড়ে টেনে এনে বাজনার তালে তালে পা ফেলতে শুরু করে দিয়েছে রানা। অগত্যা তাল বজায় রাখতে হলো ইরানীকে কানের কাছে ঠোঁট এনে কথা বলল রানা, 'এই সব লোক কখন বিদায় হবে? একা হতে পারব না আমরা?'

'কাদের কথা বলছ।' ইরানী উৎকণ্ঠিত, 'তোমার মতই এখানে সবাই আমার গেস্ট।'

'কী রূঢ় সত্যি কথা!' রানা কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'অথচ আমি ভেবেছিলাম আমরা দু'জন ছাড়া আর কেউ থাকবে না।'

'পাগল লোক!' অস্ফুটে উচ্চারণ করল ইরানী 'সবাই বিদায় নেবেন খানিক পর। আমরাও বেরুব।'

'কোথায় আবার যাব আমরা?'

'ছোট একটা বাড়ি আছে। এখান থেকে শ'খানেক গজ দূরে।' ত্রস্তে হাঁটা দিল ইরানী

দশ মিনিট। ফেরত এল ইরানী। বলল, 'আমাকে অনুসরণ করো দূর থেকে।' হল-রুম থেকে বেরিয়ে করিডরে চলে এল ইরানী সিঁড়ির ধাপ কটা টপকে উঁচু কংক্রিটের সরু রাস্তা ধরে বাগানের দিকে পা বাড়াল ধীরে ধীরে; ক্রমশ গাঢ় অন্ধকার গ্রাস করল ওকে।

গাছপালার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা অসহায় ভাবে তার পরই পদশব্দ কানে ঢুকল। দ্রুত কয়েক পা এগোল ও শব্দ লক্ষ্য করে আর কোথাও কোন শব্দ নেই। অন্ধকার বাগান নিস্তব্ধ কাছ থেকে শোনা গেল ইরানীর কৌতুকময় গলা, 'পথিক, তুমি কি পথ হারিয়েছ?'

ইরানীর দিকে এগিয়ে গিয়ে ধরে ফেলল ওকে রানা বাগানের শেষপ্রান্তে আবার কংক্রিটের সরু উঁচু পথ বাড়িটা দূর থেকেই দেখা গেল।

ল্যাম্প-অয়েলের গন্ধময় একটা রুমে নিয়ে এল ইরানী রানাকে হাত ছেড়ে দিয়ে বলল, 'দাঁড়াও আলো জ্বালি।' ল্যাম্প জ্বালল ও পাণ্ডুর রোগাক্রান্ত আলো ছড়িয়ে পড়ল রুমের ভিতর। ল্যাম্পের সবুজ শেড। রুমটা ছোট মস্ত একটা ডিভান, দুটো কাঠের চেয়ার, নিচু একটা টেবিল ছাড়া কিছু নেই

'নিখুঁত পরিবেশ,' ফিসফিস করে উঠল ইরানী, 'কেউ বিরক্ত করবে না এখানে।'

সম্মোহিতের মত এগোল রানা তারপর একটা শব্দ ঘাড় ফেরাবার আগেই ছাদটা যেন ভেঙে পড়ল চাঁদির উপর। নিঃশব্দ বিস্ফোরণ হলো যেন কোথাও ল্যাম্পটা শতধাবিভক্ত হয়ে জ্বলতে লাগল চোখের সামনে। একে একে নিভছে

ওগুলো। বসে, দাঁড়িয়ে, শুয়ে, না ভাসমান অবস্থায় রয়েছে বুঝতে পারল না রানা। মনে হলো ইরানী হাসছে খিলখিল করে। কিন্তু ভাল করে কিছু দেখাও গেল না, বোঝাও গেল না শত টুকরো আলোগুলো হঠাৎ পালিয়ে গেল। অন্ধকার, অটুট গাঢ় অন্ধকার

এগারো

নিজের চেষ্টায় ফাঁক হলো চোখের পাতাগুলো। দেখা গেল একটি কালো দেহ দাঁড়িয়ে আছে সামনে। হঠাৎ জ্ঞান ফিরে পেয়ে রানা বুঝতে পারল সে চোখ মেলেছে মুখ হাঁ করে চিৎকার করতে চাইল ও। কিন্তু কোন শব্দ বের হলো না। কব্জিতে ব্যথাবোধ করল কি যেন আটকে গেছে ওখানে শক্তভাবে। আলোর দিকে মাথা ঘোরাতে লাগল রানা একচুল একচুল করে। গলায় ব্যথা লাগছে। আধখোলা দরজা দিয়ে নীল আকাশ উঁকি মারছে রুমের ভিতর। রাত কেটে গেছে।

বেডের পাশে মূর্তিটার দিকে মাথা ঘোরাল রানা। গলাটা এবারও ব্যথা করে উঠল উজ্জ্বল কাপড় পরা লোকটা একজন পারসিয়ান। বড় বড় দাঁত বের করে হাসছে কালো সিল্কের পায়জামার মত অদ্ভুত এক ঢিলে পোশাক লোকটার সারা গায়ে গলার কাছে বোতাম আঁটা। কোমরের বেল্টে লটকানো একটা পিস্তল। ধূমপান করছে লোকটা দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে আরাম করে দাঁড়িয়ে।

নড়াচড়া করা যায় কিনা দেখলে হয়। চেষ্টা করল রানা। মাথাটা তুলতে পারল কিন্তু বেশি তুলতে গেলে ব্যথায় চোখ মুখ কুঁচকে আসে। হাত দুটোর স্বাধীনতা কেড়ে নেয়া হয়েছে নড়ানো গেল না। ডিভানের সাথে আঁট করে বাঁধা। ডিভানেরই তলা থেকে সরু একটা দড়ি উঠে এসে পা দুটোকে শক্ত করে বেঁধে রেখেছে নীরব সংগ্রাম শুরু করল রানা। হাঁপিয়ে উঠল। ঘামল দরদর করে। কিন্তু একচুলও ঢিলে হলো না বাঁধন হাঁপাতে হাঁপাতে কাহিল হয়ে পড়ছে রানা। চোখ দুটো বুজে আসছে কোথাও যেন যাচ্ছে ও, নেমে যাচ্ছে, নিচে, আরও নিচে

ভয়ঙ্করভাবে ধাক্কা খেয়ে চোখ মেলল রানা। কালো পোশাকী লোকটা একটা এলুমিনিয়ামের পাত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুখের বাঁধন খুলে দিল লোকটা। শক্তি দরকার, খেতে হবে, সিদ্ধান্ত নিল রানা। হয়তো মুক্ত হবার একটা সুযোগও এসে যাবে কিন্তু না লোকটা চতুর। বাঁধন খুলল না। নুয়ে পড়ল সে। রানাকে মাথা উঁচু করতে হলো অগত্যা। শিশুর মত পাত্রে মুখ ঠেকিয়ে সেমাই খেল রানা। এভাবে পানি পান করিয়ে রুম থেকে বেরিয়ে গেল অভদ্র লোকটা। অভদ্রই মনে হলো লোকটাকে রানার।

ডেইজী ইরানী। ভাবতে শুরু করল রানা ওর কথা। লাফ দিয়ে চিন্তাটা টেনে আনল স্বপথে আর একজন মেয়েকে মালকা। ইয়াজদীর মেয়ে। এই সামার লাউঞ্জে মালকাকে দেখে সন্দেহ করা উচিত ছিল ওর। সতর্ক থাকা উচিত ছিল। ক্লাসীর কথা ভাবল রানা। ও হয়তো ভাববে ইরানীর সাথে ক'দিন সঘন আনন্দে কাটাতে গেছে কোথাও রানা।

পাশ ফেরার চেষ্টা করল রানা। ব্যর্থ হলো মাত্র ইঞ্চি দুয়েক কাত হতে পারল ও। দরজাটার দিকে তাকিয়ে দৃষ্টি দিয়ে মাপার চেষ্টা করল ও দূরত্বটুকু তিন গজের বেশি হবে না। রুমটার চারদিকে দেখল বহু চেষ্টা করে সাহায্যকারী কিছু চোখে পড়ল না। পড়লেই বা কি, হাতে কে তুলে দেবে?

দরজাটা খুলে গেল মৃদু শব্দে।

'কেমন অবস্থা তোমার?' ইরানী দাঁড়িয়ে আছে দরজার গোড়ায়। ভিতরে ঢুকল ও মৃদু পায়ে। চোখে মুখে অস্বাভাবিক চাঞ্চল্য। কিন্তু হাসার চেষ্টা করছে তবু, 'মাথাটা ব্যথা করছে বুঝি? টিপে দেব?' এগিয়ে এসে ডিভানের পাশে দাঁড়াল ইরানী। রানা একটা একটা করে শব্দ উচ্চারণ করল, 'তোমার সবটুকুই তাহলে অভিনয় ছিল?'

'অভিনয়?' চমকে উঠল ইরানী।

রানার ভুরু কুঁচকে উঠল, 'নাকি ঠাট্টা?'

'অভিনয় কেন বলছ, রানা!'

'বেশ আর বলব না। কিন্তু এসব যদি ঠাট্টাই হয় তাহলে বাঁধন খোলো আমার। আর ব্যাখ্যা করো সব।'

ইরানী ডিভানে রানার পাশে বসল। কিন্তু বাঁধন খোলার কোন আগ্রহ দেখা গেল না ওর মধ্যে। হাসি দেখা দিল ওর ঠোঁটে, 'রানা, তুমি জানো আমি তোমাকে ভালবাসি।'

'ভালবাসার কথা বলার জন্যে বাঁধার দরকার হয় বুঝি?'

'না। আমি তোমাকে বাঁধিনি। তবে এই তোমার জন্যে সবচেয়ে ভাল হয়েছে, রানা।'

চড়া হলো রানার মেজাজ, 'কেন এমন জঘন্যভাবে খেলছ, ইরানী? তোমার প্রশংসা না করে উপায় নেই। তোমার পাতা ফাঁদে বোকার মত পা দিয়েছি আমি।'

ইরানী নুয়ে পড়ে বলল, 'ভুল বুঝো না, লক্ষ্মীটি। সত্যি তোমাকে আমি ভালবাসি। ওরা ফাঁদ পাতার আদেশ দিয়েছিল আমাকে, কিন্তু আমি ওদের দলের কেউ নই। একাজ আমি করেছি শুধুমাত্র তোমার স্বার্থে, রানা। আমাকে ভুল বুঝো না। তোমার এই অবস্থার জন্য ওরা খুব খুশি। আর সেই কারণেই ওরা তোমাকে কোনরকম আঘাত করবে না। হ্যাঁ, আমাকে কথা দিয়েছে ওরা। দেরিও হবে না, আগামীকালই তোমার বাঁধন খুলে দেব আমি। গাড়ি করে কারাজে বেড়াতে যাব ঠিক করেছি, জানো রানা?'

'কারাজে? আমাকে লেকে ডুবিয়ে মারার প্ল্যান তোমাদের?'

'তুমি আমাকে ভুল বুঝবার জন্যে গোঁ ধরে আছ।' ইরানী করুণভাবে হাসল, 'ওখানে বেড়াতে যাব আমরা, বুঝলে? বছরের এই সময়টা বড় মধুর লাগবে ওদিকটায়। গোটা একটা সপ্তাহ কাটাব আমরা দু'জনা। স্রেফ আমরা দু'জন। আর কেউ না।'

'তুমি জানো তোমার ভিতর চেতনা বোধ বলে কোন জিনিস নেই?' রানা বলে উঠল।

'ও কথা কেন বলছ? তুমি চাওনি আমার সঙ্গ? নাকি মিছে অভিনয় করেছিলে তখন?' ইরানীর গলায় ব্যথা।

'তা নয় কিন্তু আমি যা চেয়েছিলাম তার মধ্যে কি এই বন্দীত্ব ছিল?'

'তা ঠিক কিন্তু আমি কি তোমাকে বাঁধতে চেয়েছি? ওরা বলল, তাই সাহায্য করতে হলো। সেতো তোমারই মঙ্গল কামনা করে। ওরা হয়তো খুনই করে ফেলত তোমাকে। চোখের সামনে আমি তা দেখি কেমন করে! এ কি তার চেয়ে ভাল হয়নি? হাজার হোক, এখনও তুমি বেঁচে আছ।'

'দয়াময়ী তুমি, তাই। আচ্ছা "ওরা" কারা? তারা বুঝি এই ষড়যন্ত্রে তোমার পার্টনার? মালকা?'

'জানোই যখন জিজ্ঞেস কর কেন।'

'বুঝলাম। আমার নিরাপত্তার জন্যে এত দরদ তোমার। ওর সঙ্গে যোগ দিয়েছ কেন তবে?'

ইরানী হাসল কৌতুক বোধ করে। বলল, 'তুমি জানো মালকা কার মেয়ে, নয় কি? ও যখন কোন কাজ করে দিতে বলে তখন তা করতেই হয়, বুঝলে? গতবছর ওর এক বান্ধবী কথা শোনেনি, একটা কাজ করে দিতে অস্বীকার করেছিল। পাহাড়ে পাওয়া গেল তারপর তাকে। টুকরো টুকরো করে কাটা।'

'তাহলে আমার সাথে তোমার প্রথম দিককার আচরণ আগে থেকে প্ল্যান করা?'

'হ্যাঁ। কিন্তু তোমাকে দেখে তোমায়···তোমায় ভাল লেগে যায় আমার।'

'তারপর?'

'মালকার বাবা স্বয়ং আমার সাথে দেখা করে। সে বলল তোমাকে এখানে দু'দিন আটকে রাখতে হবে। ব্যাপারটা প্রয়োজনীয়। অবশ্য তোমার কোন ক্ষতি করা হবে না।'

রানা চিন্তা করছিল। ইরানী থামতে বলল, 'তুমি বুঝতে ভুল করেছ, ইরানী। অন্তত আমার বাঁধনগুলো ঢিলে করে দাও। তাহলে দোষী ভাববে না কেউ তোমাকে। বাকিটা আমি একা সেরে নিতে পারব।'

'না। ও আমি পারব না, রানা। কোন লাভও নেই তাতে। লোকটাকে দেখছ তো? ওরা তিনজন পালা করে দরজা পাহারা দিচ্ছে। সন্দেহ হলেই গুলি করে আহত করার হুকুম আছে ওদের। ওরা গুলি না করলেও পার্কের ভিতরের কুকুরগুলো রেহাই দেবে না তোমাকে, ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে। ওদেরকে ফাঁকি দিয়েও কোন লাভ নেই। গেটে পাহারাদার আছে। বাইরে পাহাড়। সরু রাস্তা, দু'পাশে খাদ। তুমি এদিককার পথও চেনো না। ওরা চেনে। তিন মিনিটে ওরা তোমাকে আবার ধরে ফেলবে। রানা, আমাকে বিশ্বাস করো তুমি। বাইরের চেয়ে এখানেই তুমি নিরাপদে আছ। তাছাড়া দেরি হবে না তোমার মুক্তি পেতে!'

রানা অসহায়ভাবে চোখ বুজল। এই মেয়েকে সত্যি কথাটা বোঝাতে পারছে না ভেবে নিজের উপরই ধিক্কার জন্মেছে ওর। ইয়াজদী অত্যন্ত সাবধানী লোক। ব্যবস্থাপনা নিখুঁত ভাবেই করেছে সে।

রানা নরম গলায় নতুন করে বোঝাতে শুরু করল ইরানীকে, 'শোনো, তুমি

জানো আমি কে?'

'তুমি মাসুদ রানা—পূর্ব পাকিস্তান থেকে আমাদের দেশে বেড়াতে এসেছ। ঠিক বলিনি?'

'হ্যাঁ। আমি বাঙালী তাতে কোন ভুল নেই। কিন্তু আমি বেড়াতে আসিনি তুমি জানো কেন এখানে এসেছি?'

'কেন? জানি না।'

'জানবার আগ্রহ হয়নি তোমার কখনও?'

'হ্যাঁ—তা হয়েছে, কিন্তু আমি ধরে নিয়েছিলাম, পলিটিক্সের সাথে তোমার কোন সম্পর্ক হয়তো আছে। কেননা তুমি ইয়াজদীকে চেনো।'

'না, আমি পলিটিক্সে নেই। ইরানী, তুমি জানো সিক্রেট সার্ভিস কাকে বলে?'

'স্পাই?'

'তাও বলতে পারো। শোনো, আমি আমেরিকান সরকারের হয়ে কাজ করছি। সেই কাজেই ইরানে এসেছি। আমার বস্ তোমাদের এই জেনারেল ইয়াজদীর মত। ইরানী, তুমি জানো আমেরিকা ইরান বন্ধুরাষ্ট্র?'

শুকনো হাসি দেখা দিল ইরানীর ঠোঁটে. 'একশোবার জানি। ওরা কত ডলার দিয়েছে আমাদেরকে!'

'ফাইন। তা সত্ত্বেও তুমি বুঝতে পারছ না ব্যাপারটা? ইয়াজদী যে আমাকে খুন করতে চাইবে এটা কি পানির মত পরিষ্কার নয়?'

'কিন্তু—তুমি জানো আমি সামান্য একটি মেয়ে—পলিটিক্স বুঝব কেমন করে!'

'শোনো সব ব্যাখ্যা করে বলছি। জেনারেল ইয়াজদী তোমাদের দেশের একজন বিশ্বাসঘাতক। সে শাহকে হত্যার ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। ক্ষমতা দখল করার ইচ্ছা তার নিজের। এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেবার অভিযানে পাঠানো হয়েছে আমাকে!'

ইরানীকে কৌতূহলী দেখাল, 'সত্যি? তুমি যা বলছ তা সত্যি?'

'আমাকে বিশ্বাস করো।'

অকস্মাৎ ছোট্ট বাচ্চার মত হাততালি দিয়ে উঠল ইরানী, 'কী মজা! কী মজা হবে তাহলে। রানা, তুমি একটা পাগল। জেনারেল যদি ক্ষমতায় যায় তাহলে কিন্তু বড় ভাল হয়।'

'কী বলছ? কেন?'

'জানো না! মালকা যে আমার বন্ধু। আমার জন্যে ব্যাপারটা খুব ভাল হবে।'

'কিন্তু শাহকে যদি জেনারেল খুব করে?'

'শাহকে খুন করার কত চেষ্টাই তো হয়েছে—আরও হবে। শাহ তো একদিন নিহত হবেনই—সবাই তা জানে। কিন্তু রানা, তুমি যাই বলো, জেনারেল জিতলে খুব ভাল হয়।'

'তুমি একেবারে কচি খুকি।'

'কচি খুকি মানে?'

'কিছু না। স্রেফ বাঁধনটা খুলে দাও আমার।'

'অনুরোধ করছি রানা—ও কথা আমাকে বোলো না।'

'তুমি জানো ওরা আমাকে খুন করবে। তার কারণ অনেক বেশি জানি আমি সচেতনভাবে আমাকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দিচ্ছ তুমি।'

'ওরা অমন কিছু করবে না। তাছাড়া আমি করতে দিলে তো

'ইরানী তোমার মত বোকা মেয়ে দুনিয়ায় আর একটিও নেই।'

'তাই-ই। বোকামি করে তোমাকে যদি আঘাত থেকে বাঁচাতে পারি তবে বোকা মেয়ে হতে একটুও আপত্তি নেই আমার

'অন্তত আমার একটা মেসেজ ডেলিভারী দেবার ব্যবস্থা করো

'রানা—না। জেনারেল জানলে খুন করবে আমাকে। শোনো, আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত তোমাকে একা রেখে যাচ্ছি। অফিসে না গেলে নয় আগামীকাল ছুটির দিন—সারাটা বেলা তোমার পাশে থাকব।'

পিছু ডাকার আগেই ইরানী রানার রুম থেকে বেরিয়ে গেল দ্রুত

দুপুর অতিক্রান্ত। বিকেল নামল। ঘুমিয়ে পড়ল রানা।

ঘুম ভাঙল একটা হাতের মৃদু নাড়া খেয়ে। জেনারেল ইয়াজদী উপস্থিত ডিভানের পাশে।

'হাউ আর ইউ, ইওর হাইনেস প্রিন্স মাসুদ রানা?' ইয়াজদীর গলায় ইরানীর মতই স্বাভাবিকতা।

'অবস্থার উন্নতি হবে বাঁধনগুলো খুলে দিলে।' যথাসম্ভব শান্ত, উদ্বেগহীন গলায় উত্তর দিল রানা, 'আমার, তোমারও। আমি জানি তুমি দুশ্চিন্তায় ভুগছ। দুটি দেশের সিটিজেন আমি। দু'দেশেরই প্রতিনিধিত্ব করছি এখানে আমি এর জন্যে তোমাকে জবাবদিহি দিতে হবে।'

ব্রেস্ট পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে বালকের মত হেসে উঠল ইয়াজদী, 'দারুণ হিউমার বোধ তোমার।' সিগার বের করে ধরাল ইয়াজদী, 'বাঁধন তোমার খুলব বৈকি, এখন নয়। যখন তোমার পালাবার কোন উপায় থাকবে না, তখন।' একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল রানার মাথার এক হাত উপরে, 'অভিনন্দন না জানিয়ে পারছি না। বিদেশ-বিভূঁইয়ে কম অ্যাকশন দেখাওনি।'

'থ্যাঙ্ক।' কোনরকম উত্তেজনা নেই রানার গলায়।

'কিন্তু আমেরিকান অ্যামব্যাসাডরটা যদি একটু চালাক হত তাহলে তোমাকে বাঁচাতে পারত হয়তো।'

রানা পাল্টা খোঁচা মারল, 'কিন্তু তোমার এজেন্টরা যদি কাজের লোক হত তাহলে ময়দার ব্যাগ বার্স্ট করাতে ব্যর্থ হত না।'

ইয়াজদী আরও জোরে হেসে উঠল, 'ব্রেভো! মাই ডিয়ার ফেলো। প্রশংসা ছাড়া করার কিছুই নেই। উপযুক্ত সময়েই তোমাকে অক্ষম করে দিয়েছি তাহলে দেখা যাচ্ছে।'

'বাজে কথা না হয় নাই বললে। উদ্দেশ্য কি তোমার বলতে পারো?'

'তোমাকে খুন করা, অফকোর্স।'

'বেড়ে বলেছ।' হাসল রানা চেষ্টা করে, 'নিজের ওপর অগাধ বিশ্বাস তোমার। কিন্তু জানো...'

'আমাকে বলতে দাও,' ইয়াজদী সিগারেটের জ্বলন্ত মুখটা রানার দিকে ধরে

প্রফেসরের মত বুঝিয়ে বলার ধরনে কথা বলছে, 'তোমাকে খুন করব এ কারণে নয় যে তুমি বহু কিছু জানো। কয়েক ঘণ্টা পর আমিই হব এই সম্পদশালী দেশের আইনসম্মত মাথা। তুমি জানো না আমি অসম্ভব সাবধানী লোক। আমি তোমার শত্রু, তুমি আমার শত্রু। শত্রুকে বাঁচিয়ে রাখে বোকারা। আমি বোকা নই। আমার আয়ুকে দীর্ঘ করার জন্যেই শত্রুদেরকে খুন করে থাকি আমি। তাছাড়া ছোট একটা গোপন খবর তোমাকে জানাই,' ইয়াজদী রানার দিকে নুয়ে পড়ে অপেক্ষাকৃত নিচু গলায় কথাটা বলল, 'আমি মানুষ খুন করে চরম আনন্দ পাই।'

সোজা হয়ে দাঁড়াল দৈত্যদেহী জেনারেল, 'আজকাল, তুমি জানো, আমার কাজ প্রশাসনিক আওতায় পড়ে। বহু বছর আগে আমি ছিলাম হিউম্যান সাইকোলজির উগ্রবাদী ছাত্র। রাজনৈতিক বন্দীদেরকে নিয়ে পরীক্ষা চালাতে আনন্দ বোধ করতাম। ওটা নেশার মত দাঁড়িয়ে গিয়েছিল বলতে পারো।' আবার গোপন কথা বলার ভঙ্গিতে রানার উপর ঝুঁকে পড়ল ইয়াজদী, 'এখানে আর কেউ নেই, তুমি আমি ছাড়া। প্রত্যেকটা বন্দীর হাড়-গোড় ভাঙতাম আমি। কিন্তু এক ঘণ্টার বেশি সময় দেয়নি কেউ আমাকে। তার আগেই হেরে যেত। মানে বেঁচে থাকতে পারত না।'

'আমি নিঃসন্দেহ, তোমার মত পাষণ্ড দেশের মাথা হলে দেশ রসাতলে যাবে অবশ্য তুমি যদি মাথা হতে পারো কোনদিন।'

'পারব আমি,' আশ্বাস দিল ইয়াজদী, 'বিশ্বাস করো তুমি আমাকে। বলছি তোমাকে আমার প্ল্যান।'

রানা মন্তব্য করল না দেখে বলতে শুরু করল ইয়াজদী, 'আমি অনেক ভেবেছি। দেখলাম এক ঘায়ে শাহকে আর তার ঘনিষ্ঠ সহচরদেরকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিলে সব দিক দিয়ে সেটা ভাল হয়। টেলিস্কোপ লাগানো রাইফেল বেছে নিতে পারতাম আমি। কিন্তু যথেষ্ট পাকা লোক আমার নেই ওকাজের জন্যে। তাছাড়া উপায়টা বড় রিস্কি। কোন একটা ভুল হয়ে গেলে সব ভেস্তে যাবার সম্ভাবনা। আমি ঠিক করেছি অন্য একটি উপায়ে শাহকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেব আমি।'

'শাহকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেবে তুমি?' নিরুদ্বেগ গলায় কথাটা আওড়াল রানা।

'ঠিক তাই। আগামীকাল প্যারেড গ্রাউন্ডে শাহ তার জন্মবার্ষিকীতে সেনাবাহিনীর অভিবাদন গ্রহণ করবে। অবশ্যই তাকে কড়া ভাবে গার্ড দিয়ে রাখা হবে। কিন্তু তাতে আমার কিছু যায় আসে না। রেডিও কন্ট্রোলড্ একটা এরোপ্লেন আছে আমার। হান্ড্রেড কিলো ডিনামাইট লোড করা। শাহ প্ল্যাটফর্মে উঠে দাঁড়াবার পরই সবেগে গিয়ে তার পায়ের কাছে বিস্ফোরিত হবে। সেন্টিমেন্টাল কারণে আমি বেছে নিইনি এই উপায়টা। ইচ্ছা করলে সাধারণ প্লেনও ব্যবহার করতে পারতাম বটে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে পাইলট তার বিবেক দ্বারা চালিত হতে পারে ভেবে এই উপায়টাকেই সর্বোত্তম বলে মেনে নিয়েছি আমি। রেডিওর তো আর বুদ্ধি-বিবেচনা বলতে কিছু নেই। বন্ধুবর জেনারেল ভ্যান জুড আমাকে একজন দক্ষ টেকনিশিয়ান দিয়ে বাধিত করেছে। মহড়া পর্ব খতম হয়েছে ইতিমধ্যে। টার্গেটের এক গজের মধ্যে পৌঁছাতে পারা সম্ভব হয়েছে প্লেনটাকে। ইনোসেন্ট

ট্যুরিস্ট প্লেনটাকে বিমান বাহিনীর কোন প্লেন ধাওয়া করবে না সে ব্যাপারে আমরা সুনিশ্চিত। তাছাড়া ধাওয়া করলেই বা কি, কাজ সারতে তো মাত্র কয়েক সেকেন্ড লাগবে। কিছু বুঝতে পারার আগেই সব খতম হয়ে যাবে।'

'তুমি নিশ্চয় উপস্থিত থাকবে না শাহ-এর সাথে?'

'হেভী ট্রাফিকের জন্যে পৌঁছুতে দেরি হয়ে যাবে আমার।'

'আর সব দোষ নিশ্চয় কম্যুনিস্ট পার্টির ঘাড়ে চাপবে?'

'বুদ্ধিমান লোক তুমি, আর একবার স্বীকার করছি নিশ্চয়ই এমন কি কম্যুনিস্ট পার্টির বিলি করা প্রচারপত্রও পাবে জনসাধারণ তাতে শাহকে হত্যা করার স্পষ্ট হুমকি লিপিবদ্ধ থাকবে শাহ নিহত হলেই জনসাধারণ বুঝতে পারবে এ কাজ কম্যুনিস্টদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। ওদের হাত থেকে দেশকে বাঁচাবার জন্যে আমি স্বহস্তে ক্ষমতা নেব। অবশ্যই কমান্ডাররা অনুরোধ জানাবে আমাকে…'

'এবং যদি দরকার পড়ে তাহলে নির্দিষ্ট একটি উপজাতি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে তোমার সাহায্যে।'

'গুড হেভেনস্! তাও জানো তুমি?'

'বাট টেল মি. জেনারেল ইয়াজদী,' নিজেকে রানার প্রেস কনফারেন্সের একজন রিপোর্টার বলে মনে হচ্ছে, 'রাশিয়ানরা পরিষ্কার জানে যে তাদের বন্ধুরা এই ষড়যন্ত্রে জড়িত নয়। সাইবেরিয়ান অঞ্চলে ওদের যে সেনা মোতায়েন আছে তারা হাত-পা গুটিয়ে বসে নাও থাকতে পারে। তখন?'

শ্রাগ করল বৃষস্কন্ধ ইয়াজদী। সিগার ধরাল নতুন একটা। বলল, 'হোয়াইট হাউজ চায় না ইরানে রাশিয়ান ফ্ল্যাগ উড়ুক। জেনারেল ড্যান জুড রিপোর্ট করবে ইউ.এস. গভর্নমেন্টকে কম্যুনিস্ট পার্টি কর্তৃক শাহকে নিহত করার বিশদ বিবরণ থাকবে তাতে'। ওর রিপোর্টই মেনে নিতে হবে। আর কেউ উচ্চপদস্থ থাকবে না রিপোর্ট করার জন্যে। তুমিও না।'

'তোমার সৌভাগ্য কামনা করি। কিন্তু এটাই তোমার দুর্ভাগ্য ডেকে আনবে। আমি যার সৌভাগ্য কামনা করি তাকে দুর্ভাগ্যের শিকার হতেই হয়। বহুবার দেখেছি আমি।'

'তাই যদি সত্যি হয় তাহলে এবার ব্যতিক্রম সৃষ্টি হবে একটা। আমি জিতব।' কথাটা শেষ করে প্রকাণ্ড হাঁ করে হাসল নিঃশব্দে দৈত্যদেহী জেনারেল। দরজার দিকে মুখ করে ডাকল, 'আরা!' ডাকের সাথে সাথে একজন জোব্বা পরা পারসিয়ান যন্ত্রচালিতের মত তিন হাত দূরে এসে দাঁড়াল। রানা নিরুদ্বেগ প্রকাশ করার জন্যে চেষ্টাকৃত হাসিটুকু লটকে রেখেছে ঠোঁটে। হাসতে হাসতেই ও শুনল ইয়াজদী একটা কবর খোঁড়ার হুকুম দিল লোকটাকে।

লোকটা বেরিয়ে গিয়ে দুমিনিট পর আবার ফিরে এল রুমে, হাতে একটা কাঠমিস্ত্রির রুল নিয়ে। রানাকে মাপতে চায় সে।

'ছয় ফুট,' রানা বলল, 'আর হাত পা মেলে আরাম করে শুতে অভ্যস্ত আমি।' হাসি উবে গেছে রানার ঠোঁট থেকে।

মৃত্যু উপস্থিত! ভয় পাচ্ছে না ও। কিন্তু দুঃখ হচ্ছে দুটি কারণে। এক,

ইয়াজদীর মত খবিশের হাতে মরার ইচ্ছা নেই ওর। দুই, কর্তব্য শেষ না করে মরতে হচ্ছে ওকে।

'ইওর হাইনেস মিস্টার মাসুদ রানা, পার্কে আমার লোক তোমার কবর খুঁড়ছে। সামান্য সময় এখন তোমার হাতে। বলো, শেষ ইচ্ছা তোমার কি?'

রানা যেন জানত এই প্রস্তাব পাবে ও ইয়াজদীর কাছ থেকে উত্তর দিতে দেরি হলো না ওর, 'একটি ঘন্টা নিশ্চিন্তে কাটাতে চাই আমার বান্ধবী ইরানীর সাথে।'

জেনারেল হাসল বত্রিশপাটি দাঁত বের করে, 'তোমার মত লোকই আমার পছন্দ। তাদেরকে আমি ঘৃণা করি যারা বাদশার মত বাঁচে আর কুকুরের মত মরে। তোমাকে আমি দাম দিই। কথা দিচ্ছি, তোমার দেহ পাঠানো হবে জেনারেল রাহাত খানের সমীপে। সঙ্গে সহানুভূতিসূচক দীর্ঘ একটি পত্রও থাকবে।' ইয়াজদী পদশব্দ শুনে দরজার দিকে ফিরল। পেশাদারী কবর খুঁড়িয়ারা ফেরত এসেছে। ওদের সঙ্গে ইউনিফর্ম পরা একজন লোক। ইয়াজদীর শোফার বলে মনে হয়। বেল্ট থেকে বেয়োনেট টেনে বের করল ইয়াজদী এবার। ডিভানের দিকে এগিয়ে এল। হাত ইশারা করতেই লোক তিনজন ভাবলেশহীন মুখ নিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে।

রানা লক্ষ করছে ইয়াজদীকে। হলুদ চোখ দুটো চকচক করছে তৃষ্ণায় নদীতে ল্যাম্পের প্রতিফলন যেমন দেখায় ঠিক তেমনি আলো ওর চোখে। রক্তপিপাসু লোকের এই কুৎসিত চেহারা আগেও অন্যত্র দেখেছে রানা।

ইয়াজদী ডিভানের উপর রানার বুকের কাছে সন্তর্পণে বসল ধীরে ধীরে, অতি যত্নসহকারে রানার জ্যাকেটের বোতাম খুলল একটা একটা করে তারপর বেয়োনেটের নখ দিয়ে আঁচড়ে শার্টটা ছিঁড়ে ফেলল। বেয়োনেট-ব্লেডের বরফের মত ঠাণ্ডা স্পর্শ বুকের চামড়ায় অনুভব করল রানা। নিজের অজান্তেই শিহরণ বয়ে গেল একবার ওর গোটা দেহ জুড়ে।

'আমার উপজাতীয় সংস্কারে, বহু যুগ আগে, অসৎ সন্দেহে মুরুব্বীরা যে কোন লোকের বুকে ড্যাগার গাঁথত। সেই লোক অসৎ হলে মারা যেত, সৎ হলে বেঁচে যেত। মিস্টার মাসুদ রানা, তুমি কি সৎ?' ইয়াজদী দু'হাত দিয়ে মুঠো করে ধরল বেয়োনেট। তারপর সূচাল মাথাটা স্থাপন করল রানার প্রশস্ত বুকের উপর। এরপর চাপ।

আস্তে আস্তে ব্লেড ঢুকে যাচ্ছে বুকের চামড়া ভেদ করে মাংসে। অসুস্থবোধ করতে শুরু করল রানা। দেহের প্রতিটি লোমকূপ সিক্ত হয়ে উঠেছে। ধারাল ব্লেড। আধইঞ্চির মত ইতোমধ্যেই অদৃশ্য হয়েছে বুকের ভেতর। লাল রক্ত দেখা যাচ্ছে ব্লেডে গাঁথা অংশের উপরেই। রক্ষা নেই জেনেও হাত-পা টান করল রানা। বাঁধন ছিঁড়ে ফেলার ইচ্ছা ওর।

আবার চাপ পড়ল। ব্লেড গেঁথে যাচ্ছে আরও ভিতর পানে। মনোযোগ হারিয়ে ফেলেছে রানা। নিজে কি করছে তা বুঝতে কষ্ট হচ্ছে ওর। শোঁ শোঁ করে প্রবল বাতাসের মত একটানা একটা শব্দ বাজছে কানে মৃত্যুর সন্নিকটে এলে এমন হয় বুঝি। তারপর কি যেন শুনল ও। মৃদু, স্থূল একটা শব্দ। চোখ বুজে গিয়েছিল অসহ্য

যন্ত্রণায়। শব্দটা শোনবার আগেই চোখের পাতা খুলে গেল। তারপরই মৃদু, স্থূল শব্দটা কানে ঢুকল। একই সাথে পাখা গজাল যেন ইয়াজদীর হাতের বেয়োনেটটার। সবেগে উড়ে গেল সেটা দেয়ালের দিকে। দেয়ালে গিয়ে আছাড় খেয়ে সশব্দে পড়ল মেঝের উপর। ইয়াজদী তড়াক করে লাফ মেরে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বেল্টে হাত ঠেকাল।

'হাত ওপরে তোলো,' আতাসীর গলা, 'একচুলও নড়বে না।'

আচ্ছন্ন ভাবটা দূর হয়ে গেল রানার মধ্যে থেকে। ঝট করে মাথা ঘুরিয়ে তাকাল ও। দু'হাতে দুটো কোল্ট-৩৮ নিয়ে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েছে আতাসী। দুটো গানেই সাইলেন্সার। আবার কথা বলল ও, 'হাঁটো, দৈত্য। দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়াও গিয়ে।' আতাসী এগিয়ে এসে রানার বাঁধন কেটে দিল বেয়োনেট দিয়ে। কথা বলল রানা, 'হাতে হাতকড়া। কিন্তু তুমি কেমন করে এসে পৌঁছুলে?'

'পরে। চাবি নিশ্চয় অন্য রুমের লোক দু'জনের কাছে আছে।' জেনারেলের দিকে ইঙ্গিত করে বলল আতাসী, 'তুমি আগে যাও এক পা এক পা করে।'

তিন মিনিট পর ফিরে এল জেনারেল ইয়াজদী আর আতাসী। আতাসীর হাতে পিস্তল এখন একটা। অন্য হাতে চাবির গোছা। সেটা বিছানার উপর ফেলে হুকুম করল ও, 'ওর হাতকড়া খোলো।'

হুকুম শুনে চোখ রাঙিয়ে তাকাল ইয়াজদী। আতাসী হাতের পিস্তলটা দেখিয়ে দিল চোখ মটকে। ইতস্তত করল আরও ক'সেকেন্ড ইয়াজদী। তারপর তার দাঁতে দাঁত চাপার শব্দ শোনা গেল। এগিয়ে গিয়ে চাবির গোছাটা তুলে নিয়ে খুলে দিল সে রানার হাতকড়া।

উঠে দাঁড়াল রানা। দীর্ঘ করে একটা শ্বাস নিল ও।

আতাসীর হুকুমে আবার দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছে ইয়াজদী। দ্বিতীয় পিস্তলটা রানা বের করে নিয়েছে আতাসীর পকেট থেকে। আতাসী কথা বলে উঠল, 'ভিতরে ঢুকে তিনজনকে সাবাড় করতে হয়েছে। মোট ক'জন ওরা?'

'আর বোধহয় একজন। আমার কবর খুঁড়ছে পার্কে।'

'তার জন্য আমরা অপেক্ষা করব। মাসুদ রানার জন্যে যখন খোঁড়া হচ্ছে তখন অসাধারণ একটা কবর হবে সেটা। ব্যবহার না করে ফেরা চলে না।' পিস্তলের ইঙ্গিতে ইয়াজদীকে এক কোণায় নিয়ে গেল আতাসী। ফিরে এল ও দরজার পাল্লার পাশে। রানা ইয়াজদীর কাছাকাছি রইল।

বেশ অনেকক্ষণ কেটে যাবার পর ভারী পদশব্দ শোনা গেল। দরজার পাল্লায় ঠেলা লাগতেই খুলে গেল।

'জেনারেল...' লোকটার গলা শোনা গেল, খালি বিছানা দেখেই হতবাক হয়ে গেছে সে। এক সেকেন্ডের জন্যে থমকে দাঁড়িয়ে রইল দোরগোড়ায়। তারপরই ঢুকে পড়ল ভিতরে, বেল্ট থেকে রিভলভার টেনে বের করতে করতে। আতাসীর কোল্ট ভোঁতা একটা শব্দ করে উঠল। লোকটা অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দু'সেকেন্ড। অকস্মাৎ যেন মর্মর মূর্তিতে পরিণত হয়েছে গোটা দেহটা। পর-মুহূর্তেই কাটা গাছ ঢলে পড়ার মত আছড়ে পড়ল মেঝেতে। নড়ল চড়ল না

আর।

'চলো যাই,' রানা কথা বলল, 'আবার ক'জনের সাথে মোকাবিলা হবে কে জানে!'

'মাথায় একটা আইডিয়া ঢুকেছে, ওস্তাদ।' আতাসী বৈঠকী মেজাজে কথা বলে উঠল, 'বলদটার গাড়ি আছে বাইরে। বলদকে সঙ্গে নিয়ে গাড়িতে উঠতে পারি আমরা। চালাব আমি। তুমি পিছনে বসবে। টুঁ শব্দ করলেই সাবাড় করে দেবে।'

রানা উত্তর দেবার আগেই শ্রাগ করে জেনারেল কথা বলল, 'তোমরা দু'জনেই গাধা। আমাকে মেরে পালাতে পারবে না তোমরা। কথা শোনো বরং। শেষ সুযোগ দিচ্ছি তোমাদেরকে। দিয়ে দাও পিস্তল দুটো। প্রতিজ্ঞা করছি তোমাদের কোন ক্ষতি করব না আমি। তবে কয়েকদিন আটকে রাখব তোমাদেরকে। কোন কষ্ট হবে না, সবরকম আরাম আয়েশ ভোগ করতে পারবে।'

'তুমি ঠিকই বলেছ আতাসী,' রানা না বলে পারল না কথাটা, 'এ ব্যাটা স্রেফ একটা বলদ।'

ইয়াজদীকে গার্ড দিয়ে বাইরে নিয়ে এল ওরা। পরিচিত গাড়িটায় উঠল। সামনের সীটে আতাসী একা। ইয়াজদী ব্যাক সীটে উঠল আগে। এক কোণায় বসবার ইশারা করল ওকে রানা। তারপর রানা চড়ে বসতেই গাড়ি ছেড়ে দিল আতাসী। ভিলাটা জনশূন্য বলে মনে হলো রানার। ছোট ছোট ফুল গাছের মাঝখানে কংক্রিটের সরু রাস্তা দিয়ে সাবলীল বেগে এগিয়ে চলেছে সশস্ত্রগাড়ি। দূর থেকেই পার্কের গেট বন্ধ দেখল আতাসী। গার্ডটাও চোখের আড়ালে নয়।

'জেনারেল বলদকে সাবধান করে দিচ্ছি। তোমাকে দেখেই গেট খুলে দেবে গার্ড। কোনরকম গোলমাল করার চেষ্টা কোরো না। লাভ নেই কোন।'

ইয়াজদী কথা বলল না। মুখ দেখে বোঝাও গেল না কিছু। গাড়ি গেটের সামনে দাঁড়াল। গার্ড কথা বলার জন্যে আতাসীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে এগিয়ে আসছে। সাব-মেশিনগান ঝুলছে কাঁধে। আতাসী আগে-ভাগে বলে উঠল, 'জেনারেল ব্যস্ত,' গলায় ভর্ৎসনা, 'গাধার মত দেরি কোরো না। গেট খোলো।'

ইয়াজদী চেঁচাল, 'খুলো না! শুট, শুট!'

এক সেকেন্ডের নীরবতা। তারপরই চোখের পলকে ঘটে গেল একসাথে কয়েকটা ব্যাপার। ইয়াজদী ধাক্কা মেরে দরজা খুলে ফেলল চকিতে। লাফ মারল। মাঠে গিয়ে পড়েই গড়িয়ে দিয়েছে দেহটাকে। আতাসীর একটা হাত পিস্তল বের করার জন্যে ঢুকে পড়ল পকেটে। রানা পরপর দু'বার ফায়ার করল। গার্ড ফায়ার করল ওর সাথে একই সময়ে। রানার দুটো গুলি গার্ডের বুকে লেগেছে। ভূপাতিত হলো গার্ড। তারই নিক্ষিপ্ত গুলি বর্ষিত হয়েছে গোটা গাড়ির শরীরে। গুঙিয়ে উঠেছে আতাসী।

গুলি করল আবার রানা। ইয়াজদী অনেকটা দূরে। হ্যামার শূন্য চেম্বারে আঘাত করায় ক্লিক করে শব্দ উঠল। দু'পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছুটছে দৈত্যদেহী জেনারেল সাহায্যের জন্যে গাল হাঁ করে আকাশ ফাটাচ্ছে সে। প্রকাণ্ড দেহটা আর ত্রাহি চিৎকার দূরে মিলিয়ে গেল। গার্ড-রুম থেকে দ্বিতীয় গার্ডটি বেরিয়ে

পড়ল। চোখে ঘুম ঘুম ভাব। আতাসী নুয়ে পড়ল পিস্তলের উপর। তারপর ফায়ার করল পরপর দু'বার। একটা গুলি কণ্ঠনালীতে বিঁধল। লোকটা বিস্ফারিত চোখ দুটো আকাশ পানে তুলল। রানা বা আতাসী সেদিকে তাকিয়ে সময় নষ্ট করল না আর। গেট খুলল রানা নেমে গিয়ে। উঠল সামনের সীটে আতাসীর শার্টের একধারে লাল গর্ত। রক্ত গড়িয়ে পড়ছে

'মারাত্মক নাকি?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না। কাঁধের কাছেও বিঁধেছে একটা ঘাড় ফেরাতে পারছি না।'

'বুঝতে পারছি। গাড়ি আমি চালাই।'

'না, ওস্তাদ। তুমি রাস্তা চেনো না ইয়াজদী জাল ফেলবার আগেই শহরে পৌঁছুতে হবে যেমন করেই হোক। সৌভাগ্য আমাদের যে, এখানে রেডিও কার নেই।' গাড়ি ছেড়ে দিল আতাসী।

'কোথায় যেতে চাইছ তুমি?'

'আন্ডার গ্রাউন্ড। সবচেয়ে আগে কভার দরকার আমাদের জেনারেল যে কোন মূল্যে আমাদের লাশ চাইবে এখন।'

রানা বলল, 'তুমি গোটা ষড়যন্ত্রের খবর জানো না। শোনো।' ইয়াজদীর প্ল্যান ব্যাখ্যা করল রানা। গাড়ি পৌঁছুল উপশহরে। তারপর পড়ল ডারব্যান হোটেল পাহলভি এভিনিউয়ে এসে গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিল আতাসী বলল, 'সেক্ষেত্রে শহর ত্যাগ করতেই হবে, মেজর। ইয়াজদী ক্ষমতায় যাবার আগেই; ভায়া কাস্পিয়ান হয়ে রাশিয়ায় ঢুকে পড়লে সবচেয়ে ভাল হয় তুমি ইয়াজদীকে চেনো না, মেজর।'

'না। চিনি না হয়তো। কিন্তু পালাব না ইয়াজদী ক্ষমতায় যেতে পারে না অন্তত আমি ইরানে থাকতে।'

আতাসী ব্যথার প্রকোপে কেশে উঠল বলল, 'খোদার কসম, এমন কলকল করে রক্ত পড়তে থাকলে বাঁচব কিনা সন্দেহ বিছানায় থাকতে হবে, বস্। আমি অসহায়, দুঃখিত। কিন্তু আমি জানি না তোমার কি প্ল্যান ইয়াজদীর প্ল্যান আন্দাজ করতে পারছি। আজ রাতের মধ্যেই তেহরানের সব ক'জন পুলিস বেরিয়ে পড়বে তোমার খোঁজে। ফটো থাকবে ওদের সবার কাছে'

উত্তর দিল না রানা আতসীর কথা মিথ্যে নয় ইয়াজদী আর ভ্যান জুডকে কেউ সন্দেহ করবে না। দ্রুত চিন্তা বয়ে যাচ্ছে মাথার ভিতর ট্রাফিক পুলিসরা সারা রাস্তায় অগ্রাধিকার দিচ্ছে জেনালের ইয়াজদীর গাড়িকে আতাসীর কথায় সংবিৎ ফিরল রানার, 'যে কোন মুহূর্তে কয়েক জোড়া মোটর সাইকেল পিছু লাগতে পারে, মেজর' মোড় নিল ও সরু একটা গলিতে খানিকটা গিয়ে সজোরে ব্রেক করল 'গাড়িটাকে এখানে রেখে যাওয়াই ভাল।' নেমে পড়ল ও রানা নেমে অনুসরণ করল ওকে। দশ-বারো হাত এগিয়েই হোঁচট খেল আতাসী রানার হাত দুটো আতাসীর পতনোন্মুখ দেহটাকে পিছন থেকে বিদ্যুৎবেগে ধরে ফেলল। ওর বাহু ধরে এগিয়ে নিয়ে চলল রানা। আতাসী বলল, 'আমার অবস্থা ভাল ঠেকছে না, বস্।' শ'খানেক গজ হাঁটার পর চোখের ইশারায় একটা ডাস্টবিনের দিকে ইঙ্গিত

করল আতাসী। ডাস্টবিনের পাশেই রঙচুট কাঠের ছোট একটা দরজা সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা আতাসীকে সাথে নিয়ে। হাত উঠিয়ে আতাসী টোকা মারল প্রথমবার দু'বার, তারপর পাঁচবার। ক'মিনিট পর দরজা প্রায় নিঃশব্দে সামান্য একটু ফাঁক হলো। ভিতর থেকে মাঝ বয়েসী একজন মহিলা মুখে উড়নি চাপা দিয়ে উঁকি মারল। আতাসী কষ্টেসৃষ্টে উচ্চারণ করল, 'ডাক্তার আছে?'

মহিলা মাথা নেড়ে সরে গেল দরজা ছেড়ে। আতাসী পায়ের ধাক্কায় দরজা ফাঁক করে ভিতরে ঢোকার জন্যে রানার দিকে তাকাল। ভিতরে ঢুকল রানা আতাসীকে নিয়ে। পাশ থেকে সাথে সাথে দরজা বন্ধ করে দিল মহিলা। এতক্ষণে দেখল রানা ওকে ভাল করে। অসম্ভব লম্বা শরীর। বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে গেল সে ভিতর পানে। উঠান পেরিয়ে মেঝে চটা একটা রুমে গিয়ে আতাসীকে দেখল রানা মহিলা অদৃশ্য হয়ে যাবার পরপরই ক্ষুদ্রকায় ডাক্তার রুমে ঢুকল রানার দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে আতাসীকে পরীক্ষা করে বলে উঠল, 'খুব খারাপ এখনই অপারেশন করতে হবে।' রানার দিকে না তাকিয়েই যোগ করল, 'আমাকে সাহায্য করুন।' টেবিলটা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল ডাক্তার। টেবিলের পায়ার নিচে একটা রিঙ ছিল। সেটা ধরে টান দিতেই ঘড় ঘড় করে শব্দ উঠল। কৌতুকবোধ করল রানা শব্দটার উৎস বোঝা গেল পরমুহূর্তেই। দ্বিতীয় টেবিলটা সরিয়ে ফেলল ডাক্তার। দেখা গেল টেবিলের নিচের ট্র্যাপডোরটা মুখ হাঁ করে রয়েছে। লোহার একটা সিঁড়ি নেমে গেছে গর্তের মুখ থেকে। অনেক কায়দা করে নামাল আতাসীকে ডাক্তার আর রানা। নিচে নামার আগেই ওষুধপত্রের গন্ধ ঢুকল রানার নাকে।

সুসজ্জিত অপারেশন রুম নিচে। ডাক্তার হাইপোডারমিক নিড্ল নিয়ে আতাসীর মুখের কাছে দাঁড়িয়ে বলল, 'মরফিন ইঞ্জেকশন না দিলে চলছে না।' ইঞ্জেকশন দেয়া হতে বলল, 'রক্ত বন্ধ করার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। অ্যান্টিবায়োটিক আনতে হবে বাইরে থেকে ' অস্থায়ী ব্যান্ডেজ করে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে অদৃশ্য হলো ডাক্তার। রানা জানতে চাইল, 'লোকটা কে?'

'নিরাপদ লোক। পুলিস-টুলিসকে দেখতে পারে না। বেআইনী অস্ত্রোপচারে ওস্তাদ লোক। বছরে দুশো গর্ভপাত ঘটে ওর হাতে।'

মরফিনের প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। কথা বলবার সুযোগটা ছাড়ল না রানা, 'বলো, আতাসী। পৌঁছেছিলে কিভাবে তুমি।'

'বড় অদ্ভুত যোগাযোগ, বস্। ইরানে আমি আন্ডার ওয়র্ক করছি তা তো জানো আজ সকালের দিকে হঠাৎ নির্দেশ পেলাম ইরান ত্যাগ করে গ্রীসে রওনা হতে হবে বিদায় নেবার জন্যে ছুটলাম তোমার হোটেলে ওরা বলল তুমি ফেরোনি তুমি একটি মেয়ের পার্টিতে গেছ তা তো আমি জানতামই আমার বান্ধবীদের কাছ থেকে মেয়েটির সন্ধান নিয়ে ওর অফিসে পৌঁছুলাম লাঞ্চের সময় তোমার কথা জিজ্ঞেস করতে মিস ডেইজী ইরানী বলল তুমি নাকি আজ ভোরবেলা বিদায় নিয়েছ পার্টি থেকে কিন্তু সন্দেহ হলো। পার্টির ঠিকানা জানা হয়ে গিয়েছিল আগেই পিস্তল নিয়ে ঢুঁ মারার ইচ্ছা হতেই রওনা দিলাম গেটে সাব-মেশিনগানধারী সেন্ট্রি বাধা দিতেই বুঝলাম ডাল মে কালা তুমি বিপদে পড়েছ

ভাগ্য ভাল-যে সবাই একসাথে বাধা দেয়নি আমাকে, সেক্ষেত্রে তোমাকে রক্ষা করা তো দূরের কথা, আমিই রক্ষা পেতাম না।'

'তারপর কি হলো?'

'তারপর আর কি হবার থাকে। সাব-মেশিনগান গর্জে ওঠার আগেই সাইলেন্সার-পিস্তল তার কাজ গুছিয়ে নিল।'

লোহার সিঁড়ি কেঁপে উঠল। নেমে আসছে ডাক্তার। বগলে বাক্স আর বোতল। রানা বলল, 'অপারেশনের সময়টা আমি বরং উপরের রুমে অপেক্ষা করি।' উঠে এল রানা।

আধঘণ্টা পর ডাক্তার এল রুমে। আস্তিন গুটানো, সারা মুখে ঘাম। বলল, 'শেষ।' রানার দিকে এই প্রথমবার তাকাল পূর্ণ দৃষ্টিতে, 'ঠিক হয়ে যাবে ও। কিন্তু সপ্তাহখানেক বিছানা ছাড়তে দিতে পারব না আমি। নিচেই থাকবে ও। আপনি এখন একবার দেখে আসতে পারেন।'

রানা সিঁড়ি বেয়ে নামল আবার অপারেশন রুমে। আতাসী স্বাভাবিক গলায় বলে উঠল, 'লোকটা কাজের। টেরই পাইনি মোটে।' মুখ শুকিয়ে গেল হঠাৎ ওর, 'যদ্দূর মনে হয়, ইরান তলিয়ে গেল তাহলে!'

রানা বলল, 'কিন্তু আমি এখনও তলিয়ে যাইনি। অ্যামব্যাসাডরের সাথে শেষবার দেখা করব আমি।'

'লাভ নেই, বস্। ইয়াজদী সর্বত্র ফাঁদ পেতে রেখেছে ইতিমধ্যে।'

'কিন্তু এ আমাকে করতে হবে। আমি ছাড়া শাহ-এর প্রাণ বাঁচানো আর কারও পক্ষে সম্ভব নয়।'

'তা ঠিক। কেউ পারবে না বলেই আমার বিশ্বাস। তবে কেউ যদি পারে তবে সে লোক তুমি ছাড়া আর কেউ নয়। যাকগে, আজ রাতটা বিশ্রাম নাও, বস্।'

মেনে নিল রানা আতাসীর কথাটা। কাপড়-চোপড় না খুলেই সোফায় লম্বা করে দিল ও শরীরটা। নিজের অজান্তেই ঘুমিয়ে পড়ল এক সময়।

বারো

আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে বিদেশের একটি ফুটপাথ ধরে হেঁটে বেড়ানোর অভিজ্ঞতা তিক্ত ঠেকল রানার। সারা শরীরে অবসাদ। নিজের চেহারা দেখল ও ফার্নিচারের একটা দোকানের সামনে দিয়ে হাঁটার সময়। নোংরা ঠেকল বড়। মাথার চুল উষ্কখুষ্ক। স্যুটের ভাঁজ নষ্ট হয়ে গেছে।

রাস্তায় বিদেশী লোক বড় একটা দেখা যাচ্ছে না। ভয়ের ব্যাপার। সহজেই চিহ্নিত হয়ে পড়ার আশঙ্কাটা উড়িয়ে দিতে পারল না ও। ইয়াজদী ইতোমধ্যে সবরকম ব্যবস্থা করেছে ওর সন্ধান চালাবার।

আর্মডফোর্স ভর্তি একটা জীপ সগর্জনে ছুটে গেল। কিন্তু রানার দিকে কেউ তাকাল না। ফেরদৌসি আর শাহ রেজা এভিনিউয়ে শাহ-এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বিরাটকায় সব ব্যানার টাঙানো হয়েছে আজাফিরা স্টেডিয়ামে প্যারেডের কর্মসূচী বর্ণিত শাহ-এর ছবির নিচে

ছবির মত পরিষ্কার দেখতে পেল রানা। ইয়াজদী আর ভ্যান জুডের প্ল্যানকে কেউ ঠেকাতে পারবে না। সহজ প্ল্যান। শাহ ও শাহ-এর পার্শ্বচররা সকলেই বিস্ফোরণের ফলে নিহত হবেন। ক্ষমতা হস্তগত করাটা নিছক ফর্মালিটির ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে তারপর। আর স্থূল ধরনের একটা অ্যাক্সিডেন্টে পড়ে প্রাণ হারাতে হবে রানাকে. ইরান ত্যাগ করার আগেই।

ঘড়ি দেখল রানা। বেলা বারোটা। দুটোয় প্যারেড শুরু। ষড়যন্ত্র কার্যকরী হবে নিশ্চয়ই প্রথম দিকে। আড়াইটার সময় হয়তো। মনে মনে সমস্যা সমাধানের চিন্তা করতে আরম্ভ করল রানা। গাড়ি: একটা সমস্যা।

পার্ক হোটেল অতিক্রম করে পিছন দিকের উঠানে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। ছুটির দিন আজ। ব্যবসায়ীরা অবকাশ কাটাতে বারে এসেছে। অনেক গাড়ি। ধীরে পায়ে আবার ফিরে এল রানা সামনের দিকে। হোটেল রিসেপশনিস্ট মেয়েটি অকারণে হাসল ওর আপাদমস্তক দেখে নিয়ে। রিসিভার তুলে ডায়াল করল রানা।

'জনস্টন স্পীকিং.' ইউ.এস-এর ইরানস্থ অ্যামব্যাসাডরের কণ্ঠস্বর চিনতে অসুবিধা হলো না রানার।

'আর্জেন্ট ব্যাপার। এই মুহূর্তে আপনার সাথে কথা বলতে চাই নির্জনে'

অ্যামব্যাসাডর জনস্টন একমুহূর্ত নীরব রইল। তারপর বলল. 'কিন্তু দুঃখিত। শাহ-এর রিসেপশনে বেরিয়ে যাচ্ছি আমি পাঁচ মিনিট পর। আপনার সাথে ঠিক এই ব্যস্ততার মুহূর্তে কথা বলা সম্ভবপর নয় বুঝতে পারছেন নিশ্চয়। আমি জানি আপনি বিপদে পড়েছেন. এবং এও জানি যে নিজের দোষেই পড়েছেন বিপদে জেনারেল ইয়াজদী আপনার নামে ওয়ারেন্ট ইস্যু করেছেন. যথেষ্ট যৌক্তিকতা-আছে তাঁর এই পদক্ষেপ নেবার ভাড়াটে গুণ্ডা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষকে 'খুন' করতে যাওয়াটা উচিত হয়নি আপনার। এদেশের আইনের হাত থেকে আপনাকে বাঁচাবার কোন ক্ষমতা আমার নেই। বিশেষত জেনারেল ভ্যান জুডও যেক্ষেত্রে আপনার প্রতি রুষ্ট '

রানা চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করল. 'কত ডলার?'

'কিসের ডলার? কি বলছেন আপনি. মি. মাসুদ রানা?' উষ্মা ও বিস্ময় জনস্টনের কণ্ঠে।

'ইয়াজদী কত ঘুষ দিয়েছে জানতে চাইছি।'

অপরপ্রান্তে নিস্তব্ধতা।

রানা বলল আবার. 'আমি যদি আজকের দিনের পরও বেঁচে থাকি তাহলে ঘুষের টাকা ভোগ করতে পারবে না তুমি। আমি তোমার চাকরি খাব। আইন তোমার সম্মান খাবে। জেল তোমার স্বাস্থ্য খাবে।' কথাগুলো বলে উত্তরের অপেক্ষা না করে ক্রাডলে রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা।

রিসিপশনিস্ট মেয়েটি এখনও হাসছে রানার দিকে তাকিয়ে। হাসি ফিরিয়ে দেবার মত মেজাজ নেই এখন রানার। ডায়াল করল ও। বিদেশী এমব্যাসী থেকে ফার্স্ট সেক্রেটারি উত্তর দিল, 'মি. অ্যামব্যাসাডর শাহ-এর রিসেপশনে বেরিয়ে গেলেন এইমাত্র।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে নিজের গরজে রিসেপশনিস্ট মেয়েটির দিকে তাকিয়ে হাসল রানা। মেয়েটি বলল, 'আপনার জন্যে আমি কি করতে পারি, মি.…?'

নিজের নাম বলল না রানা, 'ইউনাইটেড স্টেটসে সরাসরি ফোন করতে চাই আমি।'

'ওয়েট এ মিনিট, প্লীজ? লাইন কখন পাওয়া যাবে দেখি।' সুইচ বোর্ডের দিকে মিনিট দুয়েক মন নিবদ্ধ রাখল মেয়েটি। এক্সচেঞ্জের সাথে আলাপ করল মিনিটখানেক। তারপর শুকনো হেসে বলল, 'দুঃখিত। আজ কোন লাইন নেই। আগামীকাল সকালে সম্ভবত একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কোথায় আছেন আপনি?'

'নো নীড,' বেরিয়ে আসতে আসতে বলল রানা, 'ফরগেট ইট, থ্যাঙ্কস এনিওয়ে।'

লবি পেরিয়েই মার্সিডিজটা চোখে পড়ল। ড্রাইভার পেপার পড়ছে। দ্রুত, ব্যস্তসমস্ত পায়ে হেঁটে গিয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা, 'ভাড়া যাবে?'

'ইয়েস, স্যার।' কাগজ ভাঁজ করতে করতে দরজা খুলে নিচে নামল ড্রাইভার। রানা বলে উঠল; 'গুড। আমার ব্যাগেজগুলো পোর্টারের কাছ থেকে নিয়ে এসো তাড়াতাড়ি।'

ড্রাইভার লবি পেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে যেতেই ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল রানা। চাবি ঝুলছে ইগনিশনে। ড্রাইভার যখন খালি হাতে ফিরে এল রানা তখন মোড় নিচ্ছে হাফিজ এভিনিউয়ের দিকে। থ মেরে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে রইল ড্রাইভার। পার্ক হোটেলে আজগুবী ঘটনা কম ঘটেনি। কিন্তু কোন কাস্টমার গাড়ি চুরি করল এই প্রথম। ড্রাইভার চেঁচিয়ে ওঠার আগেই চোখের আড়ালে চলে গেল মার্সিডিজটা।

ট্রাফিক খুব একটা বেশি নয়। সেমিরান রোড ধরে দ্রুতবেগে এগিয়ে চলল মার্সিডিজ। বাঁ দিকে টার্ন নিল খানিকপর। সরু গলি দিয়ে ঢুকে বেরিয়ে এল গাড়ি আরেকটা বড় রাস্তায়। তখ্ত-এ জামসেদ-এর পাশে দাঁড় করাল রানা গাড়ি। সিগারেট ধরাল একটা। শোফারের জন্যে গাড়ির ভিতর বসে বসে অপেক্ষা করছে যেন। ষাট সেকেন্ডের মধ্যে শাহ-এর রাজকীয় বাহিনীকে দেখা গেল। শাহ-এর রোলস রয়েস মাঝখানে। স্টেডিয়ামের দিকে যাচ্ছে শোভাযাত্রা।

রোলস রয়েসের দু'পাশে ছটা করে বারোটা মোটর সাইকেল। হেলমেট পরা মিলিটারি পুলিসগুলোর মুখ কর্কশ, ভাবলেশহীন। সামনে চলে গেছে সাইরেন বাজিয়ে আটটা জীপ। অয়্যারলেস ফিট করা দুটো গাড়ি রোলস রয়েসের আগে পিছে। পিছে চারটে মিলিটারি পুলিস কার। তারপর মোটর কয়েকটা। শাহ-এর মূর্তি এক সেকেন্ডের জন্য আবছাভাবে দেখতে পেল রানা। রাণী ফারাহ দিবা তাঁর পাশে।

ভেবেছিল কোনমতে হয়তো শাহের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সম্ভব হবে, কিন্তু হতাশ হতে হলো রানাকে। এত কড়া প্রহরার মধ্যে কিছুতেই রোলস রয়েসের কাছে যাওয়া সম্ভব নয়।

শোভাযাত্রা চলে গেল সামনে দিয়ে।

*

তেহরানের দিকে ফিরতে হলো রানাকে। এছাড়া আর কিছু করার কথা ভাবতে পারছে না ও। স্টেডিয়ামের দিকে লোক চলেছে পিঁপড়ের মত হাজারে হাজারে। শাহকে সচরাচর সাধারণ মানুষ স্বচক্ষে দেখার সুযোগ পায় না। স্টেডিয়াম বেশি দূরে নয়। আকাশে হাওয়াই ছোঁড়া হচ্ছে। উপর পানে মুখ তুলে তাকাল একবার রানা। কিছু একটা করতে হবে। সময় বয়ে যাচ্ছে। যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে। উপর থেকে চোখ নামিয়ে নিয়েই আবার চোখ তুলল রানা। চিকচিক করছে দক্ষিণ আকাশে কি ওটা?

একটা এরোপ্লেন উড়ে আসছে মেহেরাবাদ এয়ারপোর্টের দিকে যাচ্ছে ওটা। খানিকপরই আইডেনটিফিকেশন চিহ্ন দেখতে পেল রানা। বি.আই.এ. বোয়িং—707

মার্সিডিজ রাস্তার পাশ ছেড়ে মাঝখানে চলে গেছে। চোখ নামিয়েই আঁতকে উঠল রানা। সগর্জনে কি যেন বয়ে গেল পাশ দিয়ে। বেগবান বাতাস বয়ে আনল অপমানকর একটা ইরানী খিস্তি। ওপেলটা মার্সিডিজকে আধ ইঞ্চির জন্যে ধাক্কা মারেনি। এগিয়ে গেছে সেটা অনেকটা। কিন্তু দু'সেকেন্ড আগে বিদ্যুৎ বয়ে গেছে রানার মাথার ভিতরে। রাইট সাইডে গাড়ি আনল ও। তারপর নড়েচড়ে বসল। ওপেলকে ওভারটেক করল রানা আধমিনিটের মধ্যে। রাস্তায় লোকজন নেই, গাড়িও দু-একটা। স্টেডিয়ামের দিকে ভিড় আজ। তুফানের গতি তুলল রানা গাড়িতে। যেমন করেই হোক পনেরো মিনিটের মধ্যে পৌছুতে হবে মেহেরাবাদে। পাইলটকে ধরতে হবে নেমে পড়ার আগে।

রাস্তার সব ক'টা গাড়িকে ওভারটেক করল রানা। ট্রাফিক পুলিসের হুইসেলকে বুড়ো আঙুল দেখাল। লাল আলোগুলো দেখেও না দেখার ভান করে উড়িয়ে নিয়ে চলল মার্সিডিজকে। ওর কানের পাশে বাতাসের হুঙ্কার। মাথার চুলে বাতাসের পাগলামি। মেহরাবাদ রোডে পৌছুল ও। আর মাত্র সাড়ে তিন মিনিট সময় হাতে। পাঁচ মাইল রাস্তা এখনও। ভাগ্য ভাল, রাস্তা ফাঁকা।

এয়ারপোর্ট বিল্ডিঙের সামনে গাড়ি ব্রেক করতে প্রকট একটা শব্দ উঠল টায়ারের সাথে কংক্রিটের ঘর্ষণে। এক ঝটকায় দরজা খুলে লাফিয়ে পড়ল রানা বাইরে। রানওয়েতে ঢোকার সরু পথটা দেখা যাচ্ছে। মুখে একজন সেন্ট্রি। ঘণ্টায় সত্তর মাইল বেগে পা ফেলে পাশ কাটাল রানা লোকটাকে।

পারকিং সারকেলের বিপরীত দিকে এসে দাঁড়াল রানা। 707 ওখানেই দাঁড়ানো। প্যাসেঞ্জাররা ধীরস্থির ভঙ্গিতে নেমে যাচ্ছে। ফুয়েল ট্যাঙ্কারগুলো চাকার নিচে জায়গা মতই রয়েছে দেখল ও। লাগেজ খালাস করা হচ্ছে।

শেষ প্যাসেঞ্জারটি নেমে অনুসরণ করল গোটা দলটাকে। রোদ মাড়িয়ে সিঁড়ির পাদদেশে গিয়ে দাঁড়াল রানা। এয়ারপোর্ট কর্মচারীরা কেউ নেই। সিঁড়ি বেয়ে খোলা দরজা পথে প্লেনের ভিতরে ঢুকে চোখ দুটো কুঁচকে উঠল ওর। বাইরে প্রখর রোদ। ভিতরে বাল্‌বগুলো অফ করে দেয়া হয়ে গেছে ইতোমধ্যে। ইংরেজীতে কে একজন বলে উঠল, 'আপনি?' পরবর্তী উচ্চারণে বিস্ময়, 'কোথা থেকে এলেন? কে আপনি?' গলাটা কোন মেয়ের।

বাঁ দিকে তাকিয়ে এয়ারহোস্টেসকে দেখতে পেল রানা আবছাভাবে। প্রায় চেঁচিয়ে উঠল ও ভারী গলায়, 'তোমাদের ক্যাপ্টেন কোথায়?' বাঙলায় বলল রানা।

'বাঙালী!' মেয়েটি হতচকিত, 'কেন, ক্যাপ্টেনের সাথে কি দরকার আপনার?' এবার বাঙলায় জানতে চাইল এয়ারহোস্টেস।

দ্রুত সংক্ষিপ্ত জবাব দিল রানা, 'ব্যাখ্যা করার সময় নেই। ক্যাপ্টেন কোথায়?'

'ককপিটে। ল্যান্ডিং চেক করছে। এক মিনিট অপেক্ষা করুন।' মেয়েটি ঘুরে দাঁড়াল ব্যস্তসমস্ত হয়ে। রানা প্রায় ধাক্কা দিয়ে পাশ কাটাল ওর। 'Crew Only'—লেখা দরজা ঠেলে অদৃশ্য হয়ে গেল ও ঝড়ের বেগে।

ক্যাপ্টেন সীটের উপর বসে ছিল নুয়ে পড়ে। সিগারেট ধরিয়ে সেকেন্ড পাইলট ক্যাপ্টেনের চেকিং লক্ষ করছিল। ক্যাপ্টেন মুখ তুলে স্বচ্ছন্দভাবে হাসল। ও মনে করেছে একজন প্যাসেঞ্জার কলকব্জা দেখার শখ পূরণ করতে ঢুকে পড়েছে ভিতরে।

'আপনিই ক্যাপ্টেন?'

'দ্যাটস মি।' ক্যাপ্টেন নিজের ভুল বুঝতে পারল রানার কণ্ঠস্বর শুনে।

'আমি মাসুদ রানা। ফ্রম পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স। আমি আপনার সাহায্যপ্রার্থী। ভয়ঙ্কর একটা দুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। আপনার সাহায্য ছাড়া এটাকে রোধ করতে পারব না। প্লীজ, টেক অফ। এখুনি।'

'কি!' ক্যাপ্টেনের পিঠ সোজা হয়ে উঠল এক পলকে। রানার উস্কখুস্ক মাথার দিকে তাকাল। দ্রুত মাথা থেকে পা অবধি দেখে নিল ভুরুর উপর ভাঁজ তুলে। বলল, 'কে উঠতে দিল আপনাকে প্লেনে?' সেকেন্ড ক্যাপ্টেনের দিকে ফিরে বলে উঠল, 'ইরানিয়ান এরোড্রামে গার্ডের ব্যবস্থা নেই নাকি! এসব পাগলরা ঢোকে কিভাবে?'

রানা বাঁ পকেটে হাত দিল, 'সময় বড় কম, ক্যাপ্টেন। দয়া করে টেক অফ করার প্রস্তুতি নিন। ফ্লাইট ক্রুদের সঙ্গে রাখুন। হোস্টেসদেরকে বাদ দিন। ইট কুড বি রিস্কি।'

সেকেন্ড ক্যাপ্টেনের দিকে ঘাড় ফেরাল ক্যাপ্টেন, 'কথা শোনো, এ যেন মামার বাড়ির আবদার! লোকটার ঘাড় ধরে ঠেলে ফেলে দাও।' রানার দিকে ফিরল ক্যাপ্টেন, 'এ কোন্ দেশের নিয়ম, সাহেব? ভাল উপায় ঠাউরেছেন। বাংলায় কথা বললেই হলো? এমব্যাসীতে গিয়ে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা রোধ করার চেষ্টা করুন। যান।'

রানা পকেট থেকে রাহাত খান আর ইউ.এস গভর্নমেন্টের চিঠি দুটো বের করে বাড়িয়ে ধরল, 'এ দুটো পড়ুন।'

'আবার পাগলামি! শুধু কথায় কাজ হবে না বুঝি?'

রানা শান্ত গলাতেই বলে উঠল, 'পাগলামি করবেন না। পড়ুন।'

একরকম চমকেই উঠল ক্যাপ্টেন রানার গলা শুনে। এতসব অপমানকর কথা শোনার পরও কণ্ঠস্বর শান্ত হয় কি করে লোকটার? পাগল-টাগল নয়তো? সেকেন্ড ক্যাপ্টেনের দিকে তাকাল ও। চিঠি দুটো রানার হাত থেকে নিতে নিতে বলে

উঠল, 'যত্তোসব বিরক্তিকর ব্যাপার!'

কাগজ দুটোয় মন দিল ক্যাপ্টেন। ক্রমশ গম্ভীর হয়ে উঠছে তার মুখভাব। রানা দেখে নিচ্ছে ভাল করে। পঞ্চাশের মত বয়েস। বিস্তর ঝড়ঝাপটা বয়ে গেছে এর ওপর দিয়ে। কোন সন্দেহ নেই মিলিটারি পাইলট ছিল কম বয়েসে। কপালে মননশীলতার রেখা।

চিঠি দুটো পড়া হতে মুখ তুলল ক্যাপ্টেন। সাথে সাথে কথা বলে উঠল রানা, 'প্রতিটি সেকেন্ডই দামী এখন। তাড়াতাড়ি করুন এবার।'

ক্যাপ্টেন রানার দিকে না তাকিয়ে সেকেন্ড ক্যাপ্টেনের দিকে ফিরল, 'তোমাকে উঠতেই হচ্ছে, বুঝলে?' রানার দিকে তাকাল তারপর, 'কোথা থেকে জোগাড় হলো চিঠি দুটো? কুড়িয়ে পাওয়া বুঝি? ঘুরে দাঁড়িয়ে সিধে হন হন করে কেটে পড়ো এবার। তা না হলে দুই রান ধরে ছিঁড়ে ফেলে একটা পাঠিয়ে দেব প্রেসিডেন্ট নিক্সনের কাছে অন্যটা রাহাত খানের টেবিলে।'

'বিশ্বাস হলো না বুঝি? বেশ, আরও প্রমাণ আছে আমার কাছে।' ডান পকেটে হাত ঢোকাল রানা। ঝট্ করে বেরিয়ে এল ওর কোল্ট পিস্তল ধরা হাতটা, 'পাগল হলেও ভাত ফেলি না। নাও ইট মাস্ট টেক অফ। এটা আমার হুকুম। দশ সেকেন্ড সময় দিচ্ছি আমি।' সেকেন্ড ও থার্ড পাইলটের উদ্দেশে বলল রানা, 'আপনা-দেরকে দশ সেকেন্ড দিচ্ছি। হাইজ্যাক করার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু এখন করছি।'

কয়েক সেকেন্ড নিষ্পলক তাকিয়ে রইল ক্যাপ্টেন। ক্যাপ্টেনের কপালের মাঝখানে চেয়ে আছে ব্যারেলের মণিহীন চোখটা। নীরবতা ভাঙল ক্যাপ্টেনই, 'অসম্ভব! মারা পড়ব আমি! সিক্স মিলিয়ন ডলার দাম এই বোয়িঙের—কে নেবে এর দায়িত্ব? আমি পারব না! তাছাড়া এরোড্রাম কন্ট্রোল পারমিশনও দেবে না।'

'পারমিশন ছাড়াই তাহলে কাজটা করতে হবে? সিক্স মিলিয়নের দায়িত্ব আমার।'

উত্তেজনায় কয়েকটি সেকেন্ড কেটে গেল। পিস্তলটা আধইঞ্চি বাড়িয়ে ধরল রানা। তারপর ক্যাপ্টেন বলল, 'ও. কে। ইউ আর দ্য বস্, বলুন?'

'গ্যাসের অবস্থা কেমন? ঘণ্টাখানেক চলবে?'

'শিওর।'

'অলরাইট—টেক অফের জন্য প্রস্তুতি নিন।'

'কন্ট্রোলকে কি বলব?'

'নাথিং।'

'কিন্তু কারণ জিজ্ঞেস করবে ওরা।'

'বলুন ব্রেক টেস্ট করছেন আপনি।'

'ও. কে.। সাখাওয়াৎ, সেলের লোকগুলোকে বলো হুক খুলতে। জেনারেটর ক্রুদেরকে জানিয়ে দাও উড়তে যাচ্ছি আমরা।' রানার দিকে ফিরল ক্যাপ্টেন। 'আপনি ভাগ্যবান। ইঞ্জিনে কোন ট্রাবল নেই। পাঁচ মিনিটের মধ্যে রেডি হওয়া যাবে।'

সেকেন্ড পাইলট বেরিয়ে গেল বাইরে। গ্রাউন্ড ক্রুদের সাথে কথা বলতে

দেখল তাকে রানা। যে লোকটা জেনারেটরের চার্জে তাকে বুঝাতে একটু সময় লাগল। ইতোমধ্যে BOAC-র একটা বোয়িং ল্যান্ড করাতে 707-এর প্রতি নজর নেই কারও।

সেকেন্ড পাইলট উপরে উঠে ক্লিনারদের নামিয়ে দিল। হেভী এয়ার টাইট ডোর বন্ধ করে দিল সে। চেকলিস্টে চোখ বুলিয়ে নিজের সীটে বসে বলল, 'ও. কে. টু টেক অফ, ক্যাপ।'

'ও. কে.। স্টার্ট ওয়ান।'

পোর্ট আউটার ইঞ্জিন শিস দিয়ে উঠল। তারপর গর্জনে পরিণত হলো শব্দটা।

'স্টার্ট টু।'

পোর্ট ইনার

'থ্রী অ্যান্ড ফোর।' গর্জন ধ্বনি সহনীয় হয়ে এল এবার। ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেলের লাল নীল বালবগুলো জ্বলছে আর নিভছে। জেনারেটর ক্রুরা নিজেদের ট্র্যাকটরে উঠে বসে কাজে হাত লাগিয়েছে। ঘড়ি দেখল রানা।

রেডিও ক্যারক্যার করে উঠল। তারপর শোনা গেল কণ্ঠস্বর, 'কন্ট্রোল টু N-BHGE, ব্যাপার কি? ইঞ্জিন স্টার্ট দিচ্ছ কেন?'

মাইক্রোফোন তুলে নিল ক্যাপ্টেন, 'N-BHGE টু কন্ট্রোল, রিকোয়েস্ট পারমিশন টু ট্যাক্সি। ব্রেকে গোলমাল দেখা দিয়েছে। চেক করা দরকার। ওভার।'

ক্যারক্যার শব্দটা আবার শোনা গেল। তারপর, 'পারমিশন গ্র্যানটেড, N-BHGE, কিন্তু ট্যাক্সি রানওয়ের বাইরে যেয়ো না।'

'ও. কে. কন্ট্রোল। আউট।' ব্রেক রিলিজ করে দিয়ে আস্তে করে থ্রটল খুলে দিল। ভারী বোয়িং ধীরে ধীরে এগোতে শুরু করল রানওয়েতে।

ক্রমশ স্পীড বাড়ছে। এয়ারপোর্ট বিল্ডিং ছুটে চলে গেল পিছনে। ক্যাপ্টেনের পিছনে দাঁড়িয়ে রানা। সামনে রানওয়ের দিকে দৃষ্টি ওর। কাগজ ছেঁড়ার মত করে রেডিওর ক্যারক্যার শব্দটা আবার হলো। রানা বিরক্ত হয়ে বলল, 'বন্ধ করো ওটা!' রেডিও অপারেটর থাবা মেরে সুইচ অফ করে দিল। বোয়িং টেক অফ রানওয়ের ইন্টারসেকশনের কাছে এসে পড়েছে। ক্যাপ্টেন চেঁচাল, 'এবার কি?'

'ফোরটি ফাইভ ডিগ্রীতে পরিচালনা করুন।'

চারটে থ্রটল-লিভার টানল ক্যাপ্টেন। এয়ারক্রাফট কাঁপতে শুরু করল। ব্রেকের বিরুদ্ধে শক্তির খেলা চলেছে। অকস্মাৎ রেডিও অপারেটর কথা বলে উঠল চিৎকার করে, 'লুক, ক্যাপ্টেন, রানওয়েতে ওটা...'

রানওয়ের সুদূর প্রান্তে একই সাথে চোখ ফেলল ক্যাপ্টেন আর রানা। একটা জীপ আসছে প্লেনের দিকে। ধুলো উড়তে দেখে বোঝা গেল ফুল স্পীডে আসছে ওটা। রেডিও বন্ধ হয়ে যাওয়াতে কন্ট্রোল নার্ভাস হয়ে পড়েছে।

রানা চাপা স্বরে বলল, 'এখনও সময় আছে আপনার হাতে।'

'কিন্তু ফুল স্পীডে আসছে ওটা।'

'তাহলে আগেই টেক অফ করতে হবে।' রানা কোল্টটার মুখ উঁচিয়ে ধরল। ইঞ্জিনের শব্দ উগ্র হয়ে উঠল। সাথে সাথে যেন সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল প্লেনটা।

জীপটা এখনও ক্ষুদ্রাকার দেখাচ্ছে। কিন্তু হু হু করে কমে যাচ্ছে মাঝখানের ব্যবধান।

'ওটার সাথে ধাক্কা খেতে যাচ্ছি আমরা।' বিমূঢ় গলা ক্যাপ্টেনের।

'থামবেন না। কীপ গোয়িং।'

রানওয়ের মাঝখানে চলে এসেছে জীপটা। লোকগুলো হাত নাড়ছে ঘন ঘন, দেখতে পেল রানা। ক্যাপ্টেন উত্তেজিত, 'ওটা যদি রানওয়ের মাঝখান থেকে সরে না যায় তাহলে সবাই মরব আমরা।'

'কীপ গোয়িং।' রানার গলা নির্মম শোনাল।

আবার কাঁপল বোয়িং। একটু পাশে সরে গেল মুহূর্তে। জীপটা বড়জোর আধ মাইল দূরে এখন।

'টেক অফের জন্য কতটা দরকার আর?'

'হয়তো ছয়শো গজ।'

জীপটার সাথে ধাক্কা লাগছেই। লোকগুলো ভাবছে প্লেন দাঁড়িয়ে পড়বে। ফোর্স চেঞ্জ করার কোন লক্ষণ নেই জীপটার।

'ফুল পাওয়ার!' চেঁচিয়ে উঠল ক্যাপ্টেন। কন্ট্রোল কলাম ধরে পিছন দিকে টান মারল সে দু'হাত দিয়ে। 707-এর গর্জন অসহ্য হয়ে উঠল পলকের মধ্যে। বিদ্যুৎবেগে এসে পড়ল জীপটা নিচে। প্রচণ্ড কম্পন উঠল একটা। রানওয়ের বাঁ দিকে কাটল প্লেন, এক সেকেন্ড পরই সোজা হলো। ছিটকে পড়ল রানা। সামলে ওঠার আগে আবার গড়াল দেহটা চেয়ারের পায়াগুলোর পাশে।

রানা উঠে দাঁড়িয়ে দেখল ক্যাপ্টেন আর সেকেন্ড পাইলটের চারটে হাত জলতরঙ্গ বাজাবার মত সবেগে ব্যস্ত ইনস্ট্রুমেন্টস আর কন্ট্রোল সামলাতে। তীরবেগে খাড়া হয়ে উপরে উঠে যাচ্ছিল বোয়িং। লেভেলে এল ক'সেকেন্ড পর। ক্যাপ্টেন ঘর্মাক্ত মুখ ফিরিয়ে তাকাল রানার দিকে। এই প্রথম হাসল সে, 'আপনি ভাগ্যবান। উইদাউট পে-লোডে ছিলাম বলে এটা সম্ভব হলো। এর আগে এত শর্ট ডিসট্যান্টে উড়িনি আমি। কিন্তু রাডার ইমেডিয়েটলি পাকড়াও করবে আমাদেরকে। ফাইটার পিছু নেবে খানিক পরই।'

'বি.আই. এ-র একটি বোয়িংকে গুলি করে ধ্বংস করার ইচ্ছা ওদের হবে না।'

'তা হবে না। কিন্তু বাধা সৃষ্টি করে নামতে বাধ্য করবে।'

'তার আগে কিছু ঘটতে পারে।'

রুমাল বের করে ঘাম মুছল ক্যাপ্টেন। রানা তার দিকে চোখ রেখে প্রশ্ন করল, 'কতটা নিচে দিয়ে উড়তে পারেন?'

'এইট, কিংবা সিক্স থাউজেন্ড ফিট। কিন্তু সে বড় বিপজ্জনক।'

'গতি কি হবে?'

'টু-হান্ড্রেড প্লাস।'

'ওই স্পীডে প্লেনকে যথেচ্ছ খেলানো যায়?'

'যায়। টোয়েনটি ডিগ্রী ফ্ল্যাট টার্ন হচ্ছে লিমিট।'

'আই সি,' রানাকে চিন্তা করতে দেখা গেল একমুহূর্ত, 'ক্যাপ্টেন, যুদ্ধে ছিলেন

নাকি আপনি?'

'শিওর। কেন?'

'কোথায়?'

'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে। ইউরোপে। বমবারে ছিলাম আমি।'

'জার্মান ফ্লাইং বমের কথা মনে আছে? V-1s?'

'শিওর।'

'মনে আছে ইংলিশ ফাইটার পাইলটরা কিভাবে ওগুলোকে থামাত? অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট স্ক্রিনকে যখন তখন ফাঁকি দিতে পারত বমগুলো?'

'হ্যাঁ, ওরা পাশে গিয়ে হাজির হত। বমের গায়ে ধাক্কা দিত ডানার শেষ প্রান্ত দিয়ে। এসব বলার মানে কি আপনার? পঁচিশ বছরের বেশি হলো যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। আর ইরানের কোথাও ফ্লাইং বম নেই। তাছাড়া এটা ফাইটারও নয়। এটা হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি টন লাক্সারী লাইনার।'

'বাজে কথা।' বলল রানা, 'যুদ্ধ পৃথিবী থেকে নির্বাসিত হয়েছে একথা কেউ বলবে না। আর ফ্লাইং বম ইরানে আছে। অন্তত একটা নিশ্চয়ই আছে।' রানা দ্রুত সংক্ষেপে বলে গেল শাহকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র সম্পর্কে শেষে বলল, 'ওটাকে গুলি করে ধ্বংস করতে পারছি না আমরা ধাক্কা মেরেই কুপোকাৎ করতে হবে।'

'এ তো বড় মজা। এতই সহজ! আপনি দেখছি সবকিছুতে মিরাকল চান।' তিক্ত গলা ক্যাপ্টেনের।

'সহজ তো বলছি না আমি। বলছি এছাড়া কোন উপায় নেই আর।'

'বেশ। পড়েছি মোগলের হাতে খানা খেতে হবে সাথে। কোথা থেকে উড়ছে সেটা?'

'সঠিক জানা নেই। তবে স্টেডিয়ামের কাছাকাছি কোন জায়গা থেকেই হবে। রেডিও কন্ট্রোলের আওতায় থাকার কথা। তেহরানের উত্তর দিকে স্টেডিয়াম। পাহাড় আর শহরের মাঝখানে। সুতরাং ওটার টেক অফ করার জায়গা পুব বা পশ্চিম দিকে কোথাও হতে পারে। পুব দিকেই আমার সন্দেহ।'

শহরের পাঁচ হাজার ফিট উপর দিয়ে উড়ছে বোয়িং। পরিষ্কার আকাশ। রাস্তাগুলোকে স্কেলের মত দেখাচ্ছে। রানা বলল, 'সময় নেই হাতে বেশি। স্টেডিয়ামের দিকে চলুন। আরও নিচু দিয়ে। দেখা যাক কোন্ দিক দিয়ে উদয় হন তিনি।'

ডাইভ দিয়ে এক হাজার পাঁচশো ফিটে নেমে এল বোয়িং। স্টেডিয়ামের উপর দিয়ে যান্ত্রিক পাখিটা উড়ে যাচ্ছে। স্যালুট গ্রহণ করছেন শাহ। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সব রানা। মাঠের বাকি অংশে ড্রিল হচ্ছে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের। শারীরিক কসরৎ দেখাচ্ছে সৌখিন ক্লাবগুলোর হাজার হাজার মেম্বার। কেউ তাকাল না উপর পানে। লং ডিসট্যান্স এয়ার লাইনগুলো মেহেরাবাদে ল্যান্ড করার আগে প্রায়ই শহর প্রদক্ষিণ করে নেয়। রানা ক্যাপ্টেনের উদ্দেশে বলল, 'ফিরে চলুন। কোর্স ইস্ট সেট করে নিন।'

কাত হয়ে গিয়ে উচ্চতা কমাল বোয়িং। দ্বিতীয়বার স্টেডিয়াম ক্রস করার

সময় দর্শকরা অনেকে উপর পানে চোখ তুলল। ব্যান্ডের শব্দ চাপা পড়ে গেছে বোয়িঙের গর্জনে। মরুভূমির দিকে তাকাল রানা অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ে কিনা দেখার আশায়। সূর্য-স্নাত মাটির ঘরগুলো ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না ও।

শহর বহু পিছনে পড়ে গেছে। মোড় নেবার নির্দেশ দেবার জন্যে মুখ খুলতে যাচ্ছিল রানা। কিন্তু সেকেন্ড পাইলট ডান দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলে উঠল, 'ওদিকে, ওই যে!' ঘাড় ফিরিয়ে রানা দেখল হলুদ রঙের ছোট একটা এরোপ্লেন দৌড়ুচ্ছে ধীরে ধীরে মরুভূমির মাঝখানে।

'ওটাই নিশ্চয়।' রানা বলে উঠল। কিন্তু বোয়িং ইতোমধ্যে ওটাকে ছাড়িয়ে চলে এসেছে বহুদূর। পাইলট অসম্ভব দ্রুততার সাথে টাইট টার্নের জন্যে যন্ত্রপাতি টেনে ধরল শক্ত মুঠোয়। উইং-টিপ্ মাটি ছুঁয়ে ফেলবে বলে মনে হলো একবার। তারপর সমান্তরাল হলো বোয়িং। মরুভূমির চলনসই একটা রানওয়ের কাছে ফিরে এল ওরা। দু'মিনিট সময় গেছে মাত্র এর মধ্যে। কিন্তু রানওয়ে ফাঁকা। অসংখ্য খালি পেট্রলের ড্রাম আর স্টেশনারী কার একটা, আর কিছু দেখা যাচ্ছে না।

দু'মিনিট ওড়ার পর আবার চিৎকার করে উঠল সেকেন্ড পাইলট। হলুদ পোকাটাকে এবার দেখল রানা আকাশে। বেশ নিচু দিয়ে উড়ছে। সোজা স্টেডিয়ামের দিকে যাচ্ছে।

'আমাদেরকে ওর কাছে পৌঁছুতে হবে।' অস্বাভাবিক শান্ত অথচ দৃঢ় শোনাল রানার গলা, 'হাইট কম করুন আরও।'

'ভয় হচ্ছিল, এই কথাই বলবেন এবার আপনি।' ক্যাপ্টেন অসহায় গলায় বলল। নিচে নেমে এল বোয়িং পরবর্তী কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে। ক্যাপ্টেন বলে উঠল, 'অ্যালার্ম দ্য সাইরেন। অত্যন্ত নিচু দিয়ে যাচ্ছি। বিপদ থেকে সাবধান থাকার চেষ্টা করা উচিত।'

হলুদ প্লেনটা শ'দুয়েক গজ দূরে আর।

সেকেন্ড পাইলট বলল, 'এ কি!'

প্রায় একই সময়ে রানা আর ক্যাপ্টেন পরস্পরের দিকে তাকাল নিঃশব্দে। কেউ বলল না কিছু। হলুদ প্লেনের পাশে পৌঁছে গেছে বোয়িং। ওরা দেখল ককপিটে কেউ নেই। শূন্য।

আড়াল থেকে তিন মিনিটের মধ্যে হলুদ প্লেনটা স্টেডিয়ামে পৌঁছে যাবে।

ক্যাপ্টেন সরে গেল খানিকটা। পিছিয়ে পড়ল একটু। নেমে গেল আরও নিচে। স্পীড বাড়ল তারপর। থ্রটল সরিয়ে দিয়েছে ক্যাপ্টেন পিছন দিকে। তিনশো ফিট নিচে মুখ হাঁ করে লোকজন তাকিয়ে আছে উপরের অবিশ্বাস্য দৃশ্যের দিকে।

সিলভারের লম্বিত ডানা হলুদ প্লেনটার দিকে ঘনিষ্ঠ হতে যাচ্ছে। বোয়িং নামছে, উঠছে। রানা দেখল ক্যাপ্টেনের কন্ট্রোলে ধরা হাতের আঙুলগুলো রক্তশূন্য হয়ে পড়েছে। এক সেকেন্ডের জন্যে বধির হয়ে গেল রানা। অবিশ্বাস্য বিস্ফোরণ অবশেষে ঘটে গেল। আকস্মিক ঝাঁকুনিতে উল্টেপাল্টে ছিটকে পড়ল রানা।

দিগ্বিদিক্ জ্ঞান হারিয়ে মোড় নিচ্ছে বোয়িং। কাঁপছে আর লাফ মারছে মুহুর্মুহু। কয়েক সেকেন্ড পর দক্ষ পাইলট সমান্তরাল পর্যায়ে নিয়ে এল প্লেনকে। উঠে দাঁড়াল রানা মাথার যন্ত্রণার কথা ভুলে গিয়ে। ফ্লাইট ডেকে ফিরে এসে বাঁ দিকের জানালা দিয়ে কালো ধোঁয়ার খাড়া পাহাড় দেখতে পেল রানা। ধোঁয়াটা টাওয়ারের মত হয়ে প্রায় আধমাইল উপরে উঠে এসেছে। প্লেনটার কোন অস্তিত্ব বোঝা যাচ্ছে না নির্জন মরুভূমিতে।

বিদ্যুৎবেগে ছুটছে বোয়িং। বেশি কিছু দেখা গেল না। একশো ফিট নিচে দিয়ে উড়তে উড়তে স্টেডিয়াম ক্রস করল ওরা। স্যালুটিং প্লাটফর্মে পলকের জন্য দেখা গেল শাহকে। প্রত্যেকে তাকিয়ে আছে চোখ তুলে উপর পানে। ভীত এবং বিস্মিত।

উঁচুতে ওঠার প্রয়াস চালাতে চালাতে ক্যাপ্টেন বলে উঠল, 'পিস্তলধারী লোক দেখলেই সন্দেহ করা উচিত নয়। নতুন অভিজ্ঞতা হলো আমার। হোয়াট নাউ, মি. মাসুদ রানা?'

'হোম। রেডিওর সাথে যোগাযোগ করুন।' কথাটা বলেই রানার চোখ পড়ল আকাশে। ইরানিয়ান এয়ারফোর্সের চারটে বিমান তীরবেগে ছুটে আসছে ওদের দিকে। সী-গালের মত ঘিরে ফেলল মিরেজগুলো বোয়িংটাকে। সিগন্যাল দিচ্ছে ল্যান্ড করার জন্যে।

রানা ক্যাপ্টেনের উদ্দেশে বলল, 'কন্ট্রোলকে ডাকুন। বলুন, একটা মারাত্মক ষড়যন্ত্র বানচাল করে দিয়েছি আমরা এই মাত্র। আর অ্যামব্যাসাডরের পার্সোনাল প্রোটেকশন ছাড়া আমরা ল্যান্ড করব না। অ্যামব্যাসাডরকে স্টেডিয়ামে পাওয়া যাবে।'

'সে কি! এতসবের পর ফুলের মালা হাতে নিয়ে অপেক্ষা করবে সবাই রানওয়েতে, এই রকম হওয়া উচিত নয়? আমরা ভিলেন নই—হিরো।'

রানা ঠোঁট বাঁকা করে বলল, 'নট নেসেসারিলি। আপনি হয়তো জেনারেল ইয়াজদী হাতামীর নাম শুনে থাকবেন। বমটা তারই ষড়যন্ত্র। লোকটা সিক্রেট পুলিসের চীফ। আমার লাশ দেখার জন্য ছটফট করছে সে।'

আন্ডার ক্যারেজ ডাউন। ফ্ল্যাপস্। একশো ফিট, পঞ্চাশ ফিট, ঘর্ষণ, টায়ারের শব্দ—তারপর দ্রুত বেগে সাবলীল ভঙ্গিতে গড়িয়ে চলল রানওয়ে ধরে বিরাটকায় 707.

রেডিও ক্যারক্যার করে উঠল। তারপর অবোধ্য চিৎকার আর চিৎকার। প্লেন দাঁড়াল। চারটে জীপ প্লেনের সামনে ব্রেক কষল। লাফ দিয়ে নেমে স্টেনগানধারী সোলজাররা ঘিরে ফেলল চতুর্দিক থেকে বোয়িংকে। রেডিওর তর্জন গর্জন ঢিমে হয়ে এল খানিকপর।

সোলজাররা দাঁড়িয়েই থাকল। দরজা ভাঙার নির্দেশ পায়নি ওরা, বুঝতে পারল রানা। ককপিটে রানা, ক্যাপ্টেন আর পাইলটরা অপেক্ষার মুহূর্তগুলো কাটাচ্ছে সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে। কেউ কোন কথা বলছে না।

বিশ মিনিট পর একটা ফোর্ডকে চাঁদ তারা মার্কা সবুজ ফ্ল্যাগ উড়িয়ে গ্যাঙওয়ের ভিতর ঢুকে পড়তে দেখল রানা। গাড়িটা এসে সশব্দে ব্রেক কষে দাঁড়াল

মিলিটারি ব্যূহের বাইরে। গাড়ি থেকে নামলেন অ্যামব্যাসাডর।

রানা হাসল না। ইউনাইটেড স্টেটস-এর ফ্ল্যাগ উড়িয়ে একটা ক্যাডিলাক সবেগে এসে থামল ফোর্ডের পাশে। কপালের ঘাম মুছতে মুছতে নামছে জনস্টন গাড়ি থেকে।

তেরো

অ্যামব্যাসাডর দেখলেন রানার ওয়েস্টব্যান্ডে লটকানো রয়েছে পিস্তলটা। রানা কথা বলতে দিল না. 'মি. অ্যামব্যাসাডর,' শান্ত গলায় বলল ও. 'এমব্যাসীতে নিয়ে চলুন আমাকে। আপনার পার্সোনাল প্রোটেকশনে। হোয়াইট হাউজের সাথে কথা বলতে চাই আমি।' রানার কথা শেষ হতেই হন্তদন্ত হয়ে দরজা দিয়ে ঢুকল জনস্টন। রানা মুখ খুলতে দিল না তাকেও, 'তোমার প্রতি আমার হুকুম হচ্ছে জেনারেল ভ্যান জুডকে অ্যারেস্ট করো। এমব্যাসীতেই আটকে রাখা হয় যেন তাকে। তোমার জানা উচিত যে তোমাদেরই এজেন্সির লোকের দ্বারা শাহকে হত্যা করার একটা মারাত্মক চক্রান্ত করা হয়েছিল। এবং কয়েক মিনিট আগে তা নস্যাৎ করে দিয়েছি আমি।'

জনস্টন সুবোধ বালকের মত মাথা নাড়ল। কথা বলার চেষ্টা করতেই রানা বলে উঠল. 'কোন কথা শোনবার মত মেজাজ নেই আমার।' অ্যামব্যাসাডরের পিছন পিছন বেরিয়ে এল রানা।

রাস্তায় কোন কথা বলল না রানা।

এমব্যাসীতে ঢুকেই অ্যামব্যাসাডরের অফিস রুমে যেতে চাইল রানা। অফিস রুমে এসে ডেস্কে বসে একটা মেসেজ কম্পোজ করল ও। বলল. 'এটা টেলেক্স করার ব্যবস্থা করুন। এই মুহূর্তে।'

কাগজের টুকরোটা নিয়ে বেরিয়ে গেলেন অ্যামব্যাসাডর। দশ মিনিট পর তিনি ফিরে আসতে রানা বলল, 'আপনার আপত্তি না থাকলে সোফায় বিশ্রাম নিতে চাই খানিকক্ষণ। টেলেক্সের রিপ্লাই এলেই আমাকে ডাকবেন। এবং ইতিমধ্যে শাহ-এর সাথে আমার সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করুন।' অ্যামব্যাসাডর রুম ত্যাগ করার পর লম্বা করে বিছিয়ে দিল দেহটা সোফার উপর রানা। কোল্টটা রাখল পাশে। জুতো জোড়াও খুলল না।

পাঁচ মিনিট পর ঘুমিয়ে পড়ল রানা।

'ইওর হাইনেস, ইওর হাইনেস।' বিড়বিড় করে উঠল রানা। তারপরই ভেঙে গেল রাজ্যটা

স্বপ্নের দেশ থেকে জাগরণের দেশে ফেরত আসার সাথে সাথে চোখ মেলে তাকাল রানা। অ্যামব্যাসাডর নুয়ে পড়ে দাঁড়িয়ে আছেন সামনে। হাতে টেলেক্স পেপারের একটা শীট। উঠে এসে ওটা নিল রানা। ওয়াশিংটনের উত্তর এসেছে। জনস্টনকে অন্তরীণ রাখার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে রানাকে। এ ব্যাপারে ইরানিয়ান

বাহিনীর নিরাপত্তা সাহায্য চাইতে পারে রানা।

ফোন করল রানা জনস্টনকে,'ভ্যান জুডের খবর বলো।'

'এখনও তিনি এমব্যাসীতে আসেননি।' নীরস কণ্ঠস্বর জনস্টনের। রিসিভার নামিয়ে রেখে আবার তুলল রানা। ডায়াল করল শাহ-এর পার্সোনাল সেক্রেটারিদের একজনের নাম্বারে। জনস্টনের ব্যাপারে সেক্রেটারিকে নির্দেশ দিল।

রানা মুখ তুলে তাকাতেই অ্যামব্যাসাডর বলে উঠলেন, 'হিজ ম্যাজিস্টি প্যালেসে অপেক্ষা করছেন আপনার জন্যে, স্যার। ইটস এ স্পেশাল অডিয়েন্স।'

অস্পষ্ট একটু হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল রানার ঠোঁট থেকে।

ফোর্ডটা অপেক্ষা করছিল বাইরে। ওরা উঠে বসতেই শোফার গাড়ি ছেড়ে দিল। সারাটা রাস্তা কোন কথা বলল না রানা। শাহ-এর মুখোমুখি হতে যাচ্ছে ও। কিন্তু সারাক্ষণ মনে পড়ছে ইরানীর মুখটা।

গাড়ি গন্তব্যস্থলে পৌঁছুতেই ইমপেরিয়াল গার্ডের জেনারেল সবেগে সামনে এসে দাঁড়াল, 'জেনারেল নেশারী,' মৃদু কণ্ঠে বললেন অ্যামব্যাসাডর, 'কমান্ডার অভ দ্য শাহস্ পার্সোনাল ট্রুপস।'

মারবেল প্যালেসের পার্ক পেরোল ওরা ইরানিয়ান জেনারেলের পিছন পিছন। সারাটা পথে পাঁচ ফুট পর পর একজন করে সেন্ট্রি। হাতে সাব-মেশিনগান। পাথরমুখো সবাই। তীক্ষ্ণচোখা দু'জন অফিসার দাঁড়িয়ে আছে শাহ-এর রুমের বাইরে। ভিতরে যাবার রাস্তা দেখাল তারা রানাকে। ওর নাম ঘোষণা করল। তারপর প্রস্থান করল স্বস্থানে।

উজ্জ্বল একটা প্রশস্ত রুম। অফিস নয়, কিন্তু একটা ডেস্ক বর্তমান। ডেস্কের উপর চারটে সোনার অ্যাশট্রে। একধারে একটা লাল টেলিফোন।

'প্লীজ সীট ডাউন, জেন্টলমেন,' শাহ বললেন। প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দুটো বুলিয়ে নিলেন পলকের মধ্যে রানার আপাদমস্তকে। পরিপাটি কাঁচা পাকা মাথার চুল। রুমের দুই প্রান্তে অনড়মূর্তির মতই সুসজ্জিত দু'জন বডিগার্ড দাঁড়িয়ে।

অ্যামব্যাসাডর পরিচয় করিয়ে দিলেন রানার সাথে শাহ হাসলেন মিষ্টি করে। বললেন, 'জন্মাবার পর মৃত্যু একটা রুটিনসম্মত কাজ। মরতে হয়ই মানুষকে। কিন্তু সময় আর অসময় বলে একটা কথা আছে। আপনি আমাকে অসময়ে মরার হাত থেকে রক্ষা করেছেন। ধন্যবাদ। অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি ঋণী থাকব।' শাহ-এর কথাগুলো অদ্ভুত ভাল লাগল রানার। জ্ঞানী মানুষদের মধ্যে শাহও একজন বুঝতে কোন অসুবিধে হলো না ওর। মাথা নুইয়ে বাউ করল রানা। কথা বলল না।

শাহ বললেন, 'আমি শুনতে আগ্রহবোধ করছি সব কথা।'

'সবটুকু?'

'অবশ্যই, যদি নিজেকে ক্লান্ত মনে না করেন।'

সব কথা বলে গেল রানা, বাদ দিল না কিছুই। শাহ-এর ভুরু জোড়া একটু নড়ে উঠল যখন ইরানীর গল্প বলে গেল রানা। কিন্তু শাহ সব কথা শুনতে চান। সব শুনে গেলেন তিনি। মাঝে মাঝে প্রশ্ন করলেন, নোট নিলেন। মাঝখানে

একবার নোটটা তুলে ইঙ্গিত করতে একপ্রান্ত থেকে একজন অফিসার এগিয়ে এল। নোটটা নিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল সে।

রানার গল্প শেষ হতে হতে সন্ধে নামল। রাজকীয় বাহিনীর একজন এসে ঝাড়-বাতিগুলো জ্বেলে দিয়ে গেল। শাহ নিঃশব্দ রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর বললেন, 'আপনার কথা বিশ্বাস করছি। জেনারেল ইয়াজদীকে কিছু প্রশ্ন করার জন্য ডেকে পাঠিয়েছি। সত্যি যদি সে দোষী হয় তাহলে মিলিটারি ট্রাইব্যুনালে তার বিচার হবে। ভ্যান জুডের ব্যাপারটা সামলাবেন আপনি। এদিকে আপনার নির্দেশে মি. জনস্টন হাউজ-অ্যারেস্ট। আপনিই ইউনাইটেড স্টেটস-এর প্রতিনিধি বর্তমানে।' শাহ উঠে দাঁড়িয়ে করমর্দন সারলেন।

বাইরে বেরিয়ে অ্যামব্যাসাডর বললেন, 'শাহ খুব সন্তুষ্ট হয়েছেন।'

'আমি এখন চাই একটি মাত্র কাজ। জেনারেলরা ধরা পড়ুক যত তাড়াতাড়ি হয়। আমার হোটেলে পৌঁছে দিন আমাকে। শাওয়ার না নিলেই নয়।'

গাড়ি হিলটনের পথে ছুটে চলল। মাঝ রাস্তায় একটা নীল ক্রাইসলার ওভারটেক করে গেল ওদেরকে দ্রুত। ফোর্ড থেকে হিলটনের সামনে নামতেই জেনারেল নেশারীকে সামনে দেখা গেল। রানা নামতে নামতে দেখল জেনারেল নেশারী রিসেপশন রুমে ঢুকে পড়েছে।

রিসেপশন রুম পেরোবার সময় রানা দেখল জেনারেল নিচু গলায় অবিরাম কি যেন বলে চলেছে রিসেপশনিস্ট মেয়েটিকে। চাবি নিয়ে নিজের রুমের সামনে এসে দাঁড়াতেই রানাকে সম্মান দেখাল হিলটনের ম্যানেজার মাথা নুইয়ে ইরানিয়ান কায়দায়।

শাওয়ার নিল রানা। নতুন শার্ট আর ট্রপিক্যালের স্যুট পরল ও। তারপর করিডরে পা রাখল।

পরমুহূর্তে পিছিয়ে রুমের ভিতর ফিরে এল রানা। দু'জন সোলজার সাব-মেশিনগান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দরজার দু'পাশে। ইয়াজদীর লোক? কিন্তু রুমের ভিতর ঢোকার লক্ষণ নেই ওদের দু'জনার কারও মধ্যে। কান পাতল রানা। না, কোন শব্দ নেই। শ্রাগ করে পা বাড়াল ও। দৃঢ়ভাবে অ্যাটেনশন হলো, গোড়ালিতে গোড়ালি ঠেকিয়ে শব্দ করল ওরা। বিস্ময়ে ওদের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা। পাথরমুখো সোলজার দু'জন। চোখের পাতা দুটোও পাথরের। অনড়। সোজা চেয়ে আছে। কিন্তু কিছু দেখছে কিনা জোর করে বলা মুশকিল রানার পক্ষে। আর একবার শ্রাগ করে এলিভেটরের দিকে পা বাড়াল ও।

অ্যাটেনড্যান্ট গ্রাউন্ড ফ্লোরের বোতাম টিপে দিল রানা কিছু বলার আগেই। অন্যান্য ফ্লোরের আলো চোখ টিপছে, কিন্তু গ্রাহ্য করল না সে। এলিভেটর থেকে নামতেই ম্যানেজার হাত কচলাতে কচলাতে সামনে আবির্ভূত হলো, 'আপনি আজ সন্ধ্যায় হিজ ম্যাজিস্টির সম্মানিত গেস্ট, ইওর হাইনেস। হিজ ম্যাজিস্টি বিশেষ ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দিয়েছেন আপনার আরাম আয়েশের। আপনি কি প্রাইভেট রুমে ডিনার খাওয়া পছন্দ করবেন?'

রেস্টুরেন্টেই ডিনার খাবে বলে জানিয়ে দিল রানা। জানালার ধারে একটা টেবিল দেয়া হলো ওকে। কোন মেনু আনা হলো না। বদলে হোটেলের যাবতীয়

খাদ্য সম্ভারের নমুনা বিপুল পরিমাণে সাজিয়ে দেয়া হলো টেবিলের উপর। কমপক্ষে পঁচিশজন খাইয়ে লোকও হিমসিম খেয়ে যাবে সব খাবার নিঃশেষ করতে হলে। সব শেষে এল একাধিক কাঁচের জার।

'এগুলো উপহার হিজ ম্যাজিস্টির,' পানীয়গুলোর দিকে ইশারা করল ম্যানেজার, 'white caviar এক্সট্রিমলি রেয়ার।'

টোস্টের তিননম্বর পিস শেষ করার পর পরাক্রমশালী দু'জন লোককে চুপচাপ একটা ছোট টেবিলে বসে থাকতে দেখল রানা। উপরের করিডরের সোলজারের মত পাথর-মুখো এ দু'জনও। মনে মনে হেসে ফেলে রানা নিজেকে বলল বাইরে বোধহয় দু'একটা ট্যাঙ্কও মজুদ রাখা হয়েছে আমার নিরাপত্তার জন্যে।

উপরে উঠে এসে বিছানায় গা মেলে দিয়ে রিসিভারটা হাত বাড়িয়েই তুলে নিল রানা। ইরানীকে পাওয়া যাবে না এখন অফিসে। ওলুনা কি এসেছে তেহরানে? ডায়াল করল রানা প্যান-অ্যামে। কাল আসবে ওলুনা। শুয়ে শুয়ে, টার্কির কফি পান করে চোখ বুজল রানা। মেজর জেনারেলের মুখাবয়ব মানসপটে ভেসে উঠল। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল ও।

ক্রিং ক্রিং শব্দে ঘুম টুটে গেল ওর।

'দিস ইজ অ্যামব্যাসাডর,' বিদেশী দূত নরম গলায় বলছেন অপর-প্রান্তে, 'খবর আছে আপনার, স্যার।'

'রাশিয়ানরা আক্রমণ শুরু করেছে?' রানা ঝরঝরে কণ্ঠে বলল

'না, স্যার। ঠাট্টা নয়। জেনারেল ইয়াজদী হাতামি একটু হলেই অ্যারেস্ট হতেন আজ সকালে।'

'আজ সকালে? পালিয়েছে? এখন ক'টা বাজে?'

'বারোটা। জেনারেল দু'জন অফিসারকে গুলি করে মেরে ফেলেছেন। ওরা অ্যারেস্ট করতে গিয়েছিল। জেনারেল ইয়াজদী আটকা পড়েছেন। কোথায় জানেন, স্যার? ব্যাঙ্ক মেলির ভল্টে। বিশ্বাস করুন বা না করুন।'

'একা?'

'না। ভ্যান জুড আছেন তাঁর সাথে। দু'জন ইউনাইটেড স্টেটস্-এর লোক আর একজন ইয়াজদীর সহকারী। সবাই সশস্ত্র। পুলিস ব্যাঙ্ক সিল করে দিয়েছে ওরা বেরোতে পারছে না। বিশ্বাস করুন, এ জীবনে আর পারবেও না। ওখানে যাচ্ছি আমি। আপনি যাবেন?'

'সম্ভবত।'

শাওয়ার না নিয়েই পোশাক পরে নিল রানা। পিস্তল না নিয়েই করিডরে বেরিয়ে এল ও। লবিতে ওকে দেখেই গতরাতের পরাক্রমশালী সেই লোক দু'জন যন্ত্রচালিত পুতুলের মত উঠে দাঁড়াল। পিছু নিল ওরা। প্রবেশ মুখে তৃতীয় একজন এগিয়ে গেল আচমকা, 'গাড়ি তৈরি ওদিকে, স্যার।' নিরতিশয় সমীহ গলায়।

হালকা নীল রঙের ক্রাইসলার গাড়িটা। উইদাউট নাম্বার প্লেট। ইউনিফর্ম পরা শোফার। হুকুম দেবার আগেই ব্যাঙ্ক মেলি অভিমুখে স্টার্ট নিল গাড়ি। রানা বসেছে পিছনে। পরাক্রমশালীদ্বয় সামনের সীটে। শোফার সাইরেনের সুইচ অন করে দিল। বিশ মিনিটের রাস্তা পেরোল গাড়ি দশ মিনিটে। গাড়ি থামল মিলিটারি রোড

ব্লকের সামনে। একশো গজ দূরে ব্যাঙ্ক । রানা নেমে দাঁড়িয়ে দেখল অ্যামব্যাসাডর দ্রুতপায়ে কাছে আসছেন।

'এসেছেন! শাহ অপেক্ষা করছেন আপনার সাথে দুটো কথা বলার জন্যে।'

'কোথায়?'

'ওদিকে, ওই যে। গাড়িতে আছেন শাহ। গ্রেফতার কাজ নিজের চোখে দেখার জন্যে এসেছেন। এখন অপেক্ষা করছেন আপনার জন্যে।'

গ্রে রঙের রোলসটা ব্যাঙ্কের বিপরীত দিকে পার্ক করা। ঘিরে রেখেছে সেনারা

পা বাড়িয়ে রানা প্রশ্ন করল, 'এসব কতক্ষণ ধরে ঘটছে?'

'তিন ঘন্টার কম হবে না। আরও অনেকক্ষণ কাটবে সুসমাপ্তিতে পৌছুতে। ভল্ট-ভাঙার প্রশ্ন ওঠে না। আনব্রেকেবল। আন্ডার গ্রাউন্ডে, স্টীলের কামরা। দরজাগুলো চার ইঞ্চি পুরু স্টীলের।'

রোলসের পিছনের সীটে শাহ বসে রয়েছেন। সিগারেট টানছেন। বিমর্ষ দেখাচ্ছে একটু। মাথা নেড়ে ডাকলেন তিনি ভিতরে। বললেন, 'ইউ আর অ্যাবসোলিউটলি রাইট, মি. মাসুদ রানা।' রানার পিঠ চাপড়ে দিলেন শাহ। রানার কাঁধ থেকে হাতটা প্রত্যাহার না করেই বললেন, 'জেনারেল ইয়াজদী আমার বিশ্বাসের মূল্য দিতে পারেনি। আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা নেই,' শাহ মৃদু কণ্ঠে বলে চললেন, 'আমার সামান্য ক্ষমতায় যা সম্ভব তা আমি করব আপনার সম্মানে।' চিন্তিত দেখাল মুহূর্তের জন্যে শাহকে, 'আমার ব্যক্তিগত ধন্যবাদও নিন আপনি সরকারী কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হবে যথাসময়ে।' রানার কাঁধ থেকে হাত প্রত্যাহার করলেন শাহ। করমর্দন করল রানা। শাহ হাত ছাড়লেন না রানার। মুখের কাছে তুলে আলতোভাবে রানার হাতের উল্টো পিঠে ঠোঁট ছোঁয়ালেন। 'প্যালেসে ফিরব আমি। গুড মর্নিং, মি. মাসুদ রানা।'

'কিন্তু…কিন্তু জেনারেলদের ব্যাপারে কি হবে?' না জিজ্ঞেস করে পারল না রানা।

সামান্য একটু হাসলেন শাহ, 'সে-সমস্যা ইতিমধ্যেই সমাধান হয়েছে সকলের সুবিধানুযায়ী।'

রানা নেমে পড়ল। বিরাট দরজাটা মৃদু একটা ক্লিক শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল। অ্যামব্যাসাডর অদূরে দাঁড়িয়ে আছেন। পাশে এসে দাঁড়াল রানা। নিঃশব্দে রোলস গড়িয়ে চলল। একটু পরই সেনাবাহিনীর লোকজন প্রস্তুতি নিতে শুরু করল প্রস্থানের।

'কি বুঝলেন?' অ্যামব্যাসাডর কৌতূহল দমন করতে পারলেন না।

'জানি না। শাহ খুব ঠাণ্ডা হয়ে গেছেন। দেখুন।' ওদের চারপাশের সোলজাররা প্রস্থান করতে শুরু করেছে সুশৃংখলভাবে। কয়েকটা জীপ স্টার্ট নিল একসাথে। খানিকপর ওরা দু'জন ছাড়া আর কাউকে দেখা গেল না আশপাশে। রানা ব্যাঙ্কের দরজার দিকে পা বাড়াল। পিছু নিলেন অ্যামব্যাসাডর।

দরজার গায়ে পিন দিয়ে আঁটা কাগজে লাল কালিতে লেখা—'Closed for repairs.'

গাড়ির কাছে ফিরে এলে মনে পড়ল রানার আতাসীর কথা।

স্মরণ থাকা সত্ত্বেও জায়গাটা খুঁজে পেতে মাথা ঘামাতে হলো ওকে। নক করতে সেই মহিলা দরজা খুলে দিল। ভিতরে ঢুকল রানা। ডাক্তার অনুপস্থিত। টেবিল সরিয়ে ট্র্যাপডোরের সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে শুরু করল ও।

কয়েকটা সিঁড়ি থাকতে মেঝেতে লাফ দিয়ে পড়ল রানা। কানের পাশে আচমকা ধাতুর শীতল স্পর্শ পেল ও। কোল্টটা সরিয়ে নিয়ে আতাসী হেসে ফেলল। বলল, 'সাড়া দিয়ে আসতে হয়, বস্। গুলি করে বসতাম হয়তো। খবর ভাল, মেজর?'

'মন্দ বলব না।' বিছানার কিনারায় বসল রানা। যা যা ঘটেছে সব বলল ও আতাসীকে।

'দুঃসাহসিক সৎপথে চালিত হলে জয় অবশ্যম্ভাবী, ওস্তাদ এ ধরনের উপকার মহামান্য শাহ কখনও ভুলে যান না। কপালে তোমার অনেক ভোগ আছে, মেজর।'

আতাসীকে নিয়ে উপরে উঠে এল রানা।

ড্রাইভিং সীটে বসল রানা। আতাসী পাশ থেকে জানতে চাইল, 'কিন্তু জেনারেলদের চূড়ান্ত অবস্থাটা কি করলেন শাহ?'

'হয়তো মৃত্যুমুখে ঠেলে দিয়েছেন ওদেরকে।'

লালেজার স্ট্রীট ধরে ক্রাইসলার ছুটছে। রানা দেখল একজন হকার 'তেহরান জার্নাল'-এর স্পেশাল ইস্যু বিক্রি করছে গলা ফাটিয়ে। জানালার কাঁচ সরিয়ে একটা কাগজ নিল রানা।

একটি মাত্র হেড লাইন স্পেশাল ইস্যুতে:

DISASTER AT BANK MELLI.

জেনারেল ইয়াজদী, হেড অভ ইরানিয়ান সিক্যুরিটি, অ্যাকমপ্যানিড বাই দ্যা আমেরিকান জেনারেল ভ্যান জুড অ্যান্ড সেভারেল কলিগস্, অ্যাকসিডেন্টালি ড্রাউন্ড টু ডে ডিউরিং এ ভিজিট টু দ্য ট্রেজার রুম অভ দ্য ব্যাঙ্ক।

নিচের আর্টিকেলে ব্যাখ্যা করেছে ঘটনা। সিকিউরিটি সিস্টেম একত্রীকরণের স্বার্থে ব্যাঙ্কের ভল্টগুলো অস্বাভাবিক ভাবে তৈরি করা ছিল। দুর্ঘটনাবশত দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়াতে রুমগুলো ডুবে গেছে পানিতে। এই ধরনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল ব্যাঙ্ক-ডাকাতরা যাতে পালাবার চেষ্টা করতে না পারে সেই কথা ভেবে।

এরপর আছে দুই জেনারেলের প্রতিভা আর মেধার গুণগান। শাহ ব্যক্তিগতভাবে দুই বিধবার কাছে শোকবাণী পাঠিয়েছেন। জেনারেল ভ্যান জুডকে ভূষিত করা হয়েছে সম্মানিত খেতাবে। সর্বোচ্চ পারশিয়ান খেতাব এটা। দুর্ভাগ্যক্রমে এ ধরনের কোন খেতাব জেনারেল ইয়াজদী হাতামি পাননি। কেননা এর আগেই তিনি সব খেতাব অর্জন করেছিলেন।

পরের দিন সমাধিস্থ হবেন জেনারেলদ্বয়। ছুটির দিন ঘোষণা করা হয়েছে, সেই সঙ্গে গোটা দিনটিকে শোক দিবস হিসেবে পালন করা হবে। শাহ স্বয়ং উপস্থিত থাকবেন শোকানুষ্ঠানে।

'স্মার্ট—দারুণ স্মার্ট মহামান্য শাহ,' আতাসী মন্তব্য করল, 'ইঁদুরের মত

দমবন্ধ করে মেরে, কবর দিচ্ছেন প্রিন্সের মত সম্মান দেখিয়ে। রসিক শাহ কৌশল জানেন।'

আতাসীকে ওর বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে হোটেলে ফিরে এল রানা। আরও কাজ বাকি ওর।

ওর গার্ড দু'জন এখনও হাজির। গোড়ালিতে গোড়ালি ঠেকিয়ে একই রকম শব্দ করল। রুমে ঢুকে রানা শুনল টেলিফোন বাজছে।

ডেইজি ইরানী।

'আমি কি খুশি যে হয়েছি, রানা! ইয়াজদী গেছে, ভাল হয়েছে। তুমি বেঁচে আছ···তোমার জন্যে ভয়ানক উদ্বিগ্ন ছিলাম আমি, রানা।'

রানা শুধু হাসল মৃদুশব্দে।

ইরানী বলে চলেছে, 'কারাজ লেকে যাবার ব্যাপারে ভেবেছ কিছু, রানা? চলো না এক সপ্তাহ কাটিয়ে আসি।' উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে চাইছে ইরানীর কণ্ঠ। 'তোমার জন্যে স্পেশাল সাজে সাজব আমি। যাবে? চলো না রওনা হই কাল?'

'কারাজে যাচ্ছি আমি, ইরানী। কিন্তু দুঃখিত, একটি অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে যাচ্ছে আমার সাথে। ওকে কথা দিয়ে ফেলেছি আমি।'

'ঠিক আছে।' নিষ্প্রাণ কণ্ঠে বলল ইরানী। 'কবে ফিরবে কারাজ থেকে? তখন না হয় যোগাযোগ করব।'

'বেশ, জানাব।' ফোন ছেড়ে দিল রানা।

হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল ওলুনা। 'কি ব্যাপার, রানা! আর ইউ অল রাইট? তোমার দরজার দু'পাশে সেন্ট্রি কেন?'

'আমাকে পাহারা দিচ্ছে।'

'বন্দী?'

'তাহলে তোমাকে ঢুকতে দিত না ওরা।'

'আর একটা ব্যাপার। আমাকে প্রিন্সেসের মত সম্মান দেখাচ্ছে হোটেলের প্রত্যেকটা লোক। ম্যানেজার থেকে শুরু করে সুইপার পর্যন্ত। কথায় কথায় হাসছে আর মাথা ঝুঁকিয়ে বাউ করছে। কি হয়েছে, রানা?'

সংক্ষেপে বলল রানা এ ক'দিনের ঘটনা। সব শেষে বলল রাজকীয় সম্বর্ধনার কথা। সব শুনে লজ্জা পেয়ে গেল ওলুনা। 'কিন্তু তোমার জন্যে আমাকে সম্মান দেখাচ্ছে কেন ব্যাটারা? তোমার সঙ্গে তো আমার কোন সম্পর্কই নেই।'

'যদি বলি আছে?' মুচকি হেসে বলল রানা।

লজ্জায় লাল হয়ে গেল ওলুনার গাল।

'কারাজে যাবে? চলো বেড়িয়ে আসি ক'দিন। ছুটি নিতে পারবে না?'

'পাঁচ ছ'দিন থাকতে হচ্ছে এমনিতেই। ইঞ্জিন ট্রাবল্। চলো, এক্ষুণি বেরিয়ে পড়া যাক।'

বেরিয়ে এল ওরা ঘর থেকে। খটাস্ করে দুই জোড়া বুটের শব্দ হলো। নেমে এল ওরা লিফটে করে। আবার খটাস্—আরও দুই জোড়া। ওদের ওপর চোখ পড়তেই হাত কচলাতে শুরু করল ম্যানেজার। বাইরে বেরোতেই শোফার চালিত

নীল ক্রাইসলার এসে দাঁড়াল, খুলে গেল দরজা।

ছুটল গাড়ি কারাজের উদ্দেশে।

ছুটি। গায়ের কাছে সরে এল ওলুনা, কানে কানে বলল, 'তুমি যাদুকর।'

তারপর?

তারপর রানা জানে না। একজন হয়তো জানেন। তিনি পি. সি. আই চীফ মেজর জেনারেল রাহাত খান।